বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা পরিষদ:

১। জনাব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) — আহবায়ক

২। জনাব বাসুদেব আচার্য্য, যুগ্ম সচিব — সদস্য

৩। জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম,যুগ্ম সচিব — সদস্য

৪। মিজ্ সীমা সাহা, যুগ্ম সচিব — সদস্য

৫। মিজ্ ছামছুন নাহার, সহকারী সচিব — সদস্য সচিব

প্রতিবেদন সংকলন: এমআইএস শাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়

আমির হোসেন আমু, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ওপর ভিত্তি করে শিল্প মন্ত্রণালয় **বার্ষিক প্রতিবেদন** প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনা থেকে জনগণ শিল্পখাতের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে।

দেশিয় কাঁচামালনির্ভর শিল্পায়নের ধারা জোরদার করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোই ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হলেও, স্বাধীনতাবিরোধী অবশক্তি তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের চাকাকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু লড়াকু বাঙালি জাতিকে বেশি দিন দমিয়ে রাখা যায়নি। বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকার, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপায়নের পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মিরাকল। এ উন্নয়নের পেছনে শিল্পখাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আমাদের সরকার গৃহিত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। দেশব্যাপী টেকশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অনেক সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশকে নিম্নমধ্যম আয়ের রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বব্যাংকে সাম্প্রতিক স্বীকৃতি এর বড় প্রমাণ। এ ধারা অব্যাহত রেখে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা পরিচালনার পাশাপাশি দক্ষ বেসরকারিখাত গড়ে তুলতে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারিখাতের কার্যকর বিকাশে সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। আগামী দিনেও একই লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয় প্রণীত **বার্ষিক প্রতিবেদন** গত অর্থবছরের কর্মকান্ডের একটি প্রামাণ্য দলিল। প্রতিবেদনটি থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিগত এক বছরে মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা পাবেন। আমি এ সৃজনশীল প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমির হোসেন আমু, এম.পি

২৭ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১২ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্পায়ন অর্থনীতির আধুনিক বৈচিত্রায়ন, কাঠামোগত উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশ ও জনগণের আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান্নোয়নসহ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্পের বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরাধীকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার যে লক্ষ্য স্থির করেছেন এর অন্যতম শর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিল্প সংশ্লিষ্ট নীতি/আইন প্রণয়ন ছাড়াও শিল্প খাতের উন্নয়ন সাধনে ১৩৫৫.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত ‘‘বাংলাদেশ জাহাজ পুন: প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন’’ ২০১৫ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন করেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিতকরত ‘‘ভিশন ২০২১’’ অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় সাফল্যের চূঁড়ায় পৌঁছুবে বলে আমি আশাবাদী। এ প্রতিবেদন থেকে দেশের জনগণ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ক্রমবিকাশমান উন্নয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন বলে আমি মনে করি।

আমি এ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি এবং এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন	২
৩.	বঙ্গবন্ধু ও শিল্প মন্ত্রণালয়	৩
৪.	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল	৭
৫.	মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন	৮-৯
৬.	মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১০
৭.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১০
৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম	১০-১১
৯.	জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি	১১-১২
১০.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	১২
১১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন	১৩-১৪
১২.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি	১৪-১৬
১৩.	সিআইপি (শিল্প)	১৬
১৪.	জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	১৬-১৭
১৫.	আইসিটি ও ই-গর্ভন্যান্স কার্যক্রম	১৮-১৯
১৬.	তথ্য অধিকার	২০-২২
১৭.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্যক্রম	২৩-২৯
১৮.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট	২৯-৩৬
১৯.	প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৬-৩৮
২০.	মন্ত্রণালয়ের অডিট ও অন্যান্য কার্যক্রম	৩৯-৪০
২১.	দপ্তর ও সংস্থা সমূহের তালিকা ও উল্লেখযোগ্য গৃহীত কার্যক্রম:	৪১
২২.	(১) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	৪৫-৫২
২৩.	(২) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)	৫৫-৬১
২৪.	(৩) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)	৬৫-৭০
২৫.	(৪) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	৭৩-৮৫
২৬.	(৫) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)	৮৯-১০০
২৭.	(৬) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	১০৩-১০৮
২৮.	(৭) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	১১১-১১৫
২৯.	(৮) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)	১১৯-১২৬
৩০.	(৯) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	১২৯-১৩১
৩১.	(১০) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় (বয়লার)	১৩৫-১৩৬
৩২.	(১১) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	১৩৯-১৪৫

শিল্প মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অপরিহার্য। কোন দেশের উন্নয়নের অন্যতম একটি সূচক হল শিল্পোন্নয়ন। বাংলাদেশের অর্থনীতি এক সময়ে ছিল পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের অর্থনীতির ধারাতেও পরিবর্তন এসেছে। তাই কৃষি উন্নয়নের সাথে সমান্তরালভাবে শিল্পোন্নয়নও এখন অপরিহার্য। কৃষির আধুনিকায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, পুঁজি গঠন, নাগরিকায়ন, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, per capita আয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এসব কিছুই শিল্পের বিকাশ ছাড়া ভাবা যায় না। তাই বর্তমান সরকার শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় সরকারের লক্ষ্য অর্জনে শিল্পের বিকাশে অন্যতম বাহকরূপে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রণালয়। ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি এ দেশের শিল্প বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে EPSCIC, যা আজ BISCIC হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করেছেন। এ অর্জনের অন্যতম একটি হাতিয়ার হচ্ছে শিল্পায়ন যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিধি ছিল ব্যাপক। পরবর্তীতে বিভিন্ন নীতিমালা ও উন্নয়ন কৌশল পরিবর্তনের ফলে এর কার্যপরিধি ক্রমশঃ ছোট হয়ে এসেছে। বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১১টি সংস্থা ও কর্পোরেশন রয়েছে; যার অধীনে রয়েছে ৩৯টি প্রতিষ্ঠান। এই ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), ১৭টি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এবং ৯টি বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের (বিএসটিআই) এর অধীনে রয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

[১] শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৯০টি, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক ২৬টি, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা [বিএসআরএস] কর্তৃক ০১টি, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক কর্তৃক ০১টি করে মোট ০২টি ও ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ [আইসিবি] কর্তৃক ০২টি প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন

শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মিশন

যথোপযুক্ত শিল্প নীতি প্রণয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কারখানার পূনর্গঠন ও সংস্কার, ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নীতিগত সহায়তা প্রদান, পণ্যের মান সুরক্ষা ও মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তাবায়নের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

ভিশন ও মিশন অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মকৌশল

সরকারের রূপকল্প-২০২১ কে ভিত্তি করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন নতুন করে পুন:র্বিন্যাস করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পূর্বের ভিশন ও মিশনের আলোকে ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'' প্রণয়ন করা হয়। সময়ের বিবর্তনে সরকারের কার্যক্রমে গুনগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়নে বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৫'' প্রণয়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শিল্পনীতি-র অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণসহ পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করে। শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় শিল্পনীতি ছাড়াও ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯, শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০, লবণ নীতি ২০১১, পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে The Ship Breaking & Ship Recycling Rules 2011, ভৌগলিক নির্দেশক আইন ২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নকল্পে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্মসংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য বিসিক ও বিটাকের মাধ্যমে ব্যাপকহারে যুব ও যুবমহিলাদেরকে হাতে কলমে বিভিন্ন ট্রেডে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক সময়ে চাহিদামাফিক সার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সারের যে কোন সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাফার গোডাউন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে খাবারে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য বিএসটিআইয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ও শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উক্ত রুলসের আলোকে প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণে মাননীয় মন্ত্রী নেতৃত্ব প্রদান করেন। রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ অনুসারে সরকারের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা [Principal Accounting Officer] হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ০৮ (আট)টি অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচিবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন এবং অনুবিভাগসমূহে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাজে সমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা এবং সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত অনুবিভাগ ও অধিশাখাসমূহ কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাঝে মাঝে পুন:র্বিন্যাস করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব/কার্যবন্টন এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশনারদের নাম, পদবী ও ঠিকানা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.moind.gov.bd. প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জনবল

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
সচিব	০১	০১	
অতিরিক্ত সচিব	০১	০৫	
যুগ্মসচিব	০৪	১২	
যুগ্মপ্রধান	০১	০১	
উপসচিব	১১	১৭	
সহকারী/সিনিয়র সহকারী সচিব	২৯	০৮	২১
উপপ্রধান	০১	০১	
সহকারী/সিনিয়র সহকারী প্রধান	০৬	০৪	০২
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০১	
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	
সহকারী প্রোগামার	০১	০১	
সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	০০	০১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩২	৩০	০২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০	১৯	০১
কম্পিউটার অপারেটর	০২	০২	
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৯	১৪	১৫
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	০৭	০৬
হিসাব রক্ষক	০১	০১	
সহকারী হিসাব রক্ষক	০১	০০	০১
ক্যাশিয়ার	০১	০১	
ক্যাশ সরকার	০১	০১	
জি.ও.	০১	০১	
অফিস সহায়ক	৫৬	৪৭	০৯
বাবুর্চি/দারোয়ান	০২	০২	

মন্ত্রণালয়ের অর্পিত দায়িত্ব

রুলস অব বিজনেস এর Allocation of Business অনুযায়ী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হয়েছে। শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানতঃ নীতিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ও দপ্তর সমূহের কাজে গতিশীলতা আনয়নে মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ও কৌশলে বিগত বছরসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

Allocation of Business অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিম্নরূপ

1. Preparation of schemes relating to the public sector industries.
2. Administration of industrial policy.
3. Promotion and protection of investment through international investment agreements.
4. Dealings and agreements with other countries and international organisations for technical assistance, aid *etc*,. in the field of industry.
5. National agencies and institutions for —
   (a) promoting industrial productivity, and
   (b) testing industrial products.
6. Standards and quality control.
7. Explosive (excluding the Administration of Explosive Substance Act and Rules).
8. Prescription and review of criteria for assessment of spare parts and raw materials for industries.
9. Production, supply and distribution of processed foodstuff.
10. Industrial monopolies, combines and trusts.
11. Factories and Boilers and Administration of Boilers Act.
12. Industrial research.
13. Standardization of weights and measures.
14. Matters relating to Patent, Design and Trade Marks Department.
15. Testing and quality control of industrial and commercial products.
16. Industrial exhibitions and demonstrations.
17. Omitted.
18. Matters relating to National Productivity Organisation.
19. Industrial credit, State aid to industries.
20. Development of salt industry including manufacture and trade in salt, control of price and development of salt cottage industry.
21. Matters relating to micro, cottage industries and SMEs.*

22. Industrial managemen

23. Co-operation in the industrial sector.

24. Assistance to all industries other than those dealt with by any other Ministry/Division.

25. Co-ordination of the development work of small scale industries.

26. Co-ordination of matters relating to rural industrialisation.

27. Co-ordination of matters of general policy of non-financial undertakings.

28. Formulation of policies and examination of problems common to nationalised industrial corporations.

29. Calling for and submission to the Minister, appropriate papers and documents containing information about performance of the industries under this Ministry.

30. Communicating to the Corporation Government's social, economic and development policies and obtaining for the Minister any general information that may be required to prepare industrial policy.

31. Pricing policy of the products of nationalised industries.

32. Analysing the half-yearly financial reports of the corporations and advising the Minister of any deviation in performance from budget and suggesting to the Minister for corrective actions.

33. Ensuring adherence to the financial rules and practices.

34. Submission of annual performance reports including balance-sheets of sector corporations to the Cabinet.

35. Secretariat administration including financial matters.

36. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Ministry.

37. Liaison with International Organisations and matters relating to protocols and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.

38. All laws on subject allotted to this Ministry.

39. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.

40. Fees in respect of any of the subject allotted to this Ministry except fees taken in courts.

41. Matters relating to ship building, breaking and recycling.**

[*এসআরও নং ২৪৬-আইন/২০১৩, ১০ জুলাই-২০১৩; **এসআরও নং ২৮-আইন/২০১২, ২২ জানুয়ারি-২০১২।]

মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

০১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) ২০১৪-২০১৫ বাস্তবায়ন

সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ৪৮টি মন্ত্রণাললয়/বিভাগ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন করে। উক্ত ৪৮টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র ও নীতিমালা অনুসরণ করে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটে প্রেরণ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২১-০১-২০১৫ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) এর খসড়া ০১-০২-২০১৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটে প্রেরণ করা হয়। ২৩-০২-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর পক্ষে শিল্প সচিব ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (Annual Performence Agreement) স্বাক্ষর করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে প্রথম যে ১০টি মন্ত্রণালয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় অন্যতম। ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে প্রকৃত অর্জন প্রাথমিকভাবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ণয় করা হয় এবং নির্ধারিত ছকে মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশমতে শিল্প মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ ৪টি সংস্থা ও ৭টি দপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

০২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম :

সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নৈতিকতা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির কর্মপরিধিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ও অন্তরায় চিহ্নিকরণ, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা মনিটরিং করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কয়েকটি পর্বে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে ০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির কর্মপরিধি

অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত মেয়াদে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহকে মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়। কর্মপরিকল্পনায় ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদে নৈতিকতা কমিটির ০৪টি সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২(দুই)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (স্বস) এর সভাপতিত্বে ০৬/০৪/২০১৫ তারিখ বাজেট কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে গত ০১/০৪/২০১৫ এবং ৩০/০৬/২০১৫ তারিখে ০২টি সভা, গত ১১/০৫/২০১৫ এবং ৩০/০৬/২০১৫ তারিখে ০২টি Awareness raising meeting এবং ০২টি NIS Campaign আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে তাঁর নিজ নিজ উইং/অধিশাখা/শাখায় Campaign করার নির্দেশ দেয়া হয়। Campaign এ শুদ্ধাচার বিষয়ক নিম্নবর্ণিত স্লোগান প্রচার করা হয়। উক্ত স্লোগানসমূহ পোষ্টার আকারে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

দুর্নীতিকে না বলি, সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি।	সততায় সুনাম আনে, দুর্নীতিতে ক্লেশ শুদ্ধাচারে সুখী সমাজ, সুস্থ পরিবেশ।
নৈতিকতা ও সততা জীবনে আনে পবিত্রতা।	নৈতিকতা পরম বন্ধু, সততা যে ধন সময় থাকতে বুঝো পথিক, ফুরাতে জীবন।
স্বচ্ছ-স্বাধীন কর্মী যেথায়, দুর্নীতি হোক জব্দ তথায়।	শুদ্ধাচার অবলম্বনকারী কর্মে উত্তম, স্বভাব চরিত্রে সর্বোত্তম।

০৩. জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ২৯৫ জনকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৩৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৪-২০১৫ সালে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি				মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০	০	০১	০	০১
বিসিআইসি	০	০	০	০	০
বিএসএফআইসি	২৪	০	৬২	০	৮৬
বিসিক	৭৫	৩৬	০৩	০	১১৪
বিএসইসি	৩০	০	০	০	৩০
বিএসটিআই	০	৪২	১২	০৪	৫৮
বিআইএম	০	০	০	০	০
ডিপিডিটি	০	০	০	০	০
বিটাক	০	০	০	০	০
বিএবি	০	০	০	০	০
এনপিও	০১	০	০২	০	০৩
বয়লার	০১	০	০২	০	০৩
মোট=	১৩১	৭৮	৮২	০৪	২৯৫

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৪-২০১৫ সালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	পদোন্নতির শ্রেণি			মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০	০৬	০২	০৮
বিসিআইসি	৬৭	০	৮৩	১৫০
বিএসএফআইসি	১১৯	০	৫২	১৭১
বিসিক	১৮	০৬	০	২৪
বিএসইসি	৪৭	০	০	৪৭
বিএসটিআই	৩০	০	০	৩০
বিআইএম	০১	০	০	০১
ডিপিডিটি	০	০	০	০
বিটাক	০	০	০	০
বিএবি	০	০	০	০
এনপিও	০২	০	০	০২
বয়লার	০১	০	০	০১
মোট=	২৮৫	১২	১৪১	৪৩৪

০৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ৩৩৮টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২৯৫২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং ১২২টি বৈদেশিক কর্মসূচিতে ২১০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ৮৭টি স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৯০৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ১৮৮টি বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৩২৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৪-২০১৫ সালে প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থার নাম	স্থানীয় প্রশিক্ষন		বৈদেশিক প্রশিক্ষন		সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা		সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	
	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে
শিল্প মন্ত্রণালয়	৩৫	৪৮৭	৩৭	৬৮	৩০	৮৫	৫০	১৮৩
বিসিআইসি	১৪৭	৪০৪	০৪	০৫	১৬	১৫	১৬৮	২০
বিএসএফআইসি	০	০	০	০	০	০	০	০
বিসিক	৪৫	৩৬২	০৩	০৩	০৯	০১	১১	০১
বিএসইসি	৪৩	১৯০	০৩	০৪	০৬	০	০৬	০
বিএসটিআই	১২	৩৫	৪৪	৮৯	১২	৪৭	২৯	৮৭
বিআইএম	০৫	০৫	০	০	০৩	০১	১৩	০১
ডিপিডিটি	০৮	৩৮	০৮	১৩	০২	১২	৩৫০	০৮
বিটাক	০	০	০১	০১	০	০	০	০
বিএবি	০৮	১৬১	০২	০২	০২	০৭	০৮	০৭
এনপিও	৩৫	১২৬৮	২০	২৫	০৭	২০	২৭০	২০
বয়লার	০	০২	০	০	০	০	০	০
মোট=	৩৩৮	২৯৫২	১২২	২১০	৮৭	১৮৮	৯০৫	৩২৭

০৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। উক্ত মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/ সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শন বিবেচনায় রেখে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি শিল্পোয়ন্নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্ব দেয়া, নতুন শিল্প কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন, নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্পের জন্য জায়গা নির্ধারণ, জেলা ও উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানে কোন স্থানে শিল্প এলাকা স্থাপিত হবে তা চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, সচিব ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, মুসলিম দেশসমূহে হালাল খাদ্য রপ্তানীর উদ্যোগ নিতে হবে, রপ্তানীকে বহুমুখী করার লক্ষ্যে চিহ্নিত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরীর নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলেন। তাছাড়া, দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা, পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাই ডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ, চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে ট্যানারী শিল্পের দিকে নজর দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযোগী স্থান চিহ্নিত করে চামড়া শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জায়গা দেয়া, বিসিআইসি'র বিদ্যমান পুরাতন সার কারখানা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ, পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানার পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দ্রুত সার কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এর নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের ও প্রতিটি বিভাগে ১টি করে মোট ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বা বন্ধ ও বন্ধপ্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে তোলা, পরিকল্পিত শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে এসব জমি চিহ্নিত করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরী করারও নির্দেশনা প্রদান করেন।

২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, সচিব ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

০৬. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি

৬.১ বাংলাদেশ ও অস্ট্রিয়া সরকারের মধ্যে Partnerships to scale up investment for inclusive and sustainable industrial development' শীর্ষক সম্মেলনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণ।

জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO) আয়োজিত 'সামগ্রিক ও টেকসই শিল্পোন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অংশীদারিত্ব (Partnerships to scale up investment for inclusive and sustainable industral development)' শীর্ষক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ০৪ ও ০৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের সাইড লাইনে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীলংকার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আবদুল রিসাদ বাথি দীন (Abdul Rishad Bathi Deen) এর সাথে বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

৬.২ বলিভিয়া'র অনুষ্ঠিত প্রাকৃতিক সম্পদের সুব্যবস্থাপনা ও শিল্পায়ন বিষয়ক গ্রুপ-৭৭ ভুক্ত সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণ।

বলিভিয়ার তারিজায় গত ২৮ ও ২৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাকৃতিক সম্পদের সুব্যবস্থাপনা ও শিল্পায়ন বিষয়ক গ্রুপ-৭৭ ভূক্ত সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় ''G-77 Ministerial Meeting on "Governance of Natural Resources and Industrialization"-এ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি যোগদান করেন। সভায় মাননীয় মন্ত্রী "Impact of Resource based Industrialization on Local Development" শীর্ষক একটি প্লেনারী সেশনে এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। সভায় মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান

সৃষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরীর ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর ফলে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাউথ-সাউথ পুরস্কার ও সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারী পুরস্কারে ভুষিত করা হয়েছে।

৬.৩ 4th Ministerial Meeting on D-8 Industrial Cooperation-এ মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণ।

ডি-৮ সচিবালয়ের উদ্যোগে ইরান সরকারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত 4th Ministerial Meeting on D-8 Industrial Cooperation শীর্ষক সম্মেলন গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী প্লেনারী সেসনে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কাজে লাগানোর জন্য তিনি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী সদস্য দেশসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইরানের খনি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব নেমাত জেদাহ-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদের সাথে পারস্পরিক আলোচনায় মাননীয় মন্ত্রী ইরানে সাময়িক অবৈধভাবে বসবাসরত প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) অবৈধ বাংলাদেশীদের বৈধতা দেয়ার জন্য আলোচনা করলে ইরানের মন্ত্রী সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

৬.৪ ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 10th North East Business Summit শীর্ষক সম্মেলনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণ।

গত ১৩-১৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স-এর উদ্যোগে ভারত সরকারের "Ministry of Development of the North Eastern Region (DoNER) এর সহায়তায় 10th North East Business Summit (Development through Partnership with ASEAN & BIMSTEC Countries" অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বিনিয়োগ অবকাঠামো শক্তি, যোগাযোগ, পর্যটন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, দক্ষতাউন্নয়ন, উচ্চশিক্ষা, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, শান্তি এবং সংস্কৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রধান ইস্যুসমূহের উপর আলোচনার পাশাপাশি টেকসই বিনিয়োগ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তঃদেশীয় ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে মত বিনিময় করেন।

৬.৫ বাংলাদেশ ও কাতার সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন সভা।

কাতার সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ও কাতার সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ০১-০২ এপ্রিল ২০১৫ সময়ে দোহায় অনুষ্ঠিত নেগোসিয়েশন সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম আফরোজা খানের নেতৃত্বে (০৩) সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ও কাতার সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি সংক্রান্ত নেগোসিয়েশন সভা

৬.৬ বাংলাদেশ ও ওমান সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন সভা।

বাংলাদেশের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ওমান সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ১৮-২০ মে ২০১৫ সময়ে ঢাকায় নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের পক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব **জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস**-এর নেতৃত্বে **আট** (০৮) সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সভায় চার (০৪) সদস্যের ওমান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ওমানের ডিরেক্টর জেনারেল অব ইকোনমিক রিলেশন্স।

৬.৭ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ও ভারতীয় মান সংস্থা ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ০৭ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ও ভারতীয় মান সংস্থা ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একইসাথে ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ ভারতের সহায়তায় বিএসটিআই এর মান উন্নীত পরীক্ষাগারের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন।

০৭. সিআইপি (শিল্প)

দেশের শিল্পখাতসহ সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ ও পরিচালনায় সম্পৃক্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্য থেকে সরকার প্রতি বছর বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্বাচন করে থাকে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৬৫ (পঁয়ষট্টি) জনকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ রয়েছে । এর মধ্যে বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতি অনুসারে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর পদাধিকারী বেসরকারি সদস্য যারা দেশের শিল্পখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন তাদের মধ্য থেকে এ নীতিমালার শর্তপূরণ সাপেক্ষে সিআইপি (শিল্প) নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৬ ক্যাটেগরির ৫০ (পঞ্চাশ) জনকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। সিআইপি (শিল্প) হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিদেশ ভ্রমনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নকে আরও বেগবান করা এবং অর্জিত অগ্রগতিকে ধরে রাখা ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে প্রণোদনামূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাগণ যাতে সার্থক হন সে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে।

৩। **বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য-**

সন	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্য (পদাধিকারবলে)	বৃহৎ শিল্প	মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো শিল্প	কুটির শিল্প	সেবা শিল্প	মোট
২০১০	১০	১৮	৯	৫	-	-	-	৪২
২০১১	মনোনয়ন দেয়া হয়নি							
২০১২	৮	১৩	৬	৩	২	-	৩	৩৫
২০১৩	১১	২১	১০	৫	১	১	৫	৫৪
২০১৪	১২	২১	৯	৬	২	১	৫	৫৬
সর্বমোট	৪১	৭৩	৩৪	১৯	৫	২	১৩	১৮৭

০৮. জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (Ship Recycling Industry)

বাংলাদেশে বিগত প্রায় তিন দশক ধরে জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কমকান্ড চলে আসলেও ২০১১ সালের পূর্বে এ কাযক্রম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত ছিল না। সরকার ২১ মার্চ ২০১১ তারিখে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে। সে ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সর্ম্পকিত বিষয়াদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকায় (Allocation of Business) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় ১২ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে The Ship Breaking and Ship Recycling Rules-2011 প্রণয়ন করে। বর্তমানে উক্ত বিধিমালার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালিত হচ্ছে যেমন-পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানীতব্য জাহাজের অনুকূলে অনাপত্তি সনদ (এনওসি) ইস্যু, সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক জাহাজ পরিদর্শনের অনুমতি এবং সৈকতায়ন (Beaching) ও বিভাজন (Cutting) অনুমতি প্রদান ইত্যাদি।

০২। বিশ্বের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষতঃ দেশের লোহা ও লোহাজাত সামগ্রী তৈরির জন্য সিংহভাগ কাঁচামাল এ শিল্প থেকে সরবরাহ হয়। এ ছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৮২ টি জাহাজের অনুকূলে আমদানীর জন্য অনাপত্তি সনদ এবং ২৪৯ টি জাহাজের অনুকূলে বিভাজন অনুমতি প্রদান করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বর্ণিত সময়কালে উক্ত জাহাজসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন ফি বাবদ সর্বমোট ২.৮৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ শীপ ব্রেকাস এসোসিয়েশন (বিএসবিএ) এর তথ্য মতে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কাস্টমস ডিউটি, এআইটি, ভ্যাট ইত্যাদি খাতে গত বছর প্রায় ৮০০ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ড

০৩। জাহাজ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প যথাযথভাবে পরিচালনা এবং এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় উত্তর ছলিমপুর, ভাটিয়ারী, জাহানাবাদ, শীতলপুর, দক্ষিণ সোনাইছড়ি, মধ্য সোনাইছড়ি ও উত্তর সোনাইছড়িসহ মোট ০৭ টি মৌজাকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প জোন' ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা এবং শিল্পে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে জাহাজ-ভাঙ্গা/পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কমকান্ড কেবল এ জোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

(খ) পরিবেশ সুরক্ষা এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় 'Safe and Environmentally sound Ship Recycling in Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ

করেছে। নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রণীত এ প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয় এবং International Maritime Organization (IMO) কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(গ) পটুয়াখালী জেলায় নির্মাণাধীন পায়রা বন্দরের সন্নিকটে জাহাজ নির্মাণ ও ড্রাই-ডক পদ্ধতিতে পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এছাড়া, বরগুনা জেলায়ও এ ধরনের শিল্প স্থাপনে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. আইসিটি ও ই- গভর্ন্যান্স কার্যক্রম

শিল্প মন্ত্রণালয় নাগরিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে এবং সহজলভ্য করতে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ইন্টারনেটের গতি ৬ এমবিপিএস হতে ১২ এমবিপিএস এ উন্নীত করা হয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ১ম শ্রেণির সকল কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্যবহুল ডায়নামিক ওয়েবসাইট www.moind.gov.bd বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে রুপান্তর করে ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালের আওতায় আনা হয়েছে। ওয়েবসাইটটি নিয়মিত আপডেট করা হয়। সকল কর্মকর্তার দাপ্তরিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আইন/বিধি/প্রবিধানমালা, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, বদলী, যোগদান যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত ওয়েবসাটে হালনাগাদ ও আপলোড করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ে সীমিত পর্যায়ে ই-ফাইলিং চালু হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের ১০৮ (একশত আট) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ২ (ইনফো-সরকার) প্রকল্প হতে মিডিয়া প্যাড সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়ের ৪৩ জন এবং দপ্তর/সংস্থার ৭৭ জন মোট ১২০ (একশত বিশ) জন কর্মকর্তা-কে মিডিয়া প্যাড বিতরণ করা হয়েছে। বাংলা গভঃনেট প্রকল্পের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটিসহ ৪টি আইপি টেলিফোন সেট শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্থাপন করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ১১টি দপ্তর সংস্থার মধ্যে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আলাদাভাবে ভিপিএন (VPN) অর্থাৎ ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য বাংলা গভঃ নেট প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমের উপর "অগ্রগতির পথে তথ্য প্রযুক্তি" শিরোনামে একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের হোমপেজের ছবি

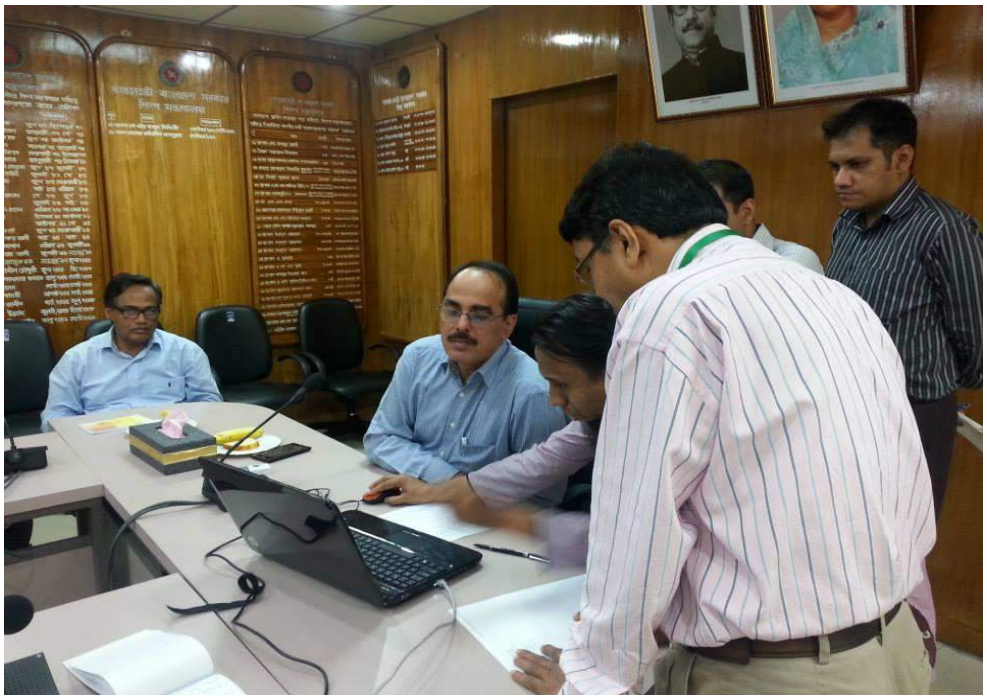

শিল্প মন্ত্রণালয়ে নেস কার্যক্রম উদ্বোধন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নেস প্রশিক্ষণ

১০. তথ্য অধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রনালয় প্রকাশযোগ্য উহার যাবতীয় তথ্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রনয়ণ করা হয়েছে।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর/ সংস্থার সকল তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে মোট ১৩৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং আপীল কর্তৃপক্ষও নিয়োগ করা হয়েছে।
- সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের টেলিফোন নির্দেশিকা প্রনয়ণ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য শিল্প মন্ত্রনণালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার মেনুতে আপলোড করা হয়েছে।

তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষিত তথ্য সমূহকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে-

- স্ব-প্রণোদিত তথ্য
- চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য
- কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

স্ব-প্রণোদিত তথ্যগুলো শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moind.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অধীন শিল্প মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম	**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মর্তার নাম ও পদবী**	**টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল ঠিকানা**
শিল্প মন্ত্রণালয়	জনাব মো: দাবিরুল ইসলাম যুগ্মসচিব(প্রশাসন)	ফোন: ৯৫৬৯০৯০ ০১৭১২০৩৪৬৯৭ dabirhbz@gmail.com

প্রতিষ্ঠানের নাম	**"আপীল কর্তৃপক্ষ" ও পদবী**	**টেলিফোন/মোবাইল ও ই-মেইল ঠিকানা**
শিল্প মন্ত্রণালয়	জনাব মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়	ফোন: ৯৫৬৭০২৪ indsecy@moind.gov.bd

নাগরিক সেবা

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নাগরিকদের সরাসরি প্রদত্ত সেবাগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	পুনঃপ্রক্রিয়াজাত-করণের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানীর জন্য অনাপত্তি সনদ (এনওসি) প্রদান	পত্র জারীর মাধ্যমে	**এনওসি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হয়ঃ** (ক) NOC ফি বাবদ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার ব্যাংক জমা রসিদ (খ) ইয়ার্ডের অনুকূলে পরিবেশ ছাড়পত্র (গ) জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত Memorandum of Agreement এর কপি (ঘ) সরকারি ফি প্রদান সংক্রান্ত অঙ্গীকারনামা (ঙ) জাহাজে বিপদজনক বর্জ্য না থাকা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র	এনওসি ফি বাবদ ৩০০০/- টাকা হিসাবের নাম-এসবিএসআরবি হিসাব নং-১৩৩৬০০০৮১২, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি:, বৈদেশিক বানিজ্যিক শাখা দিলকুশা, মতিঝিল ঢাকায় জমা প্রদান করে জমার রসিদ দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সঠিক হওয়া সাপেক্ষে আবেদন প্রাপ্তির পর ২৪ ঘন্টা
২	পুনঃপ্রক্রিয়াজাত-করণের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানীর পর পরিদর্শন অনুমতি	পত্র জারীর মাধ্যমে	**বহিঃনোঙ্গরে জাহাজ পরিদর্শনের অনুমতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হয়ঃ** ক) পরিদর্শন ফি বাবদ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকার ব্যাংক রসিদ খ) **Letter of Credit** এর কপি	পরিদর্শন ফি বাবদ ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা হিসাবের নাম-এসবিএসআরবি হি: নং-১৩৩৬০০০৮১২, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি:, বৈদেশিক বানিজ্যিকশাখা দিলকুশা, মতিঝিল ঢাকায় জমা প্রদান করে জমার রসিদ দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সঠিক হওয়া সাপেক্ষে আবেদন প্রাপ্তির পর ২৪ ঘন্টা
৩	পুনঃপ্রক্রিয়াজাত-করণের উদ্দেশ্যে জাহাজ সৈকতায়ন/বিচিং অনুমতি	পত্র জারীর মাধ্যমে	**জাহাজ সৈকতায়ন/বিচিং অনুমতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হয়ঃ** (ক) পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন (খ) চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ কর্তৃক	সরকারি খাতে জমা প্রদানের জন্য বিচিং ফি বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হিসাবের নাম-এসবিএসআরবি হিসাব নং-১৩৩৬০০০৮১২,	সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সঠিক হওয়া সাপেক্ষে আবেদন প্রাপ্তির পর ২৪ ঘন্টা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
			প্রদত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন (গ) বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তামূলক পরিদর্শন প্রতিবেদন (**Safe for hot work and safe for man entry)** (ঘ) ট্রেডবডি কর্তৃক প্রদত্ত মেম্বারশীপ সার্টিফিকেটের কপি (ঙ) বিচিং ফি বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার ব্যাংক রসিদ (চ) কাস্টমস হাউজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রদত্ত **Rummage Clearance Certificate**	ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি:, বৈদেশিক বানিজ্যিক শাখা দিলকুশা, মতিঝিল ঢাকায় জমা প্রদান করে জমার রসিদ দাখিল করতে হবে।	
৪	পুনঃপ্রক্রিয়াজাত-করণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত জাহাজ বিভাজন/কাটিং অনুমতি	পত্র জারীর মাধ্যমে	**জাহাজ বিভাজ/কাটিং অনুমতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হয়ঃ** ক) শিপ রিসাইক্লিং প্লান (এসআরপি) খ) ইয়ার্ডের অনুকূলে পরিবেশ ছাড়পত্রের কপি গ) নৌ-বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের কপি ঘ) শ্রমিক রেজিস্ট্রেশনের কপি ঙ) ভেনডর চালানের কপি চ) বিচিং পরবর্তী সময়ে **Gas Free Test** সংক্রান্ত **Safe for hot work and Safe for man entry** সংক্রান্তে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সনদ। ছ) কাটিং ফি (প্রতি এলডিটি এর বিপরীতে ৪ টাকা হারে)	প্রতি এলডিটি এর বিপরীতে ৪ (চার) টাকা হারে হিসাবের নাম-এসবিএসআরবি হিসাব নং-১৩৩৬০০০৮১২, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি:, বৈদেশিক বানিজ্যিক শাখা দিলকুশা, মতিঝিল ঢাকায় জমা প্রদান করে জমার রসিদ দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সঠিক হওয়া সাপেক্ষে আবেদন প্রাপ্তির পর ২৪ ঘন্টা

১১. শিল্প মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করার জন্য বিগত ২০০৫ সালে এসএমই সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। টাস্কফোর্সের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

এসএমই উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের সুপারিশ ও এসএমই নীতি কৌশল প্রণয়ন;

- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক মন্দা এবং জাতীয় পর্যায়ে খাত ভিত্তিক প্রতিকূলতার ফলে বাংলাদেশে এসএমই খাতের উপর এর প্রভাব/প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা;
- শিল্প রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ককে আরও এসএমই বান্ধব করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃ বিন্যাসকরণ;
- এসএমইদের অর্থায়নের পরিবেশ, অবকাঠামো এবং বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত অবকাঠামোকে সময়োপযোগী করার স্বার্থে কৌশলগত সমীক্ষা গ্রহণ,
- দেশে শিক্ষিত যুবসমাজ বিশেষ করে কারিগরি ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ থেকে ডিগ্রী প্রাপ্তদের উদ্যোক্তা হিসেবে পেশা উন্নয়নের বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;
- জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান পর্যালোচনা করে নারী উদ্যোক্তাদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণ;
- ব্যাপকভিত্তিক ও একটি সমন্বিত এসএমই উন্নয়নের মাধ্যম দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশে এসএমই শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- এসএমই নীতিমালা, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান;
- এসএসই উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ এবং কার্যকর প্রশাসনিক দক্ষতার উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;
- বাংলাদেশে এসএমই বিকাশের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিরুপণে সরকারকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ প্রদান;
- এসএমই সংক্রান্ত সমন্বিত তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা এবং এ লক্ষ্যে এসএমই'র উপর দেশব্যাপী জরীপ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- এসএমই উন্নয়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- স্থানীয় পর্যায়ে এসএমইসমূহের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন, নীতির প্রভাব, পর্যবেক্ষণ কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি।

টাস্কফোর্সের আওতাধীন উক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে এসএমই সেল সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ই্ উরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় এসএমই সেল **"Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED)"** শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পে ইইউ প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার পরিমাণ প্রায় ১৯০.০০ (একশত নব্বই) কোটি টাকা। তিনটি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যা নিম্নরূপঃ

- কম্পোনেন্ট-১: এসএমই সেল ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এসএমই'র সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য এসএমই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রণয়ন;
- কম্পোনেন্ট-২: ব্যবসায়ীক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (BIOs) মাধ্যমে এসএমইসমূহের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- কম্পোনেন্ট-৩: বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসএমই'র জন্য উপযোগী এবং সহনীয় অর্থায়ন প্রক্রিয়া প্রবর্তন। কম্পোন্টে-১ ও ২ এসএমই সেল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং কম্পোনেন্ট-৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) এবং বাংলাদেশ ইসস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

কম্পোন্টে-১ ও ২ এর কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

কম্পোনেন্ট-১

১. ২০০৩ সালে পরিচালিত জরিপের উপর ভিত্তি করে এসএমই,র উপর একটি জাতীয় জরিপ পরিচালনা করা;

২. জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফেলের উপর ভিত্তি করে সুবিধা ও বাঁধাসমূহ এবং এসএমই ব্যবসা সম্প্রসারণে বাঁধাসমূহ চিহ্নিতকরণ;

৩. এসএমই নীতি-কৌশল, নিয়মকানুন, নিয়ন্ত্রণ, অর্থায়নের সহজলভ্যতা, অনার্থিক উপকরণসমূহের সম্ভাব্যতা ও বাঁধাসমূহ (কাঁচামাল, শ্রমিক, প্রশিক্ষণ, তথ্যের সহজলভ্যতা, প্রযুক্তি, পণ্যের ডিজাইন ও এর উন্নয়ন, বাজারে প্রবেশাধিকার ইত্যাদি) পর্যালোচনা;

৪. বিগত সময়ে সরকার ও দাতা সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত সহায়তা ও সরকার প্রণীত ও নীতিসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে ব্যর্থতার কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ;

৫. ''বিদ্যমান এসএমই উন্নয়নে জাতীয় কৌশল-২০০৫'' হালনাগাদকরণ সহ ১০ বছর মেয়াদী একটি পূর্ণাঙ্গ এসএমই জাতীয় কৌশলপত্র নীতিমালা প্রণয়ন;

৬. সরকারি ও স্থানীয় সরকারের অবকাঠামো সহ যেসকল, বিআইও, এনজিও এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এসএমই নীতি কৌশল বাস্তবায়ন হয় সেসকল সংস্থাসমূহের সক্ষমতা পর্যালোচনা;

৭. এসএমইর উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ তৈরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মধ্য মেয়াদী (২০১১-২০১৫) কর্মপরিকল্পনা তৈরী;

৮. ভবিষ্যতে এসএমই উন্নয়নে দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মধ্য মেয়াদী (২০১১-২০১৫) ব্যয় পরিকল্পনা/কাঠামো তৈরী;

৯. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের এসএমই পরিচালনা সংক্রান্ত উপায়সমূহের সাথে পরিচিতিকরণ, দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ, কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এসএমই সেল এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;

১০. এসএমই সেল এবং এসএমই ফাউন্ডেশন'র দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ চিহ্নিতকরণ, কর্মপরিধি নিরু পণ, সমন্বয় ও সহযোগীতার কৌশল নির্ণয়পূর্বক একটি MoU প্রস্তুতকরণ এবং একইসাথে এসএমই উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা এবং এসএমই সেল, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিসিক'র, মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিতকরণ;

১১. জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে এসএমই উন্নয়নে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি বা এসএমই ফোরাম গঠন;

১২. এসএমই'র উন্নয়নে সরকারের নেতৃত্বে দাতা সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

১৩. জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে এসএমই ফোরামের মাধ্যমে ব্যবসায় মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ও এসএমই উন্নয়নে কর্মরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি কার্যকর তথ্য আদান প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

কম্পোনেন্ট-২

১. ব্যবসায় মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (বিআইও) সদস্যদের আর্থিক স্ব-নির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক ১০ উপ খাতের জন্য বিআইও'র সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে নিম্নরূপ সহায়তা প্রদান

- এডভোকেসী ও লবিং করে ব্যবসা সহায়ক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সদস্যদের সহায়তা প্রদান;
- কার্যকর সরকারি বেসরকারি সংলাপের পরিবেশ তৈরী;
- সদস্যদের ব্যবসায়িক উন্নয়নে সহায়তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;
- টেকসই ও গ্রহণযোগ্য আর্থিক সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশী দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব নতুন ও উদ্ভাবনী এসএমই স্থাপন বা বিকাশে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;
- নেটওয়ার্কিং ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও ইউরোপিয়ান ব্যবসায়িক মধ্যস্থতাকারীদের সংগে সংযুক্তকরণ।

২. আঞ্চলিক ও ইউরোপিয়ান সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সম্পদ ও সেবাসমূহ সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবসায় মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (বিআইও) চাহিদা মোতাবেক প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায় মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে (বিআইও) গ্র্যান্ট প্রদান;

৩. সরকার ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে সমঝোতাকৃত ১০টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক শিল্পগুচ্ছ নির্ণয় এবং নিম্নোক্ত সহায়তা প্রদানঃ

- প্রতিটি শিল্পগুচ্ছ খাতে আলাদাভাবে মূল্য সংযোজন সম্ভাব্যতা নির্ণয়;
- পণ্যের উৎপাদনের সম্ভাব্যতা;

- পণ্যের মান উন্নয়নের সম্ভাবনা;
- সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাৎ শিল্পের সম্ভাবনা ও সহায়তার কৌশল নির্ধারণ;
- দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের সম্ভাবনা নির্ণয়।

৪. ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর কার্যক্রম এবং পণ্যের জীবন প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিল্পগুচ্ছসমূহের টেকসই উন্নয়ন;

৫. ব্যবসায়িক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে (BIOs) গ্র্যান্ট বা অনুদান প্রদান।

উল্লেখ্য কম্পোনেন্ট-২ দুই ভাগে বিভক্ত, কম্পোনেন্ট-২এ এবং কম্পোনেন্ট-২বি। কম্পোনেন্ট-২এ এর কার্যক্রম ছিল প্রতিযোগীতামূলকভাবে ব্যবসায়ী মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদানের নিমিত্তে তাদের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান যা ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ণ প্রতিযোগীতামূলকভাবে সর্বমোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৪৮.০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে এবং প্রথম কিস্তি বাবদ ইতেমধ্যে প্রায় ২১.৯৩ কোটি টাকা ইইউ কর্তৃক ছাড় করা হয়েছে। অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ইইউ পরামর্শকগণ তদারকি করে থাকেন।

১২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবেই সমাদৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও স্বল্প পুঁজিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কোন বিকল্প নেই। এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্পায়নে সকল শ্রেণীর এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ এসএমই উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় এগিয়ে নেয়া এই ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি : শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার বিধান অনুসারে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স এবং যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিকরণসহ ''এসএমই ফাউন্ডেশন'' (Small and Medium Enterprise Foundation) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১২.১ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

১২.১.১ সাধারণ পর্ষদঃ এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি সাধারণ পরিষদ রয়েছে। সাধারণ পরিষদের নির্ধারিত সদস্য সংখ্যা ৬০ (ষাট) জন। ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে যেমন- মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, এসএমই সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন, সাধারণ ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট/প্রধান নির্বাহীগণ সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য হিসেবে থাকবেন।

১২.১.২ পরিচালক পর্ষদঃ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৬ (ষোল) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদের বিধান রয়েছে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে নীতিগত সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা প্রদান পরিচালক পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশনের বিধানমতে সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন নিয়োগ করা হয়। এছাড়া সরকার পরিচালক পর্ষদের ৪ জন পরিচালকও মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, পরিচালক পর্ষদে বেসরকারি খাত, গবেষণা ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান/ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

১২.১.৩ ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনাঃ ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ০১ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ০৩ জন মহাব্যবস্থাপকসহ সর্বমোট ১০৭ জন জনবল নিয়োগের বিধান রয়েছে।

১২.১.৪ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন বিভাগ

১. গবেষণা ও পলিসি এ্যাডভোকেসী
২. ফাইন্যান্স এবং ক্রেডিট সার্ভিসেস
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন/ক্যাপাসিটি বিল্ডিং
৪. নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
৫. প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং আইসিটি
৬. বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস
৭. পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
৮. প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

১২.১.৫ এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যক্রম সমূহ

১২.১.৬ সরকার গৃহীত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তাঃ সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নীতিকৌশলে উল্লেখিত মৌলিক বিষয়াদি যেমনঃ রাজস্ব ও আর্থিক বিষয়াদির উপর পরামর্শ, এসএমই পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলে সহায়তা, টেকনো-এন্ট্রাপ্রেনারশীপ উন্নয়ন বিষয়ক সহায়তা, এসএমই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রযুক্তি বিনিময় কর্মসূচিতে সহায়তা, ভার্চুয়াল এসএমই অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

১২.১.৭ গবেষণা ও পলিসি এ্যাডভোকেসীঃ গবেষণা ও পলিসি এ্যাডভোকেসী কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএমই বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরী প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করে থাকে। ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে সল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা এবং কেইস স্টাডি পরিচালনা করে থাকে।

১২.১.৮ ফাইন্যান্স এন্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস : ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট এন্ড ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস উইং হতে ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় এসএমই সেক্টর/ক্লাষ্টার/ক্লায়েন্টেল গ্রুপকে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে (৯%) জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মূলতঃ নির্বাচিত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনাশীপের মাধ্যমে এই সকল ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে এসএমই ঋণ মেলা (ফাইনান্সিং ফেয়ার), ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

১২.১.৯ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও দক্ষতা উন্নয়ন : এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্যক্রম। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অথবা এসএমই সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ফাউন্ডেশন যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করে সেগুলো হলো- উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টার ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোলজি বেইজড এবং আইসিটি বেইজড প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ , উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এছাড়াও, এ কার্যক্রমের আওতায় এসএমই ট্রেডবডিজ/এসোসিয়েশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

১২.১.১০ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার : এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

১২.১.১১ একসেস টু ইনফরমেশন : এসএমই ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল www.smef.org.bd এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করে থাকে। এই সেক্টরের প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, টেকনোলজী ইত্যাদি বিষয়ক একটি তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠার কাজ এসএমই ফাউন্ডেশন নিয়মিত করে যাচ্ছে।

১২.১.১২ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন : উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলোঃ উইম্যান চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক ষ্টাডি পরিচালনা, নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজন, নারী উদ্যোক্তা পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

১২.১.১৩ বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস : এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমনঃ- এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ; ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন; এ্যাডভাইজারী সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান; ব্যবসায়িক তথ্যাবলীর সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

১২.১.১৩ পণ্যের মান উন্নয়ন এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশনে সহায়তা : প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে পণ্যের মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সহায়তা এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন, উন্নত ও মানসমৃদ্ধ ডিজাইন এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

১২.২ এসএমই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য অর্জণ সমূহ

- স্বল্প সুদে এসএমই ঋণ প্রদানঃ এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় ৭টি পার্টনার ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাস্টারে ১৮২ টি এসএমই প্রতিষ্ঠানকে ৯% সুদে জামানতবিহীন এসএমই ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

- এসএমই ব্যাংকার ও উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজনঃ ব্যাংক কর্মকর্তাগণের মধ্যে এসএমই ঋণ প্রদানের প্রবনতা তৈরী ও উদ্যোক্তা ব্যাংকার যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় ফাউন্ডেশন রাজশাহী ও ময়মনসিংহে দুটি ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনসমূহে প্রায় ১৫০০ উদ্যোক্তা ও ব্যাংকার অংশগ্রহণ করেন।

- টেকশই এসএমই ব্যাংকিং মডেল উপস্থাপনঃ ''এসএমই ব্যাংকিং'' কার্যক্রম একটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ''টেকশই এসএমই ব্যাংকিং মডেল'' শিরোনামে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মিরপুরে একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রায় ৭০টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করেন।

- মানব সম্পদ উন্নয়নঃ এসএমই খাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপি ৪৩ টি বিষয়ে নারী উদ্যোক্তাগণকে প্রাধান্য দিয়ে প্রায় ১,১৫০ জন এসএমই উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

- এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন কার্যক্রমঃ ক্লাস্টার ভিত্তিক এসএমই উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছে। চিহ্নিত ক্লাস্টারসমূহের মধ্যে প্রায় ১৫টি ক্লাস্টারের বিস্তারিত উন্নয়ন চাহিদা ও ৩টি ক্লাস্টারের অর্থায়ণ চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে।

- ''আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ পদ্ধতি'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ যেসকল এসএমই প্রতিষ্ঠান বিদেশে পণ্য রপ্তাণি করছে বা রপ্তাণি বাজারে প্রবেশে আগ্রহী, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন এসএমই পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০ জন উদ্যোক্তাকে ''আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ পদ্ধতি'' বিষয়ে

ইন্টারন্যশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর ট্রেড ম্যাপ, মার্কেট এক্সেস ম্যাপ ইত্যাদি ট্যুল ব্যবহার করে কোন একটি পণ্যের বাজার বিশ্লেষণ করার প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়।

● নতুন নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠান আয়োজনঃ নতুন নারী উদ্যোক্তাগণকে সম্ভাব্য ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচয় করে দেয়ার লক্ষ্যে বাজার সংযোগ বিষয়ে ২টি ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০টি নতুন/পুরাতন নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

● এসএমই অর্থায়ন মেলা আয়োজনঃ এসএমই ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ ও ব্যাংকার উদ্যোক্তা সেতুবন্ধন রচনা করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ঢাকায় জাতীয় এসএমই অর্থায়ন মেলা আয়োজন করেছে। উক্ত মেলায় ৬০টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্যোক্তাগণকে অবহিত করেছে। এছাড়াও বিভাগীয়/জেলা শহরেও এসএমই অর্থায়ন মেলা আয়োজন করা হয়েছে।

● আন্তর্জাতিক মান সনদ অর্জণে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানঃ বিভিন্ন এসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্য রপ্তাণি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এফএসএমএস) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ''আইএসও ২২০০:২০০৫'' সনদ অর্জনে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন এসএমই প্রতিষ্ঠান সমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া প্রায় ৭০জন অংশগ্রহণকারীকে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

● ''কাইজেন'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনঃ কম উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশের এসএমই খাতের একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাপানী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল ''কাইজেন'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসএমই'র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করেছে। উক্ত কর্মশালায় প্রায় ১০০ এসএমই প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

● প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নঃ খাত ভিত্তিক চাহিদা সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী ও উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক মাণ যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সহায়তায় ''বাংলাদেশ প্লাস্টিক প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট'' এবং ''বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি'' - স্থাপনের জন্য দুটি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

● এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও উপস্থাপনঃ বাংলাদেশে স্থানীয় এসএমই বিকাশ ও আমদানী নির্ভরশীলতা কাটিয়ে দেশীয় শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন এসএমই উপখাতের উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনা এবং দেশী বিদেশী গবেষণালব্ধ সুপারিশমালার আলোকে এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে উপস্থাপন করেছে।

● ই-কমার্স আত্মীকরণে এসএমইদের প্রস্তুতি শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনঃ ই-কমার্স/ই-বিজনেস সমগ্র বিশ্বের মত বাংলাদেশেও

জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে সহজেই পৃথিবীর যেকোন স্থানে ক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয় করাসহ ক্রেতার মতামত যাচাই

করা যায়। বাংলাদেশের এসএমই উদ্যোক্তাগণকে ই-কমার্স গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে ৫০ জন উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে উক্ত কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

● এসএমই এসোসিয়েশন সমূহের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধিঃ এসএমই প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেডবডি / এসোসিয়েশন সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৬টি এসএমই এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট তৈরী, আইটি সামগ্রী ব্যবহার ও আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এসোসিয়েশন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

● ''ইন্টারন্যাশনাল জার্ণাল অব এসএমই ডেভেলপমেন্ট'' প্রকাশঃ এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত একটি আন্তর্জাতিক মাণের এসএমই জার্ণাল প্রকাশ করেছে। যার মাধ্যমে দেশী / বিদেশী গবেষকগণের গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে বাংলাদেশের এসএমই উদ্যোক্তাগণ অবহিত হতে পারবে- যা এসএমই গবেষণা প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

● ''এসএমই ফোকাল পয়েন্ট'' এবং ''এসএমই নারী সহায়তা ডেস্ক'' স্থাপনের জন্য এডভোকেসী পরিচালনাঃ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এসএমই উদ্যোক্তাগণের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ''এসএমই ফোকাল পয়েন্ট'' এবং ''এসএমই নারী উদ্যোক্তা ডেস্ক'' স্থাপনের জন্য এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

● ট্যাক্স-ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ ট্যাক্স-ভ্যাট প্রদানের বিভিন্ন নিয়মাবলী সম্পর্কে এসএমই উদ্যোক্তাগণকে অবহিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে ২৫টি এসএমই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

● চারটি এসএমই পণ্যের আঞ্চলিক (সার্ক) ভ্যালুচেইনের উপর গবেষণা পরিচালনাঃ সার্ক দেশ সমূহের এসএমই উদ্যোক্তাগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সার্ক টিপিএন (ট্রেড প্রমোশন নেটওয়ার্ক)-এর আয়োজনে চারটি এসএমই পণ্যের আঞ্চলিক ভ্যালুচেইন গবেষনায় এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অংশের কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

১৩. শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট

(অংকসমুহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	২০১৪-১৫ বাজেট (সংশোধিত)	২০১৫-১৬ বাজেট	প্রক্ষেপণ	
			২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
অনুন্নয়ন	২৫৩,১৩,৫৬	১৩৯,৭৬,০০	১৪৮,৬৭,৯৯	১৭৬,৭০,৮১
উন্নয়ন	১৩৫৫,৯৮,০০	১২,৩২,৫৭,০০	১৩০৫,৯৯,০১	১৩৬৫,২৩,১৯
অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়সীমা	১৬০৯,১১,৫৬	১৩৭২,৩৩,০০	১৪,৫৪,৬৭,০০	১৫৪১,৯৪,০০

১৩.১ মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১৩.১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আমদানী পণ্য নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং রপ্তানীযোগ্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

১.২.১. শিল্প সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও যুগোপযোগীকরণ;

১.২.২. রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোর চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

১.২.৩. ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প বিকাশে সহায়তা করা;

১.২.৪. উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং শিল্প ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রম শক্তির উন্নয়ন সাধন;

১.২.৫. শিল্প পণ্যের মান উন্নয়নে প্রমিতকরণ **(Standardtization),** প্রত্যয়ন ও পরীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১.২.৬. শিল্প পণ্যের পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস সম্পর্কিত সেবা প্রদান ও ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস্ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিকায়ন;

১.২.৭. শিল্প বর্জ্যের পরিশোধন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

১.২.৮. বয়লার আইনসহ শিল্প সংশ্লিস্ট আইনসমূহের সংশোধন ও প্রয়োগ।

১৩.২.০ মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১	২	৩
১.শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন	• বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন আবিস্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর • শিল্পে উৎপাদিত নতুন পণ্যের Design নিবন্ধন • শিল্প পণ্যের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন	• পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
	• ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
২.পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ	• জাতীয় মান নির্ধারণ ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সমন্বয় সাধন (Harmonization)	• বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
	• মান নিয়ন্ত্রণের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা • ডায়াগোনোস্টিক ল্যাবরেটরিসহ সকল টেস্টিং ল্যাবরেটরির মান নিয়ন্ত্রণ • খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ	• বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড
৩.পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়ন	• অপারেটরের পরীক্ষা গ্রহণ • বয়লার রেজিস্ট্রেশন প্রদান • বয়লার সার্টিফিকেশন	• প্রধান বয়লার পরিদর্শন কার্যালয়
	• Common Effluent Treatment Plant (C.E.T.P.) স্থাপন	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
৪.উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ	• লবণে আয়োডিন মিশ্রণ নিশ্চিতকরণ	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
	• ভোজ্য তেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ	• সচিবালয়
	• সার, কাগজ, সিমেন্ট, স্যানিটারীওয়্যার, হার্ডবোর্ড, কেবলস ও গ্লাস শীট উৎপাদন অব্যাহত রাখা	• বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
	• চিনির উৎপাদন অব্যাহত রাখা	• বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
	• কেবলস উৎপাদন অব্যাহত রাখা • জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান	• বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন
৫.শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা	• ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	• বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
	• হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বর্ধন	• বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়ক কেন্দ্র
	• রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাগুলোর শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	• ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
৬.কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	• নুতন সার কারখানা স্থাপন করা	• বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
	• প্রকৌশল শিল্প পণ্য উৎপাদন	• বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন
৭. রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা	• সরকারি-বেসরকারি শিল্প কারখানা অলাভজনক হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং তৎসম্পর্কিত গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম পরিচালনা	• ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন

১৩.৩.০ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

১৩.৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১ শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ শিল্প নীতি ও আইনসমূহ যুগোপযোগী করা হলে শিল্প বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে। শ্রম স্বার্থ রক্ষা ও উন্নত শিল্প সম্পর্ক গড়ে উঠবে, কর্মসংস্থান এবং দেশের সার্বিক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ যুগোপযোগী শিল্প নীতি প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনসমূহের সংস্কারের ফলে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাস করবে। ফলে শিল্প উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, যা নারীর উন্নয়ন ও নারীরক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

৩.১.২ পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ গুণগত ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সহজলভ্য করা হলে, তা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই নারী। নারীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখবে। ফলে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৩.১.৩ পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ দূষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত হলে শিল্প পরিবেশের উন্নতি হবে। ফলে শিল্প শ্রমিকসহ আশে-পাশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ফলে কর্মজীবী মায়েদের সুস্বাস্থ্য এবং তাদের পরিবারের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩.১.৪ উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ সার উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে। তা ছাড়া কৃষিজ পণ্যশিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে। এতে দরিদ্র চাষীদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ কৃষি খাতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে নারীরা জড়িত। শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে নারীর উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। তা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পের বিকাশের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের হারও বৃদ্ধি পাবে।

৩.১.৫ শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র শ্রমিকদের বর্ধিত আয় নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন শ্রম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিল্প পার্কে প্লট প্রাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপাত নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৩.১.৬ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে মঙ্গা এলাকায় এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ কর্মে সম্পৃক্ত থাকবে, যা মঙ্গা এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ হলে মূলত: নারীদের কর্মসংস্থান বেশি হবে, যা তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে।

৩.১.৭ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ পূর্ণ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা এবং অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক করা হলে চাকরির নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও শ্রম অসন্তোষ হ্রাস পাবে। ফলে সার্বিক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	প্রস্তাবিত বাজেট	প্রক্ষেপণ	
	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
দারিদ্র্য নিরসন	৯৩১,৩৭,৮১	৭৫৮,০৫,০৪	৮০০,৬২,২৪	৮৪৩,৬৫,২৯
নারী উন্নয়ন	৪৬২,১৬,৩৩	৩৫৪,৫২,৫৬	৩৭৩,৭৬,৩০	৩৯২,৪৮,১৭

১৩.৪.০ অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes)

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিস্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের বন্ধ কলকারখানা চালু করা এবং চাহিদা ও সম্ভাবনানুযায়ী শিল্প স্থাপন দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সম্ভাবনা ও চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, প্লাষ্টিক মুদ্রণ, মৌ-চাষ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। অন্যদিকে দেশের গ্যাস. কয়লা, খনিজ এবং কৃষিজ কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার পাশাপাশি Balancing Modernisation Replacement and Expansion (B.M.R.E.) এর মাধ্যমে বন্ধ কারখানা চালুকরণ ও লাভজনক করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	ÿ শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন ÿ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ÿ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা
২. বিসিকের শিল্প নগর-অর্থনৈতিক জোন কর্মসূচিকে শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ শিল্প নগর প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলসমূহে শিল্প অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করে ঔষধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও ঔষধ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	ÿ পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ ÿ উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ ÿ শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা ÿ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
৩. কৃষি নিরাপত্তার স্বার্থে সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন দেশে সারের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে আরো ১ (এক) টি নতুন সার কারখানা স্থাপন করার লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	ÿ উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ
৪. দূষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত করা ঢাকা নগরীর দূষণ হ্রাসের জন্য বর্জ্য পরিশোধনের লক্ষ্যে ট্যানারি, গার্মেন্টস ও ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পসমূহকে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণপূর্বক নগরীর বাইরে স্থানান্তর করা এবং শিল্প পার্কসমূহে **"Common Effluent Treatment Plant (C.E.T.P.)"** বাস্তবায়ন করা দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য অপরিহার্য বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	ÿ পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়ন
৫. শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান বিসিক এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	ÿ শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

১৩.৫.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.জি.ডি.পি. তে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)খাতের অবদান	১-৭	%	১৮.০	২৯.৬১	২০	৩০.০	৩১.০	৩২.০	৩৫.০
২.শিল্প উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার									
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	২,৪,৫,৭	%	১১.০	৬.৬০	১১.০	১১.০	১২.০	১৩.০	১৪.০
খ) ক্ষুদ্র শিল্প			৮.০	৯.১৬	১২.০	১২.০	১৪.০	১৬.০	১৭.০
৩.রাসায়নিক সারের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের হার	৪,৬	%	৩৩.০	৩৪.২৪	৫৯.০	২৯.১১	৫১.৯৬	৫১.৯৬	৫১.৯৬
৪.চিনির অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রায়ত্ব অংশ	৪	%	১০.০	১০.৫	১১.০	৮.০০	৮.০০	৯.০০	১০.০০

১৩.৬.০ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক অর্জনঃ

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার শিল্পকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করছে। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে সরকার বদ্ধ পরিকর।

শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত সময়ে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০, শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা-২০১০, লবননীতি-২০১১, ভৌগলিক নির্দেশক আইন-২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্দকরণ আইন-২০১৩, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন) ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ জারী, "জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাত করন আইন"-২০১১ প্রণয়ন, ৫৩৪টি জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, এসএমই নীতিমালা প্রণয়ন, ইন্ডস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইনোভেশন এক্ট -২০১২ (খসড়া) প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। আলোচ্য সময়ে ৬টি দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদন, ৩টি আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন, ৪টি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরুষ্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ২০১৩ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা-২০১৫ নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন, বয়লার আইন-১৯২৩ (সংশোধনী-২০১৫) এর খসড়া কার্যক্রম চলমান আছে; বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন-২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্প বিনিয়োগ নীতি-১৯৭৩, Revised Investment Policy-১৯৭৫, শিল্পনীতি-১৯৮২, শিল্পনীতি-১৯৮৬,শিল্পনীতি-১৯৯১,শিল্পনীতি-১৯৯২(সংশোধিত),শিল্পনীতি-১৯৯৯,শিল্পনীতি -২০০৫, সর্বশেষ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ জাতীয় শিল্পনীতি প্রণীত হলেও উক্ত নীতিগুলো বাস্তবায়নে কোন কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। বর্তমান ২০১৫ বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে এ নীতি বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় অংগীকারাবদ্ধ।

সরকারের ১০ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ইস্তেহার দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ ৪র্থ ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব একশন ২০১১-২০২০ ইত্যাদি দলিলসমূহের সাথে সংগতি রেখে বর্তমান নীতিমালার খসড়া ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নে ২০২১ নাগাদ জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান বিদ্যমান ২৯ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ, শ্রমশক্তির অবদান ১৮ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং আগামী ৫ (পাঁচ) বছরে ১৫% করে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস এ নীতিমালার অভীষ্টলক্ষ্য।

শিল্পনীতি ২০১৫ এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

মেয়াদভিত্তিক কর্মকৌশল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ; পশ্চাৎপদ এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে গুরুত্ব প্রদান; হস্ত, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক প্রসারে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ প্রণোদনা প্রদান, দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ও সরকারি খাতের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত ও সুসমন্বয়করণ ইত্যাদি কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত হবে।

শিল্প শ্রেণীর সংজ্ঞায় যুগোপযোগীকরণ, পোষক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ,পিপিপি অগ্রাধিকার, বিনিয়োগ প্রণোদনা ক্ষেত্র বৃদ্ধি, এসএমই খাতকে প্রবৃদ্ধির মূলচালিকা শক্তি নির্ধারণ, অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহব্যাঞ্জক প্রণোদনা প্যাকেজ, রপ্তানিমুখী এবং রপ্তানি-সংযোগ (Export Linkage) শিল্প, শিল্প প্রযুক্তি, শিল্পদূষণ ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানসহ একটি গবেষণা, নিরীক্ষা ও উপাত্ত সেল স্থাপন করা হবে। এই সেলের প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিল্পনীতির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। ব্যবসায়ী সংগঠন ও জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এই সেলের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।

প্রত্যাশা করা যায় যে, জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৫ বাস্তবায়নকল্পে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত প্রচেষ্টায় শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হবে।

১৩.৭.০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও নারী উন্নয়নে এর প্রাসঙ্গিকতা:

১৩.৭.১ ক) শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ যুগোপযোগী শিল্প নীতি প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনসমূহের সংস্কারের ফলে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ঝুঁকিহ্রাস করবে। ফলে শিল্প উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, যা নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে ।

খ) পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই নারী। পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ করা হলে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব, এতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়বে। ফলে পুরুষের পাশাপাশি নারীগণও সমানভাবে সুফল ভোগ করতে পারবে। এতে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে ।

গ) পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ফলে কর্মজীবী মায়েদের সুস্বাস্থ্য এবং তাদের পরিবারের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ঘ) উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ কৃষি খাতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে নারীরা জড়িত। শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে নারীর উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। তা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পের বিকাশের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের হারও বৃদ্ধি পাবে।

ঙ) শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন শ্রম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিল্প পার্কে প্লট প্রাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপাত নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

চ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ হলে মূলত: নারীদের কর্মসংস্থান বেশি হবে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে।

১৩.৭.২ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয়

(কোটি টাকায়)

বাজেট ২০১৪-১৫		
সংশোধিত	নারীর হিস্যা	
	নারী	শতকরা
২,৫০,৪৯৭	৬৬,৭৩৯	২৬.৬৪
১৬০৯	৪৪৮	২৭.৮৪
১৩৫৫	৪৩৮	৩২.৩২
২৫৩	২১	৮.৩০

১৩.৮.০ নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের চিত্র :

(ক) নারীর ক্ষমতায়ন ভিন্ন টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয় । নারীদেরকে অর্থনৈতিক মূলধারায় অধিকহারে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে নারী উদ্যোক্তদের জন্য সহজশর্তে আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগামস্ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সমুদয় অর্থের ন্যুনতম ১৫% মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদের হার হ্রাসকৃত রেটে, ১০% (ব্যাংক রেট + ৫%), নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(২) প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র ‘‘Women Entrepreneur’s Dedicated Desk ’’ স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করে তাঁদেরকে এসএমই খাতে অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । সম্ভব হলে উক্ত ‘ Dedicated Desk’- এ একজন নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

(৩) ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ‘‘ Women Entrepreneur’s Dedicated Desk ’’ কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াসহ ব্যাংকিং সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান/কৌশল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

(৪) ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা ’নারী শিল্প উদ্যোক্তা’ হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কমপক্ষে ৫১% শেয়ার মালিক নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে তাদের Enterprise/Venture সংশ্লিষ্ট সম্পদ (যন্ত্রপাতি বা ব্যবসায়ে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি/কাঁচামাল) ও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে ।

(৫) মাইক্রো নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে। যার সুফল পল্লী অঞ্চলের মাইক্রো নারী উদ্যোক্তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

(৬) এসএমই খাতে পুন:অর্থায়নে সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এস.এম.ই. এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় চারটি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত এই চারটি তহবিল হতে সর্বমোট ৩৩,১৯৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২,৭৯২.৬০ কোটি টাকা পুন:অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(৭) প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আবিশ্যকভাবে "উইমেন এন্ট্রিপ্রেনিয়র ডেডিকেটড ডেস্ক" খোলা হয়েছে।

(৮) কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এস.এম,ই. ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপ এস.এম.ই. ঋণ প্রদানের নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

(৯) সারাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাস্টার চিহ্নিত করে সে সব ক্লাস্টারে অর্থায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে সরেজমিনে গমন করে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরুপ : জামালপুরের নকশীকাঁথা, মনিপুরী তাঁত, সিরাজগঞ্জের তাঁত, রাঙ্গামাটির তাঁত, মুন্সীগঞ্জের বাঁশবেত প্রভৃতি ক্লাস্টার উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অর্থায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েব মার্কেটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(১০) বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর" প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬০০ জনকে বেনারশী শাড়ি তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৬৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০০ জনই নারী। এ সকল প্রশিক্ষিত নারীগণের মধ্য হতে এ পর্যন্ত ৩০ জন-কে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য প্রতি জনে ৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা এখন শাড়ি উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা করছে।

(১১) বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন (নিশবেতগঞ্চ ও রাধাকৃষ্ণপুর), রংপুর" প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬৬০ জনকে শতরঞ্জি তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০০ জনই নারী। এ সকল প্রশিক্ষিত নারীগণের মধ্য হতে এ পর্যন্ত ৫০ জন-কে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য প্রতি জনকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা এখন শতরঞ্জি উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা করছে।

১৪. প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

- বাংলাদেশের উন্নয়ন রুপকল্প-২০২১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ানাধীন রয়েছে। এসব পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশলের আলোকে গৃহীত অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)। এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন সাধনে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৩৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৩৫৫.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন ২০১৫ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পসমূহের সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতির হার ৭৮.৮৬% (১০৬৯.২৬ কোটি টাকা)। এছাড়াও আরো ৪০টি নতুন প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কৃষি খাতে প্রতিবছর প্রায় ২৫ লক্ষ মে. টন সারের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় মাত্র ১০ লক্ষ মে. টন (সূত্র: বিসিআইসি)। সারের এ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যমান সার কারখানাসমূহে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন এবং সরবরাহ

কার্যক্রমের পাশাপাশি বার্ষিক ৫.৮০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন শাহজালাল ফার্টিলাইজার সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। ইতঃমধ্যেই প্রকল্পের ৯৫.৩৫ শতাংশ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫০১৬.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে "Modernization and Strengthening of Training Institute for Chemical Industries in Bangladesh"-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;

- বিসিকের চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে রাজধানীর হাজরীবাগস্থ ট্যানারি শিল্পসমূহকে সাভারে পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে সাভারে ২০০ একর জমিতে উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে ট্যানারি শিল্পসমূহ স্থানান্তরের লক্ষ্যে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে চামড়া শিল্পনগরীতে CETP ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ, STP (Sewege Treatement Plant) নির্মাণ, SPGS (Sludge Power Generaation System) নির্মাণ, SWMS (Solid Waste Management System) নির্মাণ/ স্থাপন ও ট্যানারি মালিকদের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান কার্যক্রম এবং ট্যানারি মালিকদের কারখানা নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যা নিরসন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে মন্ত্রণালয়, বিসিক, প্রকল্প কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানসহ নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে এবং বর্তমানে সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ ও ট্যানারি শিল্প নির্মাণ করতঃ আনুষঙ্গিক যাবতীয় কাজ শেষ করে হাজারীবাগ হতে ট্যানারিগুলো সাভারে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে বলে আশা করা যাচ্ছে;

- সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবন তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়ন এ সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতি জনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মোট ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্পের (৩য় পর্যায়ে) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্ল্যান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা হার ছিল ৬৮.৯৪ শতাংশ বর্তমানে তা ৩৩.৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে দেশের ৮৪ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবাহারের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ লবণে পরিমিত আয়োডিন মিশ্রণ এবং ১০০ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের ব্যবহারের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

- এছাড়াও গঙ্গাচড়ায় বেনারশী পল্লী, কুমারখালিতে বিশেষ শিল্প এলাকা, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, মিরসরাই ও বরগুনায় নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। "বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি", ৫৩১৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে "রাজশাহী শিল্প নগরী সম্প্রসারন", ২৪৪১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে "ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ", ৩২৪৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে "Poverty Reduction through inclusive and sustainable Market (PRISM)"-শীর্ষক প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত হয়েছে;

- বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে বর্তমানে দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশের বেশি ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি ৪৩ টি কোম্পানির বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাচাঁমাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ ঔষধ শিল্পের আরো উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়াতে সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারসহ একটি শিল্প পার্ক স্থাপনরে কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এজন্য ইতোমধ্যে ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ শিল্প পার্কে ৩.২৭ একর আয়তনের 'এ' টাইপ প্লট ৩০টি, ২.৩৫ একর আয়তনের 'বি' টাইপ প্লট ৫টি এবং ১.৩৩ একর থেকে ৩.০০ একর আয়তনের 'এস' টাইপ প্লট ৭টি সহ মোট ৪২টি শিল্প প্লট তৈরী করা হবে;

- বিএসটিআই এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম এ খুলনায় বিএসটিআই এর ভবনসহ আধুনিক ল্যাবরেটরী স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএসটিআই এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া সম্প্রতি "Establishment of Testing facilities of Air conditioner, Refrigerator, Electric fan & Electric Motor in BSTI" প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিএসটিআই এর Air conditioner, Refrigerator, Electric fan & Electric Motor পরীক্ষার জন্য ল্যাব স্থাপিত হবে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিএসটিআই-এর ব্যারিয়ার রিমুভাল টু দ্যা কষ্ট ইফেকটিভ ডেভেলেপমেন্ট (BRESL) শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে;

- শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক এবং ইউনিডো-এর কারিগরি সহযোগিতায় Better Work and Standards Programme (BEST) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের উৎপাদিত পণ্য, উপকরণ বা যন্ত্রপাতির গুণগতমান ও গ্রাহক সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি। এ প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশী পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে National Quality Policy প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

- ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সকল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে "Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II)"-শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১৭৫৭.৯২ লক্ষ (জিওবি ২৪৯.৭৪ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ১৫০৮.১৮ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গেইন-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের মোট ২৫টি (১ম পর্যায় ২২টি এবং ২য় পর্যায় নতুন ৩ টিসহ) কার্যকরী রিফাইনারীর মধ্যে ৯টি রিফাইনারীর সাথে প্রকল্পের ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং রিফাইনারীসমূহে মোট ১২.৭ মেট্রিক টন ভিটামিন-'এ' প্রিমিক্স সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ০৫টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও, জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি গোল টেবিল বৈঠক ও একটি র‍্যালী আয়োজন করা হয়েছে। "ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে যা ভেটিং-এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এ প্রেরণ করা হয়েছে;

- বিটাক কর্তৃক হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৮,৩৭৪ জন পুরুষ এবং ৫,৯৭০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ১৪,৩৪৪ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণশেষে এ পর্যন্ত ২,৪৪২ জন পুরুষ এবং ২,৩৩৭ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪,৭৭৯ জন বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত আছেন।

১৫. মন্ত্রণালয়ের অডিট কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকা পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	শিল্প মন্ত্রণালয়	১১	১৭৬.৫৬	-	-	-	১১	১৭৬.৫৬
০২.	বিসিআইসি	২০৩৮	১০৯০৩.৫০	৪৫৪	১০৫	৩৬২.২৪	১৯৩৩	১০৫৪১.২৬
০৩.	বিএসএফআইসি	১০৭৯	১৭৮.৮৩	৪৭৩	৯৭	৪,৭৭১.০০	১৫৫২	৬১৬৪.২২
০৪.	বিএসইসি	৯২৫	৮৯৪.৫১	৫৭	৩৭	১১২.৫৪	৮৮৮	৭৮১.৯৭
০৫.	বিসিক	১৬৭৬	৪৫৬.৩৭	৮৩	২২	০.৯১	১৬৫৪	৪৫৬.৩৬
০৬.	বিএসটিআই	৮	০.৭৮	-	২৫	২.২৮	২৭৭	২৭.৬২
০৭.	বিটাক	৪১	১৪.৩১	৩২	১০	৩.৮৩	৩১	১০.৪৮
০৮.	বিআইএম	৭৫	২.৭৫	-	-	-	৭৫	২.৭৫
০৯.	ডিপিডিটি	১০	১৬.৫৭	১০	০	০	১০	১৬.৫৭
১০.	এনপিও	১৪	০.৯১	১৪	৮	০.৬৪	৬	০.২৭
১১.	বয়লার অফিস	-	-	-	-	-	-	-
১২.	বিএবি	৩	০.২২	-	-	-	৩	০.২২
	সর্বমোট	৫৮৮০	১২৬৪৫.৩১	১১২৩	৩০৪	৫,২৫৩.৪৪	৬৪৪০	১৭১৭৮.২৮

১৬. মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম

১৬.১ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা:

প্রতিবারের মত এবারও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শিল্প মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর ৩৯তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯ আগষ্ট, ২০১৪ তারিখে এক আলোচনা সভা, বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্মরণ সভায় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন তদকালীন শিল্পসচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্ ।

১৬.২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিসিআইসি মিলনায়তনে গত ২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জনাব মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর সমূহের নামের তালিকা ও উল্লেখযোগ্য গৃহীত কার্যক্রম :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

১.১ পটভূমি, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম:

বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বিসিআইসি'র শাখা অফিস চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত। ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর অধ্যাদেশের ১৯৭৬ সনের ২৫ নম্বর সংশোধনী বলে ৩টি কর্পোরেশন যথা বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেষজ শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কাগজ ও বোর্ড কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যানারীজ কর্পোরেশন একীভূত করে ১লা জুলাই, ১৯৭৬ইং তারিখে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর পরিচালকবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত। সুষ্ঠু কার্য সম্পাদন কল্পে সংস্থার পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে চেয়ারম্যান সংস্থার পরিচালক মন্ডলী, সচিব, বিভাগীয় প্রধান ও কারখানা প্রধানদের ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। যার ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে থাকেন। প্রতিটি কারখানার জন্য রয়েছে আলাদা এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানী বোর্ড। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান/ ১ জন ডাইরেক্টর উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ডে শিল্প মন্ত্রনালয়ের একজন প্রতিনিধি বোর্ডের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। সংশ্লিষ্ট কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ নিজ নিজ এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও তদারকীর মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকেন। সংস্থার অধীনস্থ কারখানাসমূহ ও চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রন, সরকারি খাতে সার আমদানী ও কৃষি মন্ত্রনালয়ের বার্ষিক চাহিদার প্রেক্ষিতে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরন সংস্থার প্রধান কার্যালয় করে থাকে। অধীনস্থ কারখানাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থ কারিগরী সহায়তা প্রদান, শূন্য পদে লোক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, কারখানাসমূহের কমন আইটেম আমদানী, বিপনন সহায়তা প্রদান, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও কারিগরী পরামর্শ প্রদান ও সার ব্যতিত অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারন ইত্যাদি কার্যক্রম সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের বিশেষায়িত বিভাগসমূহ করে থাকে। তাছাড়াও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কারখানাসমূহের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীন অডিট পরিচালনা করে থাকে।

১.২ বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১৩টি চালু ও ৫টি বন্ধ কারখানা আছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল ও ১টি ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার কারখানা রয়েছে। সার কারখানা গুলোতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৮,৭৮,৩৬০ মেঃ টন ইউরিয়া সার, ৮৭,৫৬৩ মেঃ টন টিএসপি ও ৬২,৮০১ মেঃ টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে গত ১২-০৫-১৫ হতে এএফসিসিএল, ০৪-০৪-১৫ হতে ইউএফএফএল ও পিইউএফএফএলসহ তিনটি ইউরিয়া সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় ইউরিয়া সার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ১২,৬৭১ মেঃ টন কাগজ, ৪৮,০৮০ মেঃ টন সিমেন্ট, ১৫.২৮ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ১,১৩৪ মেঃ টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী ও ১,১০৫ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ৪৫৬ মেঃ টন রিফ্র্যাক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে। পে-অফ ও বন্ধ কারখানা পুনরায় চালুর কার্যক্রম চলছে। ইউরিয়া সার উৎপাদনের পাশাপাশি বিসিআইসি আলোচ্য অর্থ বছরে ১৮.৭৬ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া সার আমদানী করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪৮৪ টি উপ-জেলায় প্রায় ৫৪৯৯ জন ডিলারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরন করেছে।

১.৩ দেশে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বিসিআইসি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থকারিগরী সহায়তায় ঘোড়াশাল সার কারখানার প্রাঙ্গনে ১৭.০৩ একর জমির উপর ১৯৮৯ সালে একটি

আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন Training Institute for Chemical Industries স্থাপন করা হয়। এখানে প্রতি বছর দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সে বিসিআইসি'র প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবীশ ও চাকুরীরত বিভিন্ন শ্রেনীর কারিগরী কর্মকর্তা, শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষন দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী কলেজ হতে পাশ করা দেশে ও বিদেশে চাকুরী প্রার্থী শিক্ষিত যুবক তাদের কারিগরী জ্ঞান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন নিয়ে থাকেন। প্রতি বছর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী এবং মানোন্নয়ন কোর্সে প্রায় ৬০০/৭০০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষন নিয়ে থাকেন।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন বর্তমান চালু কারখানাসমূহঃ

ক্রমিক নং	কারখানার নাম	অবস্থান	স্থাপনা কাল	উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
১।	চিটাগাং ইউরিয়া ফাটিলাইজার লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	১৯৮৭খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৬১,০০০
২।	যমুনা ফাটিলাইজার কোম্পানী লিঃ	তারাকন্দি, জামালপুর।	১৯৯১খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৬১,০০০
৩।	আশুগঞ্জ ফাটিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ	আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া।	১৯৮১খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,২৮,০০০
৪।	ইউরিয়া ফাটিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ	ঘোড়াশাল, নরসিংদী।	১৯৭০খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৪,৭০,০০০
৫।	ন্যাচারাল গ্যাস ফাটিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।	১৯৬০খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	১,০৬,০০০
				এমো.সালফেট	মেঃ টন	১২,০০০
৬।	পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ	পলাশ, নরসিংদী।	১৯৮৫খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৯৫,০০০
৭।	টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ	নর্থ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	১৯৬৫খ্রিঃ	টিএসপি	মেঃ টন	১,০০,০০০
৮।	ডিএপি ফাটিলাইজার কোং লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	২০০৬খ্রিঃ	ডিএপি	মেঃ টন	৫,২৮,০০০
৯।	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ	চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	১৯৪৮ খ্রিঃ	পেপার	মেঃ টন	৩০,০০০
১০।	খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিঃ	শহর খালিশপুর, খুলনা।	১৯৬৫খ্রিঃ	হার্ডবোর্ড	লঃবঃফুঃ	৩০০
১১।	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ	ছাতক, সুনামগঞ্জ।	১৯৩৭খ্রিঃ	সিমেন্ট	মেঃ টন	১,৯০,০০০
১২।	উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিঃ	কালুরঘাট শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।	১৯৫৯খ্রিঃ	গ্লাসশীট	লঃবঃমিঃ	১৮.৬৭
১৩।	বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ	বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা।	১৯৮১খ্রিঃ	স্যানিটারীওয়্যার	মেঃ টন	৩,৪০০
				ইন্স্যুলেটর	মেঃ টন	১,৪০০

১.৪ জনবল ও পদোন্নতিঃ

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবলের বিবরণঃ

শ্রেনি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
প্রথম	২৩৪২	১৬৬৭	৬৭৫
দ্বিতীয়	৭০১	৫১২	১৮৯
তৃতীয়	২৩৪০	১৪৫৯	৮৮১
চতুর্থ	১৯১৩	১৩৬১	৫৫২
শ্রমিক	৫৬৮৪	৪০৯৮	১৫৮৬
মোট =	১২৯৮০	৯০৯৭	৩৮৮৩

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের বিবরণঃ

কর্মকর্তা	কর্মচারী	শ্রমিক	মোট
৬৭	৮৩	২০২	৩৫২

২.০ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বিসিআইসি'র আর্থিক কর্মকান্ডঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০১৪-২০১৫ (মে'১৫ পর্যন্ত) (সাময়িক)
১।	কারখানার সংখ্যা	১৩
২।	উৎপাদন	১৬৬১.২৪
৩।	বিক্রয়	১৬৮৪.৬৪
৪।	লাভ/(লোকসান)	৭৯.০৫
৫।	জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান	৬৫.৬৯
৬।	ডিএসএল প্রদান	৩১৯.৫৫

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মার্চ,১৫ পর্যন্ত সিএফআর এবং এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে সংস্থা কর্তৃক কর্ণফূলী ফার্টিলাইজার কোম্পনী (কাফকো) ও বহিঃর্বিশ্ব হতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানীকৃত ইউরিয়া সারের পরিমান এবং সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের অর্থের পরিমান (সাময়িক) নিম্নে দেয়া হলঃ

বৎসর	আমদানীকৃত ইউরিয়া (মেঃ টন)	আমদানী বাবদ মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	আমদানীকৃত সারের বিক্রয় মূল্য (কোটি টাকা)	ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ (কোটি টাকা)	সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের পরিমান (কোটি টাকা)
২০১৪-২০১৫ (মার্চ'১৫ পর্যন্ত)	১৬,৪৬,৯১৪.৮৪	৪,৪৪৯.৭৫	২,৩০৫.৬৮	২,১৪৪.০৭	২,১৪৪.০৭

৩.০ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

বিসিআইসি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে রসায়ন শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিল্প নীতির আলোকে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদনক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সরকারি নীতি/দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ, বর্তমান সরকারের দিক নির্দেশনানুযায়ী বন্ধ শিল্প কারখানাগুলো পুন:চালুকরণের জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

৩.১ দেশে শিল্পায়নের লক্ষ্যে ''সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের) টি বাফার গোডাউন নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প

''সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের) টি বাফার গুদাম নির্মান'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৩ (তের) টি জেলায় যথাঃ ১) নীলফামারী, ২) সুনামগঞ্জ, ৩) চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৪) গোপালগঞ্জ, ৫) বরিশাল, ৬) পঞ্চগড়, ৭) কুষ্টিয়া, ৮) পাবনা, ৯) যশোর, ১০) নেত্রকোনা, ১১) নোয়াখালী, ১২) শেরপুর ও ১৩) কিশোরগঞ্জ- এ একটি করে বাফার গুদাম (প্রতিটি ১০,০০০ মেঃ টন ধারণমতা সম্পন্ন) নির্মাণের প্রস্তাবনাসহ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী প্রকল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি (Development Project Proposal) গত ৩০-০৬-২০১৫ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

উপরোল্লেখিত ১৩ (তের) টি জেলায় বাফার গুদাম নির্মাণ হলে ভবিষ্যতে সার সংরক্ষণ সহজতর হবে এবং বিতরণেও অনেক সুবিধা হবে। তাছাড়া, প্রয়োজনের সময় দ্রুতগতিতে সার কৃষকের দোর গোড়ায় পৌছিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে, ফলশ্রুতিতে কৃষকেরা সময়মত ফসলে সার প্রয়োগ করতে পারবে। এতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে ।ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে।

৩.২ ''বিএমআরই অব ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি: এর বিএসআরই'' প্রকল্প

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ মোট ২৫৫.৬০ একর জমির উপর ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪১ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়।কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ মেঃ টন এবং বার্ষিক ৩০০ ষ্ট্রীম ডেজ এর ভিত্তিতে প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,৫০,০০০ মেঃ টন। বর্তমানে কারখানাটি পুরাতন ও অধিক জ্বালানী কনজিউম করায় লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি সন্নিবেশ পূর্বক বিএমআরই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বিএমআরই এর উদ্দেশ্য দৈনিক ৫০০ মেঃ টন করে বৎসরে ১,৫০,০০০ মেঃ টন হারে (বার্ষিক ৩০০ ষ্ট্রীম ডেজ) হিসাবে উৎপাদন আগামি ১৫ বছরের জন্য অব্যহত রাখা এবং ড্রাই পদ্ধতিতে দৈনিক ১,৫০০ মেঃ টন করে বৎসরে ৪,৫০,০০০ মেঃ টন ক্লিংকার উৎপাদন করা।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত বিনিয়োগ ব্যয় মোট ৮৩০.৯৩ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় ৪৯৮.৫৬ কোটি টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রায় ৩৩২.৩৭ কোটি টাকা জিওবি অর্থায়নে ব্যয় হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৮৬৫ জন লোকের প্রত্যক্ষভাবে কর্ম সংস্থান হবে। প্রকল্পটির ডিপিপি গত ০৭-০৬-২০১৫ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৩ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লি: (ইউএফএল) ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লি: (পিইউএফএফএল) এর খালি জায়গায় আধুনিক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সারকারখানা স্থাপন'' প্রকল্প

''ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিমিটেড (ইউএফএফএল) ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিমিটেড (পিইউএফএফএল) এর খালি জায়গায় আধুনিক, শক্তি সাশ্রয়ী ও উচ্চমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সারকারখানা স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন থেকে ইআরডিতে প্রেরিত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য সম্ভাব্য উৎস সন্ধানের অনুরোধ জানিয়ে ইআরডিকে গত ০২-১১-২০১৪ তাং পত্র প্রেরণ করা হয়।

৪.০ বন্ধ কারখান পুন:চালুকরণ প্রকল্প

৪.১ ''চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুন:চালুকরণ'' প্রকল্প

সিসিসি কারখানাটি ২০০২ সালে Pay-off এর মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার ভিত্তিতে কারখানাটি পুনঃ চালুকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রায় ৫২.৭৫% কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তরল/ফ্লেক্স কস্টিক সোডা দৈনিক ২০ মেঃ টন, লিকুইড ক্লোরিন দৈনিক ১৩.৫ মেঃটন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড দৈনিক ৩০ মেঃ টন, ষ্টেবল ব্লিচিং পাউডার দৈনিক ১৫ মেঃটন উৎপাদিত হবে। আশা করা যায়, ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে কারখানাটি পুনরায় উৎপাদনে যাবে।

৪.২ ''নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পুন:চালুকরণ'' প্রকল্প

১৯৬৭ সালে পাবনার পাকশীতে ১৮৮.৪১ জমির উপর কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলটির প্রধান কাঁচামাল হলো ব্যাগাস অর্থ্যাৎ আখের ছোবড়া। উৎপাদিত কাগজ রাইটিং এবং প্রিন্টিং কাজে ব্যবহৃত হয়। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০০ মেঃ টন। মিলটি মূলত কাঁচামালের অভাব এবং ফার্ণেস অয়েলের উচ্চ মূল্যের দরুন ক্রমাগত লোকসানের কারণে বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতিমালার

আওতায় গত ৩০-১১-২০০২ তারিখে পে-অফের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়। বর্তমানে মিলটি বেসরকারি করনের জন্য প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে আছে। পাশাপাশি BCIC কর্তৃক এনবিপিএম পুন:চালুকরণের লক্ষ্যে একটি আর্থ-কারিগরী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন গত ১৮-০৮-২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে পিডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে । মিলটি চালু হলে ৯৬৯ জন লোকের কর্মসংস্থান হবে।

৪.৩ ''খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুন:চালুকরণ প্রকল্প''

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ (কেএনএম), খালিশপুরে ৮৭.৭১ একর জমির উপর ১৯৫৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৯ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। এর প্রধান কাঁচামাল গেওয়া কাঠ এবং উৎপাদিত পণ্য নিউজপ্রিন্ট। মিলটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৮,০০০ মেঃ টন। সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করায় মিলটির কাঁচামালের তীব্র সংকট ও ফার্নেস অয়েলের উচ্চ মূল্যের কারণে ৩০-১১-২০০২ তারিখে পে-অফের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়। দীর্ঘ পরিসরে বিদেশী পাল্প, ব্যবহৃত কাগজ ও বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় প্রকল্পটির উপর আর্থ-কারিগরী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পিডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মিলটি চালু হলে ২৪০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

৫.০ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

৫.১ শাহাজালান ফার্টিলাইজার প্রকল্পের উন্নয়ন প্রতিবেদন:

এসএফপি শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসাবে হাতে নেয়া হয়েছে।

চীন সরকারের 1.6 Billion RMB Yuan Chinese Govt. Concessional Loan (CGCL), চীনা এক্সিম ব্যাংকের US$ 325.00 million 'Preferential Buyer's Credit (PBC) ও বাংলাদেশ সরকারের ৮৮৮৩৬.৭২ লক্ষ টাকার সমন্বয় মোট ৫৮০.১৯ মিলিয়ন US$ LSTK মূল্যসহ মর্বোচ্চ ৪৮৭৪৪৪.৭২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেঃটন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) চীনা পদ্ধতি অনুসরনে চীন সরকার কর্তৃক নির্বাচিত প্রকল্পের সাধারন ঠিকাদার চীনের মেসার্স কমপ্লান্ট কর্তৃক LSTK এর ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রকল্পের ঋণ চুক্তি ০৫-০৪-২০১২ইং তারিখে কার্যকর হয়েছে এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি ১৬-০৪-২০১২ তারিখে কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প চালু করার জন্য কমিশনিং এর কাজ শুরু হয়েছে। রিভাইস সিডিউল অনুযায়ী কারখানাটির উৎপাদন অক্টোবর ২০১৫ এর শেষ নাগাদ শুরু হবে। সাধারন ঠিকাদারকে Down Payment ও Monthly Progress Payment ৩৩তম কিস্তি (২৫-০১-২০১৫) পর্যন্ত সর্বমোট RMB Yuan 1,514.37 million, US$ 307.61 million এবং বাংলাদেশী টাকা ৭৪.৫৫ কোটি পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাজেট মোট ৮৬১.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তম্মধ্যে জিওবি খাতে ৩৬০.০০ কোটি টাকা টাকা ও প্রকল্প সাহায্য খাতে ৫০১.৫৭ কোটি টাকা। উক্ত অর্থ বছরে সর্বমোট ব্যয় ৬৫৯.৯২ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ২৯৯.৯২ কোটি টাকা এবং জিওবি ৩৬০.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় ৪৫৮৮.৩১ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৩৮৭৬.৫২ কোটি টাকা ও জিওবি ৭১১.৭৯ কোটি টাকা এবং জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.৩৫%/।

৫.২ মর্ডানাইজেশন এন্ড ষ্ট্রেন্দেনিং অব ট্রেনিং ইনস্টিটিউড ফর কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ:

উক্ত প্রকল্পটি কোরিয়ার সাহায্য সংস্থা "KOICA" এর অর্থায়নে বাস্তাবয়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ কাল জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৫০১৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে যার মধ্যে জিওবি ১০১৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ৬২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে জিওবি ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং উক্ত অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে মোট ৬২১.৬৪ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৫১.৬৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫৭০.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১১.৩০%।

৬.০ সেবামূলক কার্যক্রম:

বর্তমান যুগে যেখানে মানবাধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। এই বিষয়টিকে উদ্দীপনা সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিসিআইসিও তার পে-রোলে কর্মরত কর্মচারীগণের জন্য কল্যাণমূলক সুবিধাদি সম্প্রসারণে পিছিয়ে নেই। উন্নয়নমূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বিসিআইসিতে কর্মরত কর্মচারীগণের সন্তান ও নির্ভরশীলদের শিক্ষা সুবিধা প্রদানের জন্য ঢাকা পৌর এলাকা এবং নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬ টি কলেজ ও ১০টি স্কুল পরিচালনা করছে। প্রত্যেক বছরই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করছে এবং উত্তরোত্তর ভাল ফলাফল করে আসছে।

স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানা সমূহে পর্যাপ্ত এমবিবিএস ডাক্তার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োজিত থেকে কারখানার নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে থাকে। বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানারয় কর্মরত নারী শ্রমিকদের ১৬ সপ্তাহের মজুরীসহ প্রসূতিকালীন ছুটি পেয়ে থাকেন। তাছাড়া শ্রমিকদেরকে বিনা মূল্যে অধিকাংশ ঔষধ কারখানার মেডিক্যাল সেন্টার থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। শ্রমিকগণ কর্মক্ষেত্রে দূঘটনার সম্মুখীন হলে তাদেরকে শ্রম আইনের আওতায় আর্থিকতিপূরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কল্যান তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পর্যান্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৭.০ প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম (২০১৪-২০১৫) :

	কর্মকর্তা	কর্মচারী/শ্রমিক	মোট
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	৫২০ জন	৫২ জন	৫৭২ জন
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	২৬ জন	-	২৬ জন
		সর্বমোট :	৫৯৮ জন

৮.০ সার বিক্রয় ও ব্যবস্থাপনা:

সারা দেশে কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিসিআইসি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরুপিত চাহিদা মোতাবেক বিসিআইসি নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার উৎপাদনের পাশাপাশি আমদানি করে ২৪টি বাফার গুদাম ও কারখানাসমূহের মাধ্যমে সারা দেশে ডিলারদের অনুকূলে ইউরিয়া সার বিতরণ করে থাকে। আলোচ্য অর্থ বছরের শুরুতে ৭,৮০,৩৯১ মেঃ টন প্রারম্ভিক মজুদ এবং সংস্থার ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ৮,৭৮,৩৬০ মেঃ টন, কাফকো থেকে ৩,৯১,১৫২ মেঃটন ও বহির্বিশ্ব থেকে ১৪,৮৪,৫৪৬ মেঃটন আমদানীকৃত ইউরিয়া সার সহ মোট ৩৫,৩৪,৪৪৯ মেঃ টন ইউরিয়া সারের বিপরীতে মোট ২৬,৩৮,৫৫৩ মেঃ টন ইউরিয়া সার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকদের মাঝে সার বিতরণের বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নরূপঃ

৮.১ দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ন করার লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা দেশে সুলভ মূল্যে কৃষক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার বিতরণ করা হয়েছে। ডিএপি সারের মূল্য কৃষক পর্যায়ে প্রতি কেজিতে ২.০০ টাকা কমানো হয়েছে অর্থাৎ ২৭.০০ টাকা থেকে ২৫.০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। সারের সুষ্ঠু বিতরণ অব্যাহত রাখা ও ভবিষ্যতে সারের বর্ধিত চাহিদা

মোকাবেলার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন বাফার গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে ''সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.০ কাগজ বিক্রয়:

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৪,০০০ মেঃ টন কাগজ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২,৬৬০ মেঃ টন বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। কারখানাটি অনেক দিনের পুরাতন বিধায় উৎপাদন কম হওয়ার কারণেই মূলতঃ বিক্রয় কম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যম ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি কাগজ বিক্রয় করে থাকে।

১০.০ সিমেন্ট বিক্রয়:

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৬০,০০০ মেঃ টন সিমেন্ট বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৪,৫৯৪ মেঃ টন সিমেন্ট বিক্রয় করেছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যম ছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করে থাকে।

১১.০ ইন্সুলেটর, স্যানিটারিওয়্যার ও ফায়ার ব্রিকস বিক্রয়:

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ইন্সুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২,১০০ মেঃ টন স্যানিটারিওয়্যার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৪৪৯ মেঃ টন, ১,২০০ মেঃ টন ইন্সুলেটর বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,১০৪ মেঃ টন এবং ৫০০ মেঃ টন ফায়ার ব্রিকস বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪১৮ মেঃ টন বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যমে ছাড়াও টেন্ডার এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি মালামাল বিক্রয় করে থাকে।

১২.০ উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত সার (২০১৪-২০১৫):

পণ্যের নাম		একক	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
ইউরিয়াঃ		মেঃ টন	৭,৮৬,০৫৬	৮,৭৮,৩৬০
টিএসপিঃ		মেঃ টন	১,০০,০০০	৮৭,৫৩৬
ডিএপিঃ		মেঃ টন	৫০,০০০	৬২,৮০১
কাগজঃ		মেঃ টন	১৫,০০০	১২,৬৭১
সিমেন্টঃ		মেঃ টন	৬০,০০০	৪৮,০৮০
হার্ডবোর্ডঃ		লক্ষ বর্গফুট	২৩	০.০০
গ্লাসশীটঃ		লক্ষ বর্গমিটার	১৮.৫৯	১৫.২৮
স্যানিটারীওয়ারঃ		মেঃ টন	২,১০০	১,১৩৪
ইন্স্যুলেটরঃ		মেঃ টন	১,২০০	১,১০৫
রিফ্র্যাক্টরীজঃ		মেঃ টন	৫০০	৪৫৬

শিল্প সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বিসিআইসি বার্ষিক পূর্নমিলনী উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিল্প সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বিসিআইসি হাউজিং কলোনীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭ (১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশবলে (সংশোধিত)বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC) বিএসএফআইসি গঠিত হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ০১ জন চেয়ারম্যান এবং ০৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে করপোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীণ ১৫ টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট ও ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রয়েছে।

উদ্দেশ্য

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন গঠিত হয়ঃ

- মিলজোনে উন্নত জাতের ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণ করা,
- স্থাপিত ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা,
- সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে চিনির বাজার দর স্থিতিশীল রাখা,
- পর্যায়ক্রমে মিলসমূহের বিএমআরই/বিএমআর ও সুগার রিফাইনারী স্থাপনের মাধ্যমে দেশকে চিনিতে স্বনির্ভর করা,
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা ইত্যাদি।

উৎপাদন ক্ষমতা

- ১৫টি চিনিকলের দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ২১ হাজার ৪৪ মে.টন। বছরে ১২৫ আখ মাড়াই দিবসে প্রায় ২৬.২৫ লক্ষ মে.টন আখ প্রয়োজন হয়। উক্ত পরিমাণ আখ হতে ৮% চিনি আহরণ হারে চিনিকলসমূহের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার মে.টন।
- রেনউইক অ্যান্ড যজ্ঞেশ্বর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (কাষ্টিং ও মেশিনিংসহ) ১ হাজার ১৪১ মে.টন ।
- কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এ অবস্থিত ডিস্টিলারি ইউনিটের বার্ষিক স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৫.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার।

২০১৪-২০১৫ সনের কর্মকান্ড

- ২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে ১৫ টি চিনিকলে ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৫২% চিনি আহরণ হারে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৫ মে.টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৭৭.৫৯ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে ৬.৩৭% চিনি আহরণ হারে ৭৭ হাজার ৪৫০.০৫ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। তাছাড়া ৬২ হাজার ৭৫২.৯০ মে.টন মোলাসেস উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৩ হাজার ১০৩.৯৮ মে.টন মোলাসেস উৎপাদিত হয়েছে।
- কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ডিস্টিলারীতে ৫০.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৭.১৮ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল এবং ফরেন লিকার ৯.৪৫ লক্ষ প্রুফ লিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮.৯৭ লক্ষ প্রুফ লিটার উৎপাদিত হয়েছে।
- রেনউইক,যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেডে বার্ষিক ১ হাজার ৩০০ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৭৫.২৬ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে।

১৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ কেরুজ জৈব সার কারখানা উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ড

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতায় চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬ হাজার ৫১৯.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৪-২০১৫ আরএডিপিতে ২ হাজার ৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ২ হাজার ১৮৪.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ৯৩.৫১%। প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৪-২০১৫ এডিপি			
			বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি(%)
১।	বিভিন্ন চিনিকলের পাওয়ার টারবাইন,ডিজেল জেনারেটর এবং বয়লার প্রতিস্থাপন বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০৭-২০১০ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৫	৪৩৬২.১৭	৫৩৬.০০	৫৩৬.০০	৪৪৬.০০	৮৩.২০%
২।	বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০৭-২০১২ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৫	৪৬৫৭.৪৭	১৫৮৭.০০	১৫৮৭.০০	১৫৮৭.০০	১০০%
৩।	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং বিট সুগার উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি সংযোজন বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০৭-২০১৩ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৬	১০১৫৩.৫৪	৮৮.০০	৮৮.০০	৮৩.০০	৯৪.৩২%
৪।	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সুগার রিফাইনারি স্থাপন বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ফেব্রুয়ারি-২০১৪ সমাপ্ত : ডিসেম্বর-২০১৬	৭৩৪৬.৮১	১২৫.০০	১২৫.০০	৬৮.৫৭	৫৪.৮৬%
	সর্বমোট:	**২৬৫১৯.৯৯**	**২৩৩৬.০০**	**২৩৩৬.০০**	**২১৮৪.৫৭**	**৯৩.৫১%**

সেবামূলক কার্যক্রমঃ

- ২০১৪-২০১৫ রোপণ মৌসুমে ইক্ষু আবাদের জন্য ইক্ষু চাষীদের মধ্যে সার,বীজ,কীটনাশক সরবরাহ এবং নগদ ঋণ হিসেবে প্রায় ৪৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে ।
- ২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে আখ উৎপাদনের জন্য আখ চাষিদের মাঝে ঋণ বাবদ ৬ হাজার ২৯.৩৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছিল যা ২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে মিলে আখ সরবরাহের মাধ্যমে ৯৯.৯৭% আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু মূল্য বাবদ প্রায় ২৪৪ কোটি পরিশোধ করা হয় । প্রাপ্ত টাকা নিভৃত পল্লী এলাকায় চাষিদের নগদ অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়।
- ইক্ষু রোপণ, পরিচর্যা , কর্তন ও পরিবহন খাতে প্রায় ২০(বিশ) লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে করপোরেশনের সদর দপ্তর ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকে।

আলোচ্য সময়ে মোট ৫৮৫ (পাঁচশত পঁচাশি) জন কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বিভিন্ন চিনিকলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যার পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(১) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ
(ক) চিনিকলের ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও সদর দপ্তরে ইন-হাউজ ট্রেনিং - ৪৪৪ জন।
(খ) দেশের বিভিন্ন খ্যাতানামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ - ১৩৮ জন।
(২) বিদেশে প্রশিক্ষণ - ৩ জন।
সর্বমোট=৫৮৫ জন।

ই-পুর্জি কার্যক্রম:

২০১০-১১ আখ মাড়াই মৌসুমে হতে সকল আখচাষি পুর্জি বিতরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী অবগত করণের জন্য তাদের নিজস্ব মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১১-১২ মাড়াই মৌসুম হতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-পুর্জির ওয়েবসাইট (www.epurjee.info) থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। প্রতি বছর আখ মাড়াই মৌসুমে বর্ণিত সফটওয়্যার আপগ্রেডপূর্বক চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ই-গেজেট: ই-গেজেটের মাধ্যমে আখ ক্রয় কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। মিলের পুর্জি করণিকগণ বর্তমানে পুর্জি হাতে লিখছে। ই- গেজেট চালুর মাধ্যমে চাষির পাশবহি নং/পুর্জি প্রোগ্রাম নং ই-পুর্জির সফটওয়্যারে ইনপুট করার সাথে সাথে পুর্জিতে বর্ণিত সকল তথ্য চাষির নামে পুর্জি অটোমেটিক প্রিন্ট হয়ে যাবে, অন্যদিকে ঐ চাষির নামে এসএমএস ও অনলাইনে পুর্জি প্রদর্শিত হবে। ফলে পুর্জি রাইটার দ্বারা কোন পুর্জি হাতে লেখার প্রয়োজন হবে না। ভুলত্রুটি পরিহার, সময় ও আর্থিক সাশ্রয় হবে; পুর্জি বিতরণের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত প্রোগ্রাম রেজিষ্টারসহ চাষিভিত্তিক এমআইএস রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হবে; আখ ক্রয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৌসুমে ফরিদপুর সুগার মিলস-এ ই-গেজেট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। কার্যক্রমটি সফল হলে পর্যায়ক্রমে সকল চিনিকলে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমঃ

- বিএসএফআইসি'র স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটটিকে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে রুপান্তর করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা সমূহ যেমন: টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, শেয়ার নিউজ, সিটিজেন চার্টার, চিনির ডিলার ও শিল্প প্রতিষ্ঠান খাতে চিনি বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি, ফ্রি-সেল চিনি বিক্রির কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে চিটাগুড় বিক্রির বিজ্ঞপ্তি , বিএসএফআইসি'র আইন/বিধি প্রবিধানমালা, নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল, তথ্য আধিকার আইন, ফোকাল ও

জিআরএস ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, অভিযোগ ও পরামর্শ অনলাইনে গ্রহন, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা, বিএসএফআইসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বিষয়ক বিএসএফআইসি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিএসএফআইসি'র ওয়েবসাইটে হতে পাওয়া যাচ্ছে।

- বিএসএফআইসি'র ওয়েবসাইটকে ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে হোমপেজের লে-আউট স্ট্র্যাকচারের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।বিএসএফআইসি'র ওয়েবপোর্টাল/কনটেন্ট যাচাই এবং আপলোডের কার্যক্রম চলছে।বিএসএফআইসি'র ওয়েবপোর্টালকে (bsfic.portal.gov.bd) কে bsfic.gov.bdতে রিডাইরেক্ট করণের জন্য ইতোমধ্যে বিসিসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। BSFIC'র ওয়েবসাইটকে পূর্ণাঙ্গভাবে জাতীয় তথ্য বাতায়নের অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে 'এ-টু আই' এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

- কেরু অ্যান্ড কো: (বিডি) লি: এর ডাইনামিক ওয়েবসাইট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে কেরু এন্ড কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্যের বিশেষ করে ফরেন লিকারের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সংগে সার্বক্ষণিক অনলাইনে যোগাযোগ রক্ষার্থে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় সেবামূলক বিষয়বস্তু তৈরি করা হয়েছে।

- বিএসএফআইসি'র আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সদর দপ্তরে ২৪টি PCতে 2mbps ব্যান্ডউইথ এর ব্রডব্যান্ড সংযোগ চালু আছে । E-filing সফটওয়্যার বাস্তবায়ন, ই-পুর্জি ও ই-গেজেট সফটওয়্যার মনিটরিং এবং দাপ্তরিক অনলাইন ভিত্তিক কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সদর দপ্তরের আরও কিছু কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনয়নের জন্য ন্যূনতম ১৫ mbps ব্যান্ডউইথ এ উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে পরিচালক মন্ডলীর দপ্তরে Wi-Fi চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যে ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

- আইসিটিতে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিএসএফআইসির সকল কম্পিউটার অপারেটরদেরকে ইউনিকোডের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়সহ সরকারি সব চিঠিপত্র ইউনিকোড সমর্থিত বাংলা সফটওয়্যার অভ্র নিকস ফন্টের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। ইউনিকোড সমর্থিত বাংলা সফটওয়্যার অভ্র নিকস ফন্টের মাধ্যমে বিএসএফআইসি'র ওয়েবসাইট এবং ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে কনটেন্টগুলো আপলোডের কাজ চলছে।

- বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তরে পুরাতন DOS ভিত্তিক Foxpro programming এর মাধ্যমে এ্যাকাউন্টিং, পে-রোল, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সুগার ডিলারস ডাটা-বেইজকে window ভিত্তিক Integrated Accounting Software Package (Tally) এ রুপান্তর করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বর্ণিত সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের ফলে বিএসএফআইসি'র কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কাগজের ব্যবহার ব্যপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

বিএসএফআইসি'র আইসিটি ও ই-গভর্ণেন্স কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় হতে ই-পুর্জি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্ভার স্থাপন ; ডিজিটাল পদ্ধতিতে চিনির বিপণন চালুকরণ; **Online recruitment, Online Tendering system** চালুকরণের ভবিষৎ পরিকল্পনাসমূহ সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএসএফআইসিকে ২০২১ সালের মধ্যে সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি জনকল্যাণমুখী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সম্পদ পরিস্থিতি

সংস্থার মিলগুলোর চলতি মূলধনের ঘাটতি রয়েছে। তবে বিপুল অংকের স্থায়ী সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। যদিও ঐ সম্পদের বুক ভ্যালু নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ১৯ হাজার ৬১.১৯ একর জমির বুক ভ্যালু ১ হাজার ২০০.২৭ লক্ষ টাকা থাকলেও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে রিভ্যালুয়েশন মূল্য দাড়িয়েছে ১০ হাজার ৯২৮.৪৪ কোটি টাকা। মিলওয়ারী বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমি ক্রয়ের বছর	জমির পরিমাণ (একর)	বুকভ্যালু (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান বাজার মূল্য (লক্ষ টাকায়) (২০১১-২০১২)
১	পঞ্চগড় চিনিকল লিঃ	১৯৬৫	২২৭.৩০	৪১.৮৫	৩২,২৭৬.৬৫
২	ঠাকুরগাঁও চিনিকল লিঃ	১৯৫৬	২৮৮৭.০২	২৫.৮৪	৭৯,৬৬৮.৮৮
৩	সেতাবগঞ্জ চিনিকল লিঃ	১৯৩৩	৩৮৬০.৫০	৮.৭৬	১,৩৪,৯৬৮.৮৪
৪	রংপুর চিনিকল লিঃ	১৯৫৭	১৯২৫.৩৫	১৫.৭১	১,২১,৫০৪.৪৩
৫	শ্যামপুর চিনিকল লিঃ	১৯৬৫	১১১.৪৫	৩৬৪.১৯	২৬,৭৭৪.৫৫
৬	জয়পুরহাট চিনিকল লিঃ	১৯৬০	২১৭.২২	২৫.৪৭	৮৬,২০৫.৯৩
৭	রাজশাহী চিনিকল লিঃ	১৯৬২	২২৯.৫৮	৩০.৫৫	৪৮,০৮২.৪০
৮	নাটোর চিনিকল লিঃ	১৯৮২	৯৭.৭১	১৯.৮১	২৩,৭১৭.৫২
৯	নর্থবেঙ্গল চিনিকল লিঃ	১৯৩০	৪৯৬২.৯৪	১৪.৬১	৯৪,৮৩২.৯৬
১০	পাবনা চিনিকল লিঃ	১৯৯২	৬০.০০	১৫৮.২৫	১৪,৯২২.৭৪
১১	কুষ্টিয়া চিনিকল লিঃ	১৯৬১	২২০.০৫	১৮.৯৫	২৬,১৫৯.৪৯
১২	কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ	১৯৩৮	৩৫৩৫.৫৬	৬.৮৪	১,৭১,২৩৭.৭২
১৩	মোবারকগঞ্জ চিনিকল লিঃ	১৯৬৫	২০৭.৭২	১৯.৯৭	৮৭,৩৪১.১৩
১৪	ফরিদপুর চিনিকল লিঃ	১৯৬৮	১২৯.৯৪	২৯.৯১	৭৫,৫৭৫.৪১
১৫	জিলবাংলা চিনিকল লিঃ	১৯৫৭	৩৫১.৪৮	১৪১.০৮	২৬,২০৫.১২
১৬	রেণউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং	১৮৮১	৩৭.৩৭	২৭৮.৪৮	৪৩,৩৬৯.৯২
মোট:			১৯,০৬১.১৯	১,২০০.২৭	১,০৯২,৮৪৩.৬৯

বাণিজ্যিক খামার :

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫ টি সুগার মিলে বাণিজ্যিক খামার রয়েছে।
- ৫ টি সুগার মিলের বাণিজ্যিক খামারের মোট জমির পরিমাণ ১৫ হাজার ৭৯২ একর।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৫৬৬.৫০ একর এবং লীজে ১ হাজার ৫৯৬ একর জমিতে আখের চাষ করা হয়েছে।
- মিলওয়ারী বাণিজ্যিক খামারে আখ চাষের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমির পরিমাণ (একর)	আখ আবাদযোগ্য জমি (একর)	২০১৪-২০১৫ মৌসুমে আখ আবাদ (একর)		
				নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়	লীজে	মোট
১	ঠাকুরগাঁও	২৪৯৭.০০	১৮০২.০০	৫০৫.০০	৫১৩.০০	১০১৮.০০
২	সেতাবগঞ্জ	৩৭০৩.০০	২৪৭৩.০০	৬০১.৫০	৮৭৮.৩০	১৪৭৯.৮০
৩	রংপুর	১৮৩২.০০	১৪৬০.০০	০.০০	২০৫.০০	২০৫.০০
৪	নর্থবেঙ্গল	৪৭০৫.০০	৩৯৩৮.০০	২১৯৭.০০	০.০০	২১৯৭.০০
৫	কেরু	৩০৫৫.০০	২৩৪০.০০	১২৬৩.০০	০.০০	১২৬৩.০০
	মোট	**১৫,৭৯২.০০**	**১২০১৩.০০**	**৪৫৬৬.৫০**	**১৫৯৬.৩০**	**৬১৩২.৮০**

দেশে চিনির চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা:

(ক) চিনির বাৎসরিক চাহিদা (আনুমানিক) : ১৪.০০ লক্ষ মে.টন
(খ) চিনিকলসমূহের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা : ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪০ মে.টন

২০১৪-১৫ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু চাষ, আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন পরিস্থিতি এবং ২০১৫-১৬ মৌসুমের কর্মসূচি:

বিবরণ	২০১৪-২০১৫ মৌসুম		২০১৫-২০১৬ মৌসুম	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ইক্ষু আবাদ (একর)	২০০০০০	১২৯৪৭৩	২০০০০০	
আখ মাড়াই (মে.টন)	১৬৯০০০০	১২১৪৭৮৮	১৬০০০০০	
চিনি উৎপাদন (মে.টন)	১২৭০৫৫	৭৭৪৫০.০৫	১২১২৬০	
রিকভারী%	৭.৫২	৬.৩৭	৭.৫৮	
মোলাসেস (মে.টন)	৬৩৯৮৪	৪৫৭৪১	৬০৬৪৮	
স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন (প্রুফ লিটার)	৫০.০০	৪৭.১৮	৫৬.০০	
ফরেন লিকার উৎপাদন (প্রুফ লিটার)	৯.৪৫	৮.৯৭	১০.১৩	

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর উৎপাদিত ডিস্টিলারী পণ্য

উৎপাদিত পণ্য		২০১৪-২০১৫ মৌসুমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ প্রুফ লিটার)	২০১৪-২০১৫ মৌসুমের উৎপাদন (লক্ষ প্রুফ লিটার)
ক)	১। দেশী মদ	৩৬.৫০	৩৩.১৮
	২। রেকটিফাইড স্পিরিট	৯.০০	৯.০৯
	৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩.৭৫	৪.৩৫
	৪। ই.এন.এ	০.৭৫	০.৫৬
	মোট=	৫০.০০	৪৭.১৮

উৎপাদিত ফরেন লিকার

প্রধান কাঁচামাল : ডিস্টিলারীতে উৎপাদিত রেকটিফাইড স্পিরিট ও ই.এন.এ

উৎপাদন ক্ষমতা : ১০.১৩ লক্ষ প্রুফ লিটার

ব্রান্ড এর নাম :

১। জিআরজিন ২। মলটেড হুইস্কি ৩। ফাইন ব্রান্ডি ৪। ইমপেরিয়াল হুইস্কি	৫। জরিনা ভদকা ৬। রোজা রাম ৭। ওল্ড রাম ৮। চেরী ব্রান্ডি ৯। অরেঞ্জ ক্রাকাও

জনবল

বিএসএফআইসি সদর দপ্তর ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবলের বিবরণ:

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূণ্যপদ
প্রথম	৮২৬	৬০৯	২১৭
দ্বিতীয়	২১০	১৮২	২৮
তৃতীয়	৫৯৭৬	৫৪০২	৫৭৪
চতুর্থ (শ্রমিকসহ)	১০২৫১	৯৫২২	৭২৯
মোট	১৭,২৬৩	১৫৭১৫	১,৫৪৮

আর্থিক ব্যবস্থাপনা (লাভ ও লোকসান -প্রভিশনাল)

- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে করপোরেশনের আওতাধীন কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড এবং রেনউইক,যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং(বিডি) লিঃ যথাক্রমে ৪ কোটি ৯৩ লক্ষ ও ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা (প্রভিশনাল) মুনাফা অর্জন করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি ঐ সময়ে যথাক্রমে ৫৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ও ৩১ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করেছে। বিএসএফআইসি'র ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা চিনির বিক্রয় মূল্য কম থাকায় ২০১৪-২০১৫ মাড়াই মৌসুমে লাভ করা সম্ভব হয়নি। বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ৬৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা শুল্ক ও কর বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

আখচাষ, মিলে আখ সরবরাহ ও চিনি উৎপাদনের বর্তমান পরিস্থিতি

দেশে সরকারি খাতে ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২.১০ লক্ষ মে.টন। চিনিকলগুলোর পূর্ণ ক্ষমতায় মাড়াই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি মৌসুমে প্রায় ২৬.০০ লক্ষ মে.টন আখের প্রয়োজন। এ পরিমাণ আখ প্রাপ্তির জন্য প্রতি বছর নূন্যতম ২.২০ লক্ষ একর জমিতে আখচাষ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে চাষ হয় গড়ে ১.৫০-১.৭০ লক্ষ একর জমিতে। আখচাষীদের অসহযোগিতার কারনে উৎপাদিত আখের ৪০% এর অধিক আখ মিলে সরবরাহ না করায় গুড় তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চিনিশিল্পের গুরুত্ব ও অবদান

- চিনিশিল্প দেশের চিনির চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- গ্রামীন অর্থনীতিতে অর্থের যোগানসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে (মে,২০১৫ পর্যন্ত) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক, লভ্যাংশ, আয়কর ইত্যাদি বাবদ ৬৩.৫৬ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।
- ৫ লাখ ইক্ষুচাষী ও ১৫ হাজারের উপর কর্মরত জনবল এবং তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ এবং চিনিশিল্পের সাথে জড়িত ডিষ্টিলারি ইউনিট, পরিবহন ব্যবসা, ইক্ষু রোপণ ও কর্তন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকসহ আরো ২০ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মোট ৫০ লক্ষ লোক চিনিশিল্পের উপর নির্ভরশীল।
- চিনিকলসমূহে ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইক্ষুচাষীগণকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানসহ তাদেরকে তদারকি ঋণের আওতায় সার, উন্নত জাতের ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষিঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়।
- দেশের উত্তর ও দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও যশোর জেলার উঁচু জমিতে ইক্ষুই প্রধান অর্থকরী ও লাভজনক ফসল। এ সব এলাকায় ভারী ও শ্রমঘন কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে চিনিকলগুলো স্থাপিত হয়েছে।
- প্রতি বছর ইক্ষু ক্রয় বাবদ ৪৫০ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ বাবদ প্রায় ১২০-১৫০ কোটি টাকা, অগ্রিম শস্যঋণ বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা ইক্ষুচাষীদের মাঝে বিতরণ করা ছাড়াও সরকারের ভর্তুকি কার্যক্রমের আওতায় আখচাষে খাতে প্রায় ৫-৬ কোটি টাকা চাষীদের ভর্তুকি প্রদান করা হয়।
- এভাবে চিনিকলসমূহ আঞ্চলিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বিএসএফআইসি'র প্যাকেটজাত চিনি বাজারজাতকরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি ও মাননীয় শিল্প সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (জাতীয়করণ দ্বিতীয় সংশোধনী) মোতাবেক ১লা জুলাই ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ স্টীল মিলস করপোরেশন একত্রীভূত করে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বি-রাষ্ট্রীয়করণ, বিলুপ্ত ও অন্যান্য করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরের পর বর্তমানে ৬৬টির পরিবর্তে ১৩টি প্রতিষ্ঠান বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। তন্মধ্যে ৯ (নয়)টি প্রতিষ্ঠান চালু ও ৪টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। নয়টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩ (তিন)টি প্রতিষ্ঠানের ৪৯% শেয়ার জনসাধারণ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিকট ইস্যু করা হয়েছে।

২.০ কার্যবন্টন ঃ

করপোরেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত। চেয়ারম্যান ও চারজন পরিচালক সমন্বয়ে করপোরেশনের পরিচালক পর্ষদ গঠিত। পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান করপোরেশনের মুখ্য নির্বাহী এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কার্য্যকরী পরিচালক হিসেবে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে দক্ষ ও কার্য্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয়তা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা আছে। সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। বিএসইসি এর চেয়ারম্যান অথবা একজন পরিচালক প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৩.০ জনবল

প্রধান কার্যালয়সহ ৯টি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা নিম্নরূপ:

	কর্মকর্তা	কর্মচারী	শ্রমিক	দৈনিক ভিত্তিক	মোট
প্রধান কার্যালয়	৫৮ জন	৯৩ জন	-	২৭ জন	১৭৮ জন
নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৭৬জন	৫৪৮ জন	১১৮১ জন	৬০ জন	২২৭২ জন
মোট	৪৩৪ জন	৬৪১ জন	১১৮১ জন	৮৭ জন	২৪৫০ জন

৪.০ উৎপাদিত পণ্যসমূহঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, কপার ওয়্যার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল, মিশুক(ত্রি-চক্রযান), জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজর ব্লেড ইত্যাদি পন্য উৎপাদিত হচ্ছে।

৫.০ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর্মকান্ড (সাময়িক হিসাব):

উৎপাদন (ক্রমানুসারে):

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার %
১।	**ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ** (ডমেষ্টিক ও পাওয়ার কেবলস)	৩০০০ মেঃ টন	৩০০৫.৭৯ মেঃ টন	১০০%
২।	**ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ** (ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট ও সিএফএল বাল্ব)	৮.৫০ লক্ষ পিস	৩.০৭ লক্ষ পিস	৩৬%
৩।	**এটলাস বাংলাদেশ লিঃ** (মোটরসাইকেল)	১৫০০ টি	১১২৬ টি	৭৫%

৪।	**গাজী ওয়্যারস লিঃ** (এসইসি ওয়্যারস)	৩৯০.০০ মেঃ টন	৫০৩.৭২ মেঃ টন	১২৯%
৫।	**চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ** (জাহাজ মেরামত ও ইস্পাত সেতু নির্মাণ)	৬৮০০.০০ লক্ষ টাকা	৬০৪৭.৩০ লক্ষ টাকা	৮৯%
৬।	**জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ** (ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম)	৬,৮০০.০০ লক্ষ টাকা	৬০৪৭.৩০ লক্ষ টাকা	৮৯%
৭।	**ন্যাশনাল টিউবস লিঃ** (এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ)	৬৫০০ মেঃ টন	৪৮৮৭ মেঃ টন	৭৫%
৮।	**প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ** (জীপ, ট্রাক, বাস, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি)	৯০০ টি	৯২৮ টি	১০৩%
৯।	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ** (সেফটি রেজর ব্লেড)	৫৫০.০০ লক্ষপিস	৩৮৩.২০ লক্ষ পিস	৭০%
	মোট	**৮৪৫৩৩**.৭৬ লক্ষ টাকা	৭৪২২৫.৬৬ লক্ষ টাকা	৯৩%

৬.০ বিক্রয় (ক্রমানুসারে):

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিক্রয় (স্টোরে রক্ষিত উৎপাদিত পণ্যসহ)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার %
১।	**ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ** (ডমেষ্টিক ও পাওয়ার কেবলস)	৩০০০ মেঃ টন	৩১৭২.৬৩ মেঃ টন	১০৬%
২।	**ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ** (ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট ও সিএফএল বাল্ব)	৮.৫০ লক্ষ পিস	৩.৯১ লক্ষ পিস	৪৬%
৩।	**এটলাস বাংলাদেশ লিঃ** (মোটরসাইকেল)	১৫০০ টি	১২৪৮.০০ টি	৮৩%
৪।	**গাজী ওয়্যারস লিঃ** (এসইসি ওয়্যারস)	৪০০.০০ মেঃ টন	৪২৭.৭৫ মেঃ টন	১২২%
৫।	**চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ** (জাহাজ মেরামত ও ইস্পাত সেতু নির্মাণ)	৩,৫০০.০০ লক্ষ টাকা	৩৪৪৮.৬০ লক্ষ টাকা	৯৯%
৬।	**জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ** (ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম)	৭,৫৫০.০০ লক্ষ টাকা	৫৫৭১.৪৪ লক্ষ টাকা	৭৪%
৭।	**ন্যাশনাল টিউবস লিঃ** (এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ)	৬৫০০ মেঃ টন	৫১৫৬ মেঃ টন	৭৯%
৮।	**প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ** (জীপ, ট্রাক, বাস, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি)	৯০০ টি	৮৬৩ টি	৯৬%
৯।	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ** (সেফটি রেজর ব্লেড)	৬০০.০০ লক্ষ পিস	৩৮৬.৩০ লক্ষ পিস	৬৪%

৭.০ লাভ/(লোকসান) (বর্ণক্রমানুসারে):

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত লাভ/(লোকসান) (সাময়িক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)
১।	ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ	১০১৮.৭৬	৪৫১.৩৫	৪৪%
২।	ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ	(৮৪.৯৬)	(২৩৭.০৭)	-
৩।	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	২২৩.৯৭	১২৬.৯৩	৫৭%
৪।	গাজী ওয়্যারস লিঃ	৭৯১.৯৯	১০৫৯.০২	১৩৪%
৫।	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ	২৬০.৯৬	৬০.১৫	২৩%
৬।	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	(১৭৯.৫২)	(৯৭১.৭৮)	-
৭।	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	৮৯১.৪২	৪১৯.৪৩	৪৭%
৮।	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৬০০৬.১৩	৬৩৯১.০০	১০৬%
৯।	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ	(২৬.৮০)	(৬৬.৫০)	-
	মোট	**৮৯০১.৯৫**	**৭২৩২.৫৩**	**৮১%**

৮.০ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা (বর্ণক্রমানুসারে):

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত (সাময়িক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার %
১।	ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ	২১৮২.৮০	৩০৩১.৫৩	১৩৯%
২।	ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ	১০০.৩৬	৭৯.২১	৭৯%
৩।	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	১১৭০২.৫৯	৭৬৪.৬৪	৭%
৪।	গাজী ওয়্যারস লিঃ	১৬১৫.৪৯	১৭৪৭.৭৪	১০৮%
৫।	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ	৪৪৪.৬৮	৫১৮.৬৩	১১৭%
৬।	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	৩২০.০০	৮০৬. ০২	২৫২%
৭।	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	১৫৫৭.৩৬	১০৩৮.৮৩	৬৭%
৮।	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	২২৬০৪.৮৭	১৬৫১৫.৩০	৭৩%
৯।	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ	১০৫.৮০	৬৩.৮৪	৬০%
	মোট	**৪০৬৩৩.৯৫**	**২৪৫৬৫.৭৪**	৬০%

৯.০ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

০১। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এ পণ্য বহুমূখীকরণের আওতায় জাপানী মিৎসুবিশি, চায়না ফোডে ও ভারতের মাহিন্দ্রের জীপ ও পিকআপ এবং ভারতের টাটা মোটরস-এর বাস, ট্রাক, এ্যাম্বুলেন্স, ইত্যাদি সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

০২। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জন্য তেজগাঁও-এ সার্ভিস সেন্টার ও শোরুমসহ চৌদ্দতলাবিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে বহুতলবিশিষ্ট কোম্পানী হেডকোয়ার্টার এবং ষোলশহরে ক্যান ফ্যাক্টরীর জমিতে সার্ভিস সেন্টার ও শোরুমসহ বহুতলাবিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে ।

০৩। ইস্টান টিউবস্ লিঃ(ইটিএল) এ ফ্লোরেস্টে টিউব লাইট উৎপাদনের পাশাপাশি এলইডি বাল্ব উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একনেকে উপস্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

০৪। ন্যাশনাল টিউবস লিঃ- এ জাপানের Kunimoto Industry Co. Ltd.-এর সাথে পাইপ কাস্টিং, ডায়িং, ষ্ট্যাম্পিং, ইত্যাদি প্রস্তুত তথা আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

০৫। বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য ব্লেডের পাশাপাশি পণ্য বহুমূখীকরণের আওতায় এক/দুই/তিন ব্লেডের রেজার, সেভিং ক্রীম, জেল ও লোশন, ইত্যাদি উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ।

১০। **প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম (লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন):** বিএসইসি ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণকে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষত করা হচ্ছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ২২৮ জন ও ০৬ জন।

এছাড়াও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট/বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১। আর্থিক ব্যবস্থাপনা (লাভ/লোকসান) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী :

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চালু নয়টির মধ্যে ৬(ছয়)টি লাভজনক ও ৩(তিন)টি লোকসানী প্রতিষ্ঠান। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে লাভজনক ৬(ছয়)টি প্রতিষ্ঠানের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মোট মুনাফার পরিমাণ ৮৫.০৭ কোটি টাকা এবং ৩(তিন)টি লোকসানী প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ ১২.৭৫ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে নীট মুনাফার পরিমাণ ৭২.৩২ কোটি টাকা।

১২। ইস্পাত ও প্রকৌশল পণ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্তসারঃ

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	উৎপাদিত পণ্য ও ব্যবস্থাপনা	বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা
১)	ইস্টার্ন কেবলস লিঃ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	(ক) ইলেকট্রিক কেবলস্ All Aluminum conductors All Aluminum conductors (Insulated) All Aluminum conductors Steel Reinforced. (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ ব্রিটিশ ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড, বিএস-৬০০৪, ১৯৭৫ এবং বিডিএস-৯০০:১৯৭৯, বিডিএস-১০৩৬ এবং ১০৩৭:১৯৮৩ এবং এ.এস.টি.এম-বি-২৩২-৭৪ অনুসারে গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বিপণন করা হয়। এছাড়া রপ্তানিও করা হয়।	৩০০০-৩৫০০ মেট্রিক টন
২)	ইস্টার্ন টিউবস লিঃ ৩৭৪, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২১৫।	(ক) ৪'-৪০ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট (খ) ২'-২০ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট (গ) সিএফএল বাল্ব (ঘ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিডিএস-IEC 60,081:2006 স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুত করা হয় এবং ISO 9001:2000 অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে বিপণন করা হয়।	৫০০০০০-৭০০০০০ পিচ
৩)	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ ২৬৫-৬৭, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) বিভিন্নমতা সম্পন্ন হোন্ডা মটর সাইকেল (খ) মিশুক ব্রান্ডের থ্রি হুইলার (গ) হোন্ডা মটর কোম্পানী জাপান এর কারিগরী সহায়তায় আন্তর্জাতিক গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৪০০০০- ৪৫০০০ টি

৪)	গাজী ওয়্যারস লিঃ ২৮, এফআইডিসি রোড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।	(ক) সুপার এনামেল কপার ওয়্যার (SWG-11 থেকে 46 সাইজ)। (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিএসএস-৪৫১৬, স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে বিভিন্ন সাইজের সুপার এনামেল কপার ওয়্যার এবং হার্ড্রন বেয়ার কপার ওয়্যার ও অ্যানিল্ড কপার ওয়্যার সকল পর্যায়ে আইএসও ৯০০১:২০০০ অনুসারে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে বিপণন করা হয়।	৩৫০-৪৫০ মেট্রিক টন
৫)	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ পোস্ট বক্স - বন্দর নং-২০০৭ পূর্ব পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিভিন্ন ধরণের জাহাজ মেরামত। আইএসও- এর গুণগত মানের সেবা প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক জাহাজ মেরামত কাজের লয়েড্স অফ সিপিং এর মান অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়।	২৫০০-৩০০০ লক্ষ টাকা
৬	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানূফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	(ক) ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকরণ। আইএসও ৯০০১:২০০০ অনুসারে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে বাজারে বিপণন করা হয়।	৪০০০.০০-৪৫০০.০০ লক্ষ টাকার ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি।
৭)	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ১৩১-১৪২, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ (খ) উৎপাদিত পণ্য বিএস-১৩৮৭, বিডিএস-১০৩১ ও এপিআই 5L-Grade B, স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পাইপ উৎপাদন করা হয় এবং সকল পর্যায়ে আইএসও ৯০০২:২০০০ অনুসারে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি এবং তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিপণন করা হয়।	১০০০০-১২০০০ মেট্রিক টন
৮)	প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ফিনলে হাউজ (২য় তলা) ১১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	(ক) বিভিন্ন ধরণের মটরযান (ট্রাক, মিনিবাস, কার, জীপ, মিৎসুবিসি পাজেরো ইত্যাদি) (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ জাপানের কারিগরী সহায়তায় এবং আইএসও অনুসারে পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বিপণন করা হয়।	৮০০-১০০০ ইউনিট
৯)	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ ২৬৫, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) স্টেইনলেস স্টীল রেজর ব্লেড (সোর্ড ব্রান্ড) (খ) বৃটিশ কারিগরী সহায়তায় নির্মিত এই কারাখানায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উইলকিন্স সোর্ড ব্লেড এর অনুরূপ মান সম্পন্ন স্টেইনলেস রেজর ব্লেড উৎপাদন করা হয়। বিডিএস-২১৯ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারসহ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিপণন করা হয়।	৫০০ লক্ষ-৬০০ লক্ষ পিচ

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কো: লি: ও ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লি: কর্তৃক লীজ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

ভূমিকা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদানে দীর্ঘদিন যাবৎ দায়িত্ব পালন করে আসছে। স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালায় বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প-কারখানাকে লাভজনকভাবে পরিচালনাকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে অবদানের হার ছিল **১০.৭০** শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ৪.৩৭ শতাংশ বেশি (২০০৫-০৬ কে ভিত্তি বছর ধরে মূল্য সমন্বয়ের পর)। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি সম্ভবনাময় খাত। এ খাত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালনসহ রফতানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। এর প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পটভূমি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বিসিক তৎকালীন ইপসিক এর উত্তরসূরী ; যা ১৯৫৭ সালে এক সংসদীয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিক দেশের বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের সেবা-সহায়তা প্রদান করে থাকে।

মূল উদ্দেশ্য

- শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নের অবদান রাখা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ;
- দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন;
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

কার্যবন্টন

বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সেবা-সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম বিসিকের ১) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ২) প্রকল্প ৩) বিপণন ৪) প্রযুক্তি ৫) অর্থ ৬) পুরকৌশল ৭) প্রশাসন এবং ৮) এমআইএস বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় অবস্থিত ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় স্থাপিত ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিসিকের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিসিক প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত নকশা কেন্দ্র, দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নেও বিসিক কাজ করছে। এর বাইরে দেশব্যাপী বিসিকের বাস্তবায়িত ৭৪টি শিল্প নগরী হয়েছে। বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমানে মূলতঃ দু'ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তা হলো:

ক) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম; এবং
খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
গ) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন ;
- উন্নত রাস্তাঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত শিল্প নগরী স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত প্লট বরাদ্দদান ;
- নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান ;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন ;
- শিল্প ইউনিট স্থাপন, পণ্যের উৎপাদন, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি আহরণ ও স্থানান্তরকরণ ;
- পণ্যের নকশা-নমুনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- শিল্প সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি পরিচালনা ; এবং
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান।

নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ;
- কর , শুল্ক ইত্যাদি সুবিধার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান ;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান ।

সিটিজেন চার্টার

বিসিক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা-সহায়তা, সেবা পাওয়ার সময়সীমা এবং প্রতিকার পদ্ধতি সম্পর্কে সিটিজেন চার্টারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে উদ্যোক্তাগণ বিসিক থেকে আরও দ্রুত সেবা-সহায়তা পাচ্ছেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক নতুন সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের কাজ চলছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ও সাফল্যের বিবরণ

শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ

বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প স্থাপনে আগ্রহী সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা বা উদ্যোক্তা চিহ্নিত করা বিসিকের একটি অন্যতম কাজ। **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্রশিল্পে ৩৮৯০ ও কুটির শিল্প খাতে ৮৯৩৪ জন সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিসিক উক্ত খাতে উদ্যোক্তা চিহ্নিত করে তাদেরকে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ সেবা সহায়তা প্রদান করে আসছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং উদ্যোক্তা ও তাদের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতার মানোন্নয়ন। দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত বিসিকের ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, জেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে ৯৭৮৮ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিসিকের আইসিটি ল্যাবে ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণ দেশের শিল্প খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতা, কারিগরি, আর্থিক ও বিপণন দিক বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় লোকবল এবং মুনাফা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। বিসিক **২০১৪-২০১৫** অর্থ বছরে ৪২২টি প্রোফাইল প্রণয়ন করছে। আগ্রহী উদ্যোক্তগণ বিসিকের বিভাগীয় পর্যায়ের আঞ্চলিক কার্যালয়,

জেলা পর্যায়ের শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহে এবং বিসিক প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগের পরামর্শ কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগ মূলধনের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির নিমিত্তে অথবা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব অর্থায়নে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে বিসিক উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। গত **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পখাতে যথাক্রমে ২০৭৩ ও ৫৫২৬টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

শিল্প ইউনিট/প্রকল্প নিবন্ধিকরণ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে বিসিকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প খাতের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধা/আর্থিক রেয়াত পেতে হলে সংশিস্নষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিসিকের নিকট নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে নিবন্ধিত হতে হয়। বিসিক কর্তৃক **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে ৬০৪টি ক্ষুদ্রএবং ১৩৬৩টি কুটির শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঋণ ব্যবস্থাকরণ

বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গত **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে নতুন ও বিদ্যমান ১৯৮৩টি ক্ষুদ্রশিল্প এবং ৫১৪০টি কুটির শিল্প ইউনিটে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাকরণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে বিসিকের পরামর্শ ও সহায়তায় উদ্যোক্তাগণ ১০৩০টি ক্ষুদ্রএবং ১৭৫৩টি কুটির শিল্পে নিজস্ব তহবিল হতে বিনিয়োগ করেছেন।

কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ

গত **২০১৪-২০১৫** অর্থ বছরে বিসিক ৬০টি কারিগরী তথ্য সংগ্রহ এবং ৯৮৩টি বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ

বিসিক নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উদ্যোক্তাদের চাহিদার আলোকে নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন ও সংগ্রহ করে তা উদ্যোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে ৫০৮টি নকশা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২৪০৯টি নকশা ও নমুনা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন

শিল্পোদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোন পণ্য বা পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বিপণন সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়ে থাকে। বিপণন সমীক্ষার আওতায় পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য, পণ্যের মূল্য, চাহিদা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাসমূহের তথ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমীক্ষার মাধ্যমে পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরুপন করা সম্ভব হয়ে থাকে। **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে বিসিক কর্তৃক ৪১১ টি বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন, মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ

ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প খাতের উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি এবং বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে **২০১৪-২০১৫** অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একই সময়ে বিসিক ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১১টি মেলার আয়োজন ও ০৯টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিসিক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পখাতে প্রায় ৮০৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে এ সময়ে ৪৮২২৩ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

বিসিক শিল্প নগরীসমূহে ৪৩ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক বিগত ষাটের দশক থেকে দেশব্যাপী শিল্প নগরী স্থাপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে শিল্প-কারখানা স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে করে উক্ত খাতের বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। বিসিক দেশব্যাপী এ পর্যন্ত মোট ৭৪ টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১০৩৩৫ টি শিল্প প্লট রয়েছে। তন্মধ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৫৭৬৭ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৯৮৯৭ টি প্লট শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ সব শিল্প প্লটে ইতোমধ্যে ৪২৫৯টি শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে। শিল্পনগরীগুলোতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৫ লক্ষ৪৮ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব শিল্প নগরীর শিল্প-কারখানায় মোট ৪৩ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরণের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। এর মাঝে ২৪ হাজার ৫৯০ কোটি টাকার পণ্য ছিল রফতানিযোগ্য। একই সময়ে শিল্প নগরী শিল্প ইউনিটগুলো হতে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক বাবদ সরকার প্রায় ৩ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনরত ৪২৫৯টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৯৫০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ রফতানিমুখী পণ্য উৎপাদন করছে। বিনিয়োগ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিল্প নগরীসমূহের এই অবদান আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভূত মোট বিনিয়োগ	উৎপাদন মূল্য		সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব	কর্মসংস্থান (লক্ষ জন)
			মোট	রফতানিযেগ্য		
২০১৪-২০১৫	৪২৫৯	১৯৩৮০	৪৩৮৫৮	২৪৫৯১	৩৩০৭	৫.৪৮
২০১৩-২০১৪	৪১০৯	১৭৪১১	৩৬০৯৭	২০৮৯০	২৩২২	৫.০৪
বৃদ্ধি	১৫০	১৯৬৯	৭৭৬১	৩৭০১	৯৮৫	.৪৪

শিল্প নগরীগুলোর মধ্যে বিশেষায়িত শিল্পনগরী যেমন-জামদানি, হোসিয়ারি ও ইলেক্ট্রনিক্স কমপেক্স রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে আরো কয়েকটি শিল্পপার্ক/ শিল্পনগরী বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়ানাধীন এবং বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলো হলো : এপিআই শিল্প পার্ক, গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ, বিসিক শিল্পনগরী, মিরসরাই, বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা শিল্পনগরী-২, বিসিক বিসিক শিল্প নগরী, কুমারখালি, কুষ্টিয়া, বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা, শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী, ভৈরব শিল্পনগরী, বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠিএবং বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা এবং জিডিপিতে অবদান

ক্র: নং	শিল্প খাত ও অবদান	সাফল্য
১.	ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	১ লক্ষ ১৭ হাজার টি
২.	কুটির শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টি
৩.	ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মসংস্থান (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	৩৬ লক্ষ ৬২ হাজার জন
৪.	জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান*	২০.১৭%
৫.	জিডিপিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান*	১০.৭০%
৬.	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার	৬.৫১%

 সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫

জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্প নগরীসমূহের অবদান

ক্র: নং	অবদানের বিষয়	সাফল্য
১.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৪২৫৯টি
২.	রফতানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৯৫০টি
৩.	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	১৯৩৮০.১৫ কোটি টাকা
৪.	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১৪-১৫)	৪৩৮৫৭.৯২ কোটি টাকা
৫.	বার্ষিক রফতানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন (২০১৪-২০১৫)	২৪৫৯০.৮৯ কোটি টাকা
৬.	কর্মসংস্থান (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)	৫.৪৮ লক্ষ
৭.	সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১২-১৩)	৩৩০৭.০৮ কোটি টাকা

১২ লক্ষ ৮২ **হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন**

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর মধ্যে লবণ অন্যতম। লবণের কোন বিকল্প নেই। তাই দেশকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও চাহিদা অনুযায়ী লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লবণ শিল্পের বিকাশ জরুরি। বিসিকের সহায়তায় ১৯৬১ সাল থেকে দেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় এলাকায় সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। অদ্যবধি বিসিক সরকারের একমাত্র মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাঠ পর্যায়ে লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এলকায় ১২টি লবণ কেন্দ্র এবং ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং ও লবণের গুণগতমান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। স্থাপিত ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার লবণ চাষীকে সাদা লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে লবণ উৎপাদন তথা লবণের গুণগতমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর হতে মধ্য মে মাস পর্যন্ত সময়ে সৌর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ লবণ উৎপাদিত হয়ে আসছে। গত **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরে লবণের **চাহিদা ছিল ১৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন,** বিসিক উক্ত উৎপাদন মৌসুমে ১৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর মাঝে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় উক্ত অর্থবছরে ১২ লক্ষ ৮২ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন হয়েছে। পলিথিন প্রযুক্তির মাধ্যমে চাষীদের লবণ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করার ফলে এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের হার ১১০ শতাংশ। বিসিক উদ্ভাবিত পলিথিন প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত লবণের বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় এবং পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে শতকারা ৩০ ভাগ বেশি হওয়ায় প্রতি বছর পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহে অগ্রগতি

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিসিক দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সদ্য সমাপ্ত **২০১৪-২০১৫** অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বিসিকের ১৮ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল **৩৬৪৬২.৫৪** লক্ষটাকা, যার বিপরীতে **৩২৩১৪.২৭** টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৮৯ শতাংশ। উল্লিখিত এডিপি বরাদ্দের মধ্যে সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫.৫৯ কোটি টাকা যার মধ্যে ৫.৫৯ কোটি টাকাই ব্যয় হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রকল্প সাহায্যের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার ১০০%।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(জুন' ২০১৫) **(লক্ষ টাকায়)**

ক্র	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার %
			অর্থসমর্পন পরবর্তী আরএডিপি বরাদ্দ মোট (প্রঃ সাঃ)	অবমুক্ত অর্থ মোট (প্রঃ সাঃ)	মোটব্যয় মোট (প্রঃ সঃ)	অগ্রগতির হার %		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (জানুয়ারি ২০০৩ - জুন ২০১৬)	১০৭৮৭১.০০ -	২১০৮০.০০ -	২১০৮০.০০	১৮২১৩.৭১ -	৮৬%	৩১১০৮.০০ -	২৯%
২	এপিআই শিল্প পার্ক (জানুয়ারি ২০০৮ - ডিসেম্বর ২০১৫	৩৩১৮৫.৭৫ -	৫৭৪৪.০০ -	৫৭৪৩.০০	৫৬৭২.১১ -	৯৯%	১৬৯৮৮.৯২ -	৫১%
৩	বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৭)	২৯২৫.০০ -	২.৫০ -	-	-	-	১৪১৪.১২ -	৫৭%
৪	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৬)	৯৮৮৫.০০ -	*১৫০০.০০*	*১৫০০.০০*	১৪৯৪.৩৭ -	৯৯%	৬৬৯৩.৬৬ -	৬৮%
৫	কুমিল্লা শিল্প নগরী -২ (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৭)	*৪৫৮০.০০* -	*২.০০* -	-	-	-	*১৭.৪২* -	০.৩৮%
৬	বিসিক শিল্প নগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৬)	*১৬১৬.০০* -	*৩০৯.০০* -	৩০৯.০০ -	১২২.৩৯ -	***৪০%***	*১৪২.০৩* -	*৯%*
৭	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৫)	*৪৮৯৯৬.০০* -	*৭২.৫০* -	৭২.৫০ -	৫২.৩২ -	৭২%	১০১৭২.৯১ -	২১%
৮	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (জুলাই ২০১১- জুন ২০১৬)	*৭১০০.০০ (২৪৯২.০০)*	*১০৩০.০০ (৬৬৫.০০)*	৮৬৭.২৭ (৫৫৯.২৭)	৮৬৪.৬৮ ৫৫৯.২৭)	৮৪%	৩৮৪৯.৬৮ *(১৭২১.৪৭)*	৪৯%
৯	বিসিক শিল্প নগরী, *বরগুনা* (জুলাই ২০১১- জুন ২০১৬)	*১১১৬.০০* -	*২৮৪.০০* -	*২৮৪.০০* -	২৬৫.৯০	৯৪%	২৭১.৬০ -	*২৪%*
১০	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭)	*৯৩৬.০০* -	*১৮৬.০০* -	১৮৪.২৫ -	১৮০.২৫ -	৯৭%	৩৭০.৯৪ -	৪০%
১১	শ্রীমঙ্গল শিল্প নগরী (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭)	*৪০১৪.০০* -	*২১০০.০০* -	*২১০০.০*	২০৭৮.০৬ -	৯৯%	২০৯৬.০০ -	৫২%
১২	বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৬)	*৫৮৪১.০০* -	*২৫৯৪.৫৪*	৩৬৬৭.৫০ -	২৫৯৩.৩৮ -	৯৯%	২৬০৭.৩৭ -	৪৫%
১৩	পাবনা বিসিক শিল্পনগরী, সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৬)	*৩৫৯৫.০০* -	*৪২২.০০* -	*৪২২.০০* -	৪১৬.২৯ -	৯৯%	২৭০৫.০১ -	৭১%

১৪	বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৭)	১৫২৫.০০ -	৫২০.০০ -	৩৮৯.৬৪ -	৩৩১.৭৭ -	৬৪%	৩৩১.৭৭ -	২২%
১৫	Poverty Reduction by Integrated & Sustainable Markets (PRISM) (জানু ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২৪)	৩২৪৯০.০০ (৩০০০০.০০)	৫৯৪.০০ (৫৭৪.০০)	২০.০০ (-)	১৫.০২ -	৭৫%	***১৫.০২***	০.০৫%
১৬	বিসিক শিল্পনগরী ধামরাই সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৭)	২৪৪১.০০ (-)	১২.০০ -	১২.০০ -	১০.৬০ -	৮৮%	***১০.৬০***	০.৪৩%
১৭	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৭)	৩২৪৮.০০ (-)	-	-	-	-	-	-
১৮	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী, সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৭)	১৩২০০.০০	১০.০০ -	-	-	-	-	-
	সর্বমোট	২৮৪৫৬৪.৭৫ *(৯৬৩৭১.০০)*	**৩৬৪৬২.৫৪ (১২৩৯.০০)**	**৩৬৬৫১.১৬** (৫৫৯.২৭)	**৩২৩১০.৮৫** (৫৫৯.২৭)	*৮৯%*	*৭৮৭৯৫.৪৫ (১৭২১.৪৭)*	*২৮%*

চামড়া শিল্প নগরী

রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দিবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়নপুর ও চর আলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ১০৭৮৭১.০০ লক্ষটাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে চামড়া শিল্প নগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও বিদ্যুৎ লাইন, পানি সররাহ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস সেড, পাম্প ড্রাইভার কোয়াটার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় পানি শোধনাগার স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। শিল্প নগরীতে ২০৫টি শিল্প প্লট তৈরি করা হয়েছে এবং ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫৩টি ইউনিটকে বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়েছে। ১৫৩টি প্ল্যান অনুমোদন দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে সম্প্রতি মোট ১৫০টি শিল্প ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ সাইটে নির্মাণ সামগ্রী মজুদসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, লেবার শেড নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে ১৪২টি শিল্প ইউনিট পাইলিংসহ কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে যার নির্মাণ কাজ জুন ২০১৬-এর মধ্যে শেষ হবে। চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং হাজারীবাগের ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে তা সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এখানে শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

এপিআই শিল্পপার্ক

ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে আনুসঙ্গিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং আমদানী নির্ভর ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের পাশে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দেশের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্স (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মিত হচ্ছে। এটি দেশে এধরণের প্রথম বিশেষায়িত শিল্প পার্ক। প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণের পর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষটাকা। উক্ত শিল্প পার্কে ৪২টি উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের ৪২ টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই

ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পখাতে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই শীর্ষক প্রকল্পটি ১৫.৩২ একর জমিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯২৫.০০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। উক্ত শিল্প নগরীতে উন্নত ৮৮টি শিল্প প্লটে ৮৮ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ

শিল্পোদ্যোক্তাদের বাড়তি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি মোট ৭৪৩০.০০ লক্ষটাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মোট ৫০ একর জমি জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিল্প নগরীর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত শিল্প নগরীতে উন্নত ৩৭৭টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জনের কর্মসংস্থান হবে।

কুমিল্লা **শিল্প নগরী সম্প্রসারণ-২**

কুমিলম্না জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় কুমিল্লা শিল্প নগরী সম্প্রসারণ-২ প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১৬০.০০ লক্ষটাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০ একর জমিতে শিল্প নগরীটি স্থাপিত হবে। এতে ১৬২টি শিল্প প্লটে ১০০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প স্থান পরিবর্তনসহ ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিসিক শিল্প নগরী **কুমারখালী, কুষ্টিয়া**

বিসিক শিল্প নগরীকুমারখালী, কুষ্টিয়া (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৬) টেক্সটাইল খাতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মোট ১০ একর জমিতে ৮২০.০০ লক্ষটাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উক্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এখানে ৬৮টি শিল্প প্লটে ৩০-৩৫ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত ১০ একর জমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের হওয়ায় প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ

দেশের শিল্পায়নের গতিকে তরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৪০০ একর আয়তন বিশিষ্ট বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মোট ৪৮,৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় বেড়িবাধ নির্মিত না হওয়ায় ভূমি উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এতে ৮০১টি শিল্প প্লট তৈরি হবে। এসব শিল্প প্লটে ৫৭০টি রফতানিমূখী, আমদানি বিকল্প এবং দেশজ

শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যনে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এসব শিল্পকারখানায় প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিসিক ১৯৮৯ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতি জনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মোট ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণপ্রকল্পের (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্লান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়োডিন ঘাটতি জনিত সমস্যার হার ছিল ৬৮.৯৪ শতাংশ, বর্তমানে তা ৩৩.৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে দেশের ৮৪ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণ এবং ১০০ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের ব্যবহারের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা

বরগুনা জেলা সদরে শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জমির মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬ মেয়াদে ১৬-১০-২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে ,বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। গত ২০-০৫-১৫ তারিখে অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবত ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। গত ২৮-০৬-২০১৫ তারিখে জমির পজেশন বুঝে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এতে মোট ১০.২১ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এতে ৬১টি শিল্প প্লটে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে ৯৩৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬ সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত১৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বিগত ডিসেম্বর ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ১৮২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ৯৯.৬ শতাংশ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৬০০০জন মৌচাষীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ১০টি উপকূলীয় জেলায় ৫০০জন নতুন মৌচাষীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশব্যাপী ২৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৩৬০ জন মৌয়ালকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০০ জনকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান, ২টি মধু মেলার আয়োজন, ২টি সেমিনার ও ২০টি মৌখামারকে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। দেশে মধু চাষ বৃদ্ধি ও গুণগত মধু আহরণের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় একটি মৌ-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী

মৌলবীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার উত্তরশুর মৌজার ২০ একর জমিতে ১৯৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আধূনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১৩০টি প্লটে ৯০-১০০টি ক্ষুদ্রও মাঝারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণেরর গত ২০-০৫-১৫ তারিখে অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবত ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ভূমি হুকুম দখলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিষ্ট্রার, জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জমি অধিগ্রহণের সময় ডিপিপিতে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের চেয়ে বর্তমানে ভূমির মূল্য বেশি হওয়ায় প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি গত ০১-০৪-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া আরডিএ বগুড়ার মাধ্যমে গভীর নলকুপ স্থাপনের কাজ চলছে।

ভৈরব, শিল্পনগরী

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ মৌজায় ৪০ একর জমিতে ৫৮৪১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উন্নত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাসহ পরিবেশ বান্ধব স্থানে এ শিল্পনগরী স্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ২৫১টি প্লটে ২৫১টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ৩৮০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

পাবনা বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

পাবনা জেলা সদরে ৩৯৪৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০ একর জমিতে এ শিল্পনগরীর বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত শিল্প নগরীতে ৩৭৭টি প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। যার মাধ্যমে ২৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মোট ৫০ একর জমি জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরডিএ বগুড়ার মাধ্যমে গভীর নলকুপ স্থাপনের কাজ চলছে। এ অর্থবছরে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৪০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। শিল্প নগরীর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে।

বিসিক শিল্প নগরী ঝালকাঠি

ঝালকাঠি জেলার নলসিটি উপজেলার দাপোর মৌজায় ১৫২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১১.২৮ একর জমিতে এ শিল্পনগরীর করা হবে। উক্ত শিল্প নগরীতে ৮৩টি প্লটে ৬১টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ঝালকাঠিকে জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। গত ০৪-০৬-২০১৫ তারিখে জমির পজেশন বুঝে নেওয়া হয়েছে। এ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়নে করা হবে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের যার মাধ্যমে ২৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

Proverty Reduction through inclusive and sustainable market (PRISM),

প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সাহায্যপুষ্ট। এ প্রকল্পের আওতায় বিসিকের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট এপ্রাইজাল এবং এমআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। দেশের বাইরে ৩০০ জন কর্মকর্তাকে প্রোডাকশন, প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল, টেকনোলজি ট্রান্সফার অফ ডিফারেন্টপ্রোডাক্ট এবং অপারেশন এন্ড ইন্স্টাল্লিশমেন্ট অফ ডিফারেন্ট ইটিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট (স্কিটি), ১১টি কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং নকশা কেন্দ্রের আধুনিকায়নকরা হবে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ৩০টি ইনোভেটিভ প্রজেক্টকে অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ, বিপণন এবং প্রোডাকশন সুবিধা প্রদান করা হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য আর এডিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ধামরাই শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার দাউটিয়া মৌজায় সদরে ২৪৪১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২.৫০ একর জমিতে এ শিল্পনগরীর বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত শিল্প নগরীতে ৭২টি প্লটে ৭২টি ক্ষুদ্র , কুটির ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। যার মাধ্যমে ২৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্পনগরী চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার কুলচারাপৌর মৌজায় ৩২৪৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৫ একর জমিতে এ শিল্পনগরীর বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত শিল্প নগরীতে ১৬৯টি প্লটে ১৬০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। যার মাধ্যমে ৮০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

প্রকল্পটি জুন ২০১৪ থেকে জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত ১৩২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৩০ (ত্রিশ) একর জমিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হলে প্রকল্পের জমির পরিমাণ আরও ২০ একর বৃদ্ধি করে মোট ৫০ একর নির্ধারণ করে ডিপিপি পুনর্গঠন করার শর্ত সাপেক্ষে ২৮-১০-২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৫০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে বিসিকের নতুন প্রকল্প

ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পখাতের বিকাশ ও উন্নয়নে বিসিক তার সারাদেশব্যাপী বিস্মৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে চলমান সেবা-সহায়তা কার্যক্রমকে আরও জোরদার ও গতিশীল করার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তদুপরি আগামীতে বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পসমূহ হচ্ছে : ১) তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, ২) টাঙ্গাইল শিল্পপার্ক, ৩) বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট, ৪) বিসিকের নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণা-বেক্ষণ ও আধুনিকায়ন, ৫) বিসিক অটোমোবাই এস্টেট, ৬) কেমিক্যালপল্লী, ৭) বিসিক মুদ্রণ শিল্প এস্টেট, ৮) বিসিক শিল্পনগরী সন্দীপ, ৯) রাউজান শিল্পনগরী, ১০) বিসিক শিল্পনগরী মানিকগঞ্জ, ১১) ফটিকছড়ি শিল্পনগরী, ১২) শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন (২য় পর্যায়) এবং ১৩) বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ।

বিসিক কর্তৃক আয়োজিত জামদানি প্রদর্শনী ২০১৫-এর স্টল পরিদর্শন করছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি, শিল্প সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, বিসিক চেয়ারম্যান আহমদ হোসেন খান

চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি, বিসিক চেয়ারম্যান আহমদ হোসন খান, পরিচালক (প্রযুক্তি) আবু তাহের খান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. আবুল হাসেম, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. লতিফুর রহমান, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান মোঃ সবুর খান উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু *এমপি* ও বিসিক চেয়ারম্যান আহমদ হোসেন খান, চামড়া শিল্পনগরীর প্রকল্প পরিচালক মোঃ সিরাজুল হায়দার, চামড়া শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ, সাভারস্থ বিসিক চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প পরিদর্শন করছেন

বৈশাখি মেলার স্টল পরিদর্শন করছেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, বিসিক চেয়ারম্যান আহমদ হোসেন খান, বিসিকের পরিচালক (নকশা ও বিপণন) এসকে ফিরোজ আহমেদ এবং প্রধান নকশাবিদ, এস এম সামছুদ্দিন।

জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি,আবুল কালাম মোঃ আহসানুল হক চৌধুরী এমপি,রহিম উল্লাহ এমপি সাভারস্থ বিসিক চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প পরিদর্শন করছেন

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

প্রেক্ষাপট:

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের জারিকৃত অধ্যাদেশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 37 of 1985)এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরী (CTL) এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন (BDSI)-কে একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তৎকালীন কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণীবিন্যাস পরিদপ্তরটিও (Department of Agricultural Grading and Marketing) বিএসটিআই'র সঙ্গে একীভূত হয়।

বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব

দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব হচ্ছেঃ

ক) দেশে উৎপাদিত এবং আমদানীকৃত শিল্পপণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন।

খ) প্রণীত মানের ভিত্তিতে পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেশন প্রদান।

গ) ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী তে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরী, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা (Accuracy) নিশ্চিত করণ। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন ও ভেরিফিকেশন কাজ করা।

ঘ) Management System Certification কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

সুষ্ঠুভাবে এ সকল কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে দেশে শিল্পের বিকাশ, মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উপযোগী করে তোলা বিএসটিআই'র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পণ্যের মানকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী করে তুলতে বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে।

বিএসটিআই কাউন্সিল

দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর আওতায় বিএসটিআই কাউন্সিল গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিএসটিআই'র সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডি হচ্ছে বিএসটিআই কাউন্সিল। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে উক্ত অর্ডিন্যান্সের সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমানে কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৩। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উক্ত কাউন্সিল কমিটির সভাপতি ও শিল্প সচিব উক্ত কমিটির সহ-সভাপতি। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক উক্ত কাউন্সিল কমিটির সদস্য-সচিব।

বিএসটিআই যে সকল অধ্যাদেশ , আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় তার তালিকা নিম্নরুপঃ

১। The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985)

২। The Bangladesh Standards and Testing Institution (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No. XI of 1988)

৩। The Bangladesh Standards and Testing Institution (Amendment) Act, 2003

৪। The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982)

৫। The Standards of Weights and Measures (Amendment) Act, 2001

৬। The Bangladesh Standards of Weights and Measures Rules, 1982

৭। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯

৮। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন প্রবিধানমালা, ১৯৮৯

৯। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্মচারী (অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ২০০২

১০। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালার (সংশোধিত) তফসিল, ২০০৫

১১। The Bangladesh Standards of Weights and Measures (Amendment) Rules, 2006

১২। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭।

১৩। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন) প্রবিধানমালা, ২০০৯।

বিএসটিআই'র জনবলঃ

বিএসটিআই'র অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে বর্তমানে মোট জনবল ৬০১। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মোট জনবলের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপঃ

জনবলের শ্রেণী বিন্যাসঃ

অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্য পদ
১ম শ্রেণী - ১৬৬ ২য় শ্রেণী - ২০০ ৩য় শ্রেণী - ১৬০ ৪র্থ শ্রেণী - ৭৫	১ম শ্রেণী - ১৩৭ জন ২য় শ্রেণী - ১১১ জন ৩য় শ্রেণী - ১১৯ জন ৪র্থ শ্রেণী - ৬৪ জন	১ম শ্রেণী- ২৯ ২য় শ্রেণী- ৮৯ ৩য় শ্রেণী- ৪১ ৪র্থ শ্রেণী- ১১
মোট ৬০১	৪৩১ জন	১৭০ জন

বিগত ৬ বছরে বিএসটিআই এর রাজস্ব খাতে মোট ১৯৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে ১০ জন, ২০১০ সালে ৬৭ জন, ২০১১ সালে ১০ জন, ২০১২ সালে ৪৮ জন এবং ২০১৫ সালে ৫৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিএসটিআই এর মোট অনুমোদিত জনবলের মধ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পর বিএসটিআই'র জন্য নতুনভাবে ১১৩টি পদ সৃজন করা হয়। পরবর্তীতে বিএসটিআই এর কাজের পরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৫টি এবং ৩য় পর্যায়ে বিএসটিআই এর Management System Certification Cell কে কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে আরও ০৮টি পদ সৃজন করা হয়। এছাড়াও বিএসটিআই এর সিলেট ও বরিশাল আঞ্চলিক অফিসের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৬ (ছয়) জন জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যে গত ১২-০৩-২০১৪ তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে।

বিএসটিআই'র বাজেটঃ

নিয়মিত সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যয় বিবেচনা করে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে সংস্থার বাজেট প্রণীত হয়। প্রণীত বাজেট অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বিএসটিআই'র

অনুকূলে সরকারি অনুদান দেয়া হতো। বিগত ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর থেকে কোন সরকারি অনুদান দেয়া হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের মাধ্যমেই যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নের ছকে প্রদান করা হলঃ

অর্থ বছর	সরকারি অনুদান	বিবেচ্য অর্থবৎসরে প্রতিষ্ঠানের আয়	ব্যয়
২০১০-২০১১	নাই	৩০,৫৯,১৯,১৭৫.০০	২৩,৪৩,৩৯,৬৯১.০০
২০১১-২০১২	নাই	২৮,৬১,৯৪,৭০৩.০০	৩৫,৩১,৪০,৬৬০.০০
২০১২-২০১৩	নাই	৪৫,৯১,৮৪,১৫৩.০০	২৬,৫১,৫৭,৪৪৩.০০
২০১৩-২০১৪	নাই	৪৭,৬২,৫৮,০৯৮.০০	৩১,৯৩,৩৩,৭০০.০০
২০১৪-২০১৫	নাই	৫৭,৩৮,৩৮,০০০.০০	৪০,৭০,৭২,০০০.০০

উইং ভিত্তিক কার্যক্রমঃ

বিএসটিআই'র কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত ৬টি উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগে অবস্থিত ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিএসটিআই এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক) মান উইং:

মান উইং আন্তর্জাতিক মান সংস্থা সমূহের নির্ধারিত মান সমূহের প্রতি গুরুত্বারোপপূর্বক দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা, প্রযুক্তিগত ও কারিগরী জ্ঞান এবং আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষি ও খাদ্য, পাট ও বস্ত্র, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, রসায়ন ও পুর ও যন্ত্রকৌশল এ পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করে থাকে। বিএসটিআই এ পর্যন্ত৩৬৫৯ টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে তন্মধ্যে ISO, IEC, CODEX ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানও বাংলাদেশ মান হিসেবে এডপ্ট করা রয়েছে। ৬টি বিভাগীয় কমিটি এবং তাদের অধীনে ৭৩ টি শাখা কমিটি/কারিগরী কমিটি জাতীয় মান প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

নিম্নে বিগত ০৪টি অর্থ বছর এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মান উইং কর্তৃক সম্পাদিত মান প্রণয়ন কার্যক্রমের তথ্যঃ

মান প্রণয়ন কার্যক্রমঃ

বিভাগের নাম	প্রণীত মানের সংখ্যা				
	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
কৃষি ও খাদ্য, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স এবং প্রকৌশল	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১৫৯ বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ২০৫	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১৬৭ বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১১৬	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১০১ বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১৫১	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১১১ বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১১৬	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১৬৯ বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত - ১৩৬

বিশ্বের সাথে সংহতি রেখে প্রতি বছরেরর মত বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে গত ১৪ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখ বিশ্ব মান দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিএসটিআই অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি উক্ত সভায় প্রধান অতিথি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় তদকালীন প্রতিমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মান দিবস-২০১৪

খ) পদার্থ পরীক্ষণ উইং:

পদার্থ পরীক্ষণ উইং (১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ (২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং (৩) টেক্সটাইল বিভাগ নিয়ে গঠিত। অত্র উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন) টি পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে।

১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধীনে সিমেন্ট টেষ্টিং ল্যাব, ব্রিক টেষ্টিং ল্যাব, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ও কনডম টেষ্টিং ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে সিমেন্ট, ব্রিক, এম এস রড, এ্যাঙ্গেল, পেন্সট, কাষ্ট আয়রন পাইপ, বাইসাইকেল রিম,কনডম, টাইলস, সেনিটারী ফিটিংস, পিভিসি পাইপ, সেফটি রেজার বেন্সড, বল পয়েন্ট, ষ্টিল ট্র্যাংক, বুট, পেপার, সিজিএস সিট, হেলমেট, কনভেয়র বেল্ট, জিপি সিট, সিরামিক টেবিল ওয়ার ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে ইলেকট্রিক্যাল এবং ক্যাবল টেষ্টিং ল্যাব, ফ্যান টেষ্টিং ল্যাব, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল এনার্জি মিটার টেষ্টিং ল্যাব, লাইটিং Products টেষ্টিং ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে পিভিসি ইন্সুলেটেড ক্যাবল, ফ্লেকি্ রবল র্ক্ডপাওয়ার ক্যাবলস এনামেল রাউন্ড কপার ওয়ার, সুইচ, সকেট,ইউপিএস, আইপিএস, ট্রান্সফরমার, ফ্যান রেগুলেটর, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল মিটার, টিউব লাইট, সিএফএল, ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প, ব্যালাষ্ট, এলএএস ব্যাটারী, ওয়াচ ব্যাটারী, সার্কিট ব্রেকার, মিটার বকা্ র ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩) টেক্সটাইল বিভাগের অধীনে টেকা্ রটাইল মেকানিক্যাল ল্যাব এবং টেকা্ রটাইল কেমিক্যাল ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে কটন সুতা, পলিয়েষ্টার সুতা, পলিয়েষ্টার বেস্ড সাটিং, পলিয়েষ্টার বেন্সড সুটিং, কাপড়ে রং এর স্থায়ীত্ব কটন ক্যানভাস, পপলিন কাপড়, গার্মেন্টস পণ্য, বিভিন্ন প্রকার ফাইবার আমদানীকৃত বস্ত্র ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

বিগত ০৪টি এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্যক্রমের তথ্যঃ

ক্রঃ নং	পরীক্ষিত নমুনার বিবরণ	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
১।	ইলেকট্রিক মিটার পরীক্ষণের সংখ্যা	৬,৩০,৫০০ টি	৯,১৫,৯৫০ টি	১০১৩৭০০ টি	১০৯৫৬০০ টি	১০৮৯৪০০
২।	সিএম এর আওতাভূক্ত বাধ্যতামূলক পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের পণ্য, ইলেকট্রিক্যাল এবং টেক্সটাইল পণ্য	৭৮৩৩ টি	৭১৭৭ টি	৬৭১৯ টি	৪৫৭৬ টি	৭১১০ টি
৩।	রাজস্ব আয় টাকা (লক্ষ টাকায়)	৩১১.৩০	৪০৪.৪০	৪১৭.৭৭	৩৬৮.৪০	৫৬৪.৬৫

গ) রসায়ন পরীক্ষণ উইং :

রসায়ন পরীক্ষণ উইং (১) রসায়ন বিভাগ (২) ফুড ও ব্যাকটেরিওলজী বিভাগ নিয়ে গঠিত। অত্র উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন)টি রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে। উক্ত ল্যাবগুলোতে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও আমদানীকৃত / রপ্তানীযোগ্য পণ্যের (জৈব / অজৈব, খাদ্য/খাদ্যজাত পণ্য) রাসায়নিক পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ কার্য সম্পাদন করা হয়।

রসায়ন বিভাগের অধীনে যে সকল ল্যাব রয়েছে তা হলো - Cement and Building materials Lab, Organic and inorganic materials Lab, Petroleum and Petroleum products Lab, Cosmetics Products Lab, GC-MS Lab, A A S Lab, H P L C Lab ইত্যাদি। এ সকল ল্যাবের মধ্যে GC-MS, A A S, H P L C যন্ত্রের মাধ্যমে Dairy products-এর Melamine ,খাদ্য পণ্যের Trace elements, পানির Trace elements, Vitamins – Minerals এবং খাদ্য পণ্যের Colour ,Preservatives ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করা হয়।

ফুড ও ব্যাকটেরিওলজী বিভাগের অধীনে যে সকল ল্যাব রয়েছে তা হলো - Procssed Fruits Lab, Bakery Lab, Water Lab, Microbiology Lab, Oils & Fat Lab, Dairy Products Lab, Cereal-pulses Lab। এ সকল ল্যাবের মাধ্যমে Cereal and Bakery product, Fruits and Fruit products, Dairy and Dairy products, Drinking Water and Beverages, Edible Oil and Fats products, Spices and Condiments, Sugar and Sugar products ইত্যাদি পণ্যসমূহ পরীক্ষা করা হয়।

বিগত ০৪টি অর্থ বছরে এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	পরীক্ষিত নমুনার বিবরণ	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
১।	খাদ্যপণ্য, জৈব পণ্য ও অজৈব পণ্য	১২৮০৫ টি	১২৭৬০	১৪০৯২	১৪৩১৮	১৪২৪৯
২।	রাজস্ব আয় টাকা (লক্ষ টাকায়)	৩৮৬.৩৫	৩৯০.৪১	৫০৩.৫৭	৬৫৪.৮১৭	৭৯০.৩৭

ঘ) সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) উইং:

সার্টিফিকেশন মার্কস কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মান উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদানও এ উইং এর দায়িত্ব। স্বেচ্ছা ও বাধ্যতামূলক উভয় পদ্ধতিতেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গেজেটের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৫৫টি

পণ্যকে (৫৯টি খাদ্য পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য) বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই থেকে এ সকল পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে গুণগতমান সনদ গ্রহণ ছাড়া বাজারজাত করা আইনতঃ দন্ডনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিগত ৪টি এবং সদ্য সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সিএম উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের পরিসংখ্যানঃ

পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (সিএম) কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
১।	নতুন লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা	১৭২৫	১৬৩৮	১৬২৯	১৭৪২	১৪৭৭
২।	লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা	১৪১৪	১৪০৪	২৫৫৩	২২০২	১৮৪৫
৩।	আবেদন (লাইসেন্সের জন্য) প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা	৫০৫	৭৭৯	৭৮৯	৬০২	৭৬৩
৪।	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	১৯৮৮.৩৫৩২৮	১৬৬৭.৩৯	৩২১৩.০০	৩০১৯.৬৭	৩৭২৩.১৯

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
১।	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা	১২৯১	১৩০৪	১১৭৮	১০৯৬	৮৬৪
২।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৭০২	১৫৫৭	১৪৯৬	১৭৫৮	১২৫৯
৩।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৬৯২	১৫৪২	১৪৯৬	১৭৫৮	১২৫৯
৪।	জরিমানা আদায়ের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	৪৩৮.৭৩৫	৩৫৫.৮৭	৪৭৩.১৩	৪০৩.১০	৩২৬.৮৬
৫।	গত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৯৪ জন এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৫৮ জন, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩০ জন এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ৬২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারান্ড প্রদান করা হয়েছে এং ৮৬ টি প্রতিষ্ঠানকে সীলগালা করা হয়েছে।					

সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
১।	সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার সংখ্যা	৫১৮	৬৬০	৯১৮	৭৪৫	৬৬৮
১১।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টীম)	২৬৪	২০৭	৩৯৬	২৫৯	১৫১
১২।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টীম)	-	-	০৪	১৬	২৪
১৩।	জরিমানা আদায়ের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	-	-	১.৯৮	১.৫২	৩.৯৬

বিএসটিআই এর উদ্যোগে এবং একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতে
২টি আইসক্রীম ফ্যাক্টরীতে জব্দকৃত নিম্নমানের আইসক্রীম ধংস করা হচ্ছে।

ঙ) মেট্রোলজী উইং :

ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী তে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরী, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা (Accuracy) নিশ্চিত করণ এই উইং এর প্রধান কাজ। 'The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982' এবং 'The Standards of Weights and Measures (Amendment)Act 2001 এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ সারাদেশে মিটার, লিটার, প্লাটফরম স্কেল, পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট, ট্যাংক লরী, ষ্টোরেজ ট্যাংক ওয়েব্রীজ, বাটখারা, দাড়িপাল্লা ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ভেরিফিকেশন কাজ মেট্রোলজী উইং কর্তৃক সম্পাদন করা হয়।

বিগত ০৪টি এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মেট্রোলজী উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
১।	পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট ভেরিফিকেশন	৪৬১১	৫৫২৮	৬০৪৪	৬৪৬১	৬৮৪২
২।	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সংখ্যা	১২৫১	১৩০৪	১১৭৮	১০৯৬	৪৭৪
৩।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)	২২৪৭	১৭০৬	১৪৯৮	১১৩৮	৯০৪
৪।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)	২২৪৭	১৭০৬	১৪৯৮	১১৩৮	৯০৪
৫।	জরিমানা আদায় (লক্ষ টাকায়)(ভ্রাম্যমান আদালত)	৫৩.৮২	৪.৬৫	৩৮.৪১	**২৯.৭১**	২৮.৫০
৬।	জরিমানা কৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২২৪৭	১৭০৬	১৪৯৮	১১৩৮	৯০৪
৭।	পরিচালিত স্কোয়াড/বিশেষ অভিযানের সংখ্যা	৫১৮	৬৬০	৯১৭	৭৩৩	২২৩
৮।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)	৩১২	২৮৯	২৫২	১৭১	১৪৪
৯।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)	০২	০৭	২৯	০২	০৬

ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠাঃ

EU, NORAD এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরী সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। গত ০৬-০৬-২০১০ তারিখে উক্ত ল্যাবরেটরীটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া এবং UNIDO এর মহা-পরিচালক Dr. Kandeh K. Yumkella। ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী তে - (i) Mass (ii) Length & Dimension, (iii) Temperature , (iv) Volume, density & Viscosity, (v) Time, Frequency & Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory নামে ৬টি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষনা প্রতিষ্ঠান **এবং** ল্যাবরেটরী সমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে ।

ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী (NML) কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতি Calibration এর বিবরণঃ

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতির বিবরণ	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪০২০১৫
১.	মেট্রিক বাটখারা (ওয়েটস)	৫৪৭	৬৩৮	৯১৫	১১৫৫
২.	ওজন যন্ত্র	৩০৩	৩১৮	৩৪৫	২৪৯
৩.	লেংথ মেজার ক) টেপ খ) স্টীল স্কেল	 ৫১ ৭৮	 ৭০ ১০১	 ৫৪ ৭৭	 ৩১ ৮৪
৪.	ভলিউম মেজার	২৪৪	২৭২	৩১৫	৪৮৯
৫.	স্লাইড ক্যালিপার্স	৪৯	৪২	৬১	৫৫
৬.	থার্মোমিটার	১৯	১১৪	১২৮	১৪২
৭.	মাইক্রোমিটার	৩৬	৩৩	১৮	২৩
৮.	প্রেসার গেজ	২৮	৩২	৩৫	৫৩
৯.	টেম্পারেচার গেজ	-	০৪	১৮	০৬
১০.	থিকনেস গেজ	৩২	১৪	৩৭	০৬
১১.	টেম্পারেচার ইন্ডিকেটর	১৯	-	০৭	৬০
১২.	হাইগ্রোমিটার	১২	১৫	১৮	২১
১৩.	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	১৪২.৭২	১৪৮.১৫	১৫৩.৬১	১৭৩.৯৪
১৪.	স্টপ ওয়াচ	০৮	১০	১১	০৭

সারা বিশ্বের সাথে সংহতি রেখে প্রতি বছরেরর মত বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে গত ২০ মে, ২০১৫ তারিখ বিশ্ব মেট্রোলজী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিএসটিআই অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মেট্রোলজী দিবস ২০১৫ উদযাপন

বিএসটিআই ওয়েবসাইটঃ

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য সংস্থার ন্যায় বিএসটিআই সম্পর্কেও দেশে এবং বর্হিবিশ্বে মানুষকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইতে ওয়েবসাইটঃ www.bsti.gov.bd চালু করা হয়েছে এবং এর তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ের মান উইং এর ৫(পাঁচ)টি বিভাগের মধ্যে, মেট্রোলজী উইং ও ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীতে এবং সি এম উইং এ LAN (local area network) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের দপ্তরসহ বিভিন্ন উইংয়ে ৫২টি এবং প্রত্যেকটি আঞ্চলিক অফিসে Internet সংযোগ দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বিএসটিআই'র ওয়েব সাইটটির উন্নয়নসহ এটিকে আরও দৃষ্টি নন্দন, তথ্য সমৃদ্ধ ও ডায়নামিক করা হয়েছে। বর্তমান ওয়েবসাইটে বিএসটিআই'র হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশ করাসহ অভিযোগ বাক্স, এ্যাডভারটাইজমেন্ট/ টেন্ডার বক্স, নিউজ, ডাটাবেজ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত Web site এ Online এ বিএসটিআই এর CM Licence Form গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে অবহিত করা হয়েছে।

আঞ্চলিক অফিস থেকে পণ্যের পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ

পণ্যের গুণগত মান স্বল্প সময়ে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যেমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসগুলো (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী) থেকে যে সকল পণ্যের পূর্ণাঙ্গ (রাসায়নিক ও পদার্থিক) পরীক্ষা করা যাচ্ছে ঐ সকল পণ্যের পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করে সেখানেই সার্টিফিকেট প্রদান ও নবায়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক বর্তমানে কার্যক্রম চলছে। ফলে এসব কাজের জন্য উৎপাদনকারী/ব্যবসায়ীদের এখন আর ঢাকায় আসার প্রয়োজন হচ্ছে না। এর ফলে সময় সাশ্রয় হচ্ছে এবং সেবা প্রদান তরান্বিত হচ্ছে।

বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরী সমুহের এক্রিডিটেশন এবং বিএসটিআই প্রদত্ত টেস্ট রিপোর্ট এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশনঃ

বিএসটিআই এর সিমেন্ট ল্যাব (রসায়ন ও পদার্থ), ফুড ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপনসহ সকল ডকুমেন্টেশন তৈরী পূর্বক গত ১৭-০৬-২০১০ তারিখে ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। ভারতের NABL থেকে Lead Assessor টীম দুই দফায় বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরীগুলি Pre-Assesment এবং Final Assesment সম্পন্ন করে NABL আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮-০৩-২০১১ থেকে ১৭-০৩-২০১৩ পর্যন্তদুইবছর সময়ের জন্য ল্যাবসমূহকে এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করে।

বিএসটিআই এর এক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলির কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়ায় NABL থেকে ২য় পর্যায়ে গত ০৯-০৪-২০১৫ পর্যন্ত Accreditation এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং নতুনভাবে Accreditation এর জন্য আবেদিত ৭৫টি প্যারামিটারের জন্য Accreditation প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মোট এ্যাক্রিডিটেড প্যারামিটারের সংখ্যা ১৪৩।

বিএসটিআই'র উল্লেখিত ল্যাবগুলি Accreditation এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই Re-certification এর জন্য গত ০৭-০৮ মার্চ/২০১৫ তারিখে ভারতের NABL থেকে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি Assessment টীম ল্যাবসমূহের কার্যক্রম Assessment সম্পন্ন করেন। প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি বিএসটিআই এর চট্রগাম, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী পর্যায়ক্রমে Accreditation এর আওতায় নিয়ে আসারও পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

Product Certification এক্রিডিটেশনঃ

বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন স্কীম বর্তমানে Accreditation এর আওতায় আনা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ০৯ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮ জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত বিএসটিআই এর Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫টি পণ্য যথাঃ এডিবল জেল, প্রোটিন রিচ বিস্কুট, ওয়েফার বিস্কুট,চাটনী ও ফ্রুট ড্রিংকস এবং ২য় পর্যায়ে আরও ০৬ (ছয়)টি নতুন পণ্য পণ্য যথাঃ সিমেন্ট, পাস্তুরাইজড মিল্ক, ফ্লেভারড মিল্ক, সয়াবিন অয়েল,এডিবল পামঅয়েল, রিফাইনড পাম অলিন পণ্যের এবং সর্বশেষ অক্টোবর/২০১৪ মাসে আরও ০৩টি নতুন পণ্য যথা : ফরটিফাইড সয়াবিন অয়েল, ফরটিফাইড পাম্প অয়েল, ফরটিফাইড পাম্প অলিন পণ্যসহ মোট ১৪টি পণ্যের ভারতের National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে Accreditation প্রদান করা হয়।

এর ফলে বিএসটিআই এর Product Certification Schme এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন স্কীম Re-certification এর জন্য ভারতের NABCB এর ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি এসেসর টীম গত ০৬-১২ ডিসেম্বর/২০১৪ সময়ে বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন কার্যক্রম Assessment সম্পন্ন করে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং ০৯ জানুয়ারি ২০১৫ হতে Re-accreditation প্রদান করা হয়েছে।

Management System Certification বাস্তবায়নঃ

বিএসটিআইতে Management System Certification (MSC) চালু করা হয়েছে এবং উক্ত Management System Certification (MSC) কে নরওয়েজিয়ন এ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক ৫ বছরের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসটিআই তে Management System Certification Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারি সংস্থা/ফার্মগুলোকে বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 বিষয়ে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে।

বিএসটিআই থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ২৬ (ছবিবশ)টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিএসটিআই এর MSC সেলকে নরওয়েজিয়ন এ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক প্রদত্ত Accreditation এর মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হওয়ায় এবারে উক্ত সেলের কার্যক্রম ভারতের National Accreditation Board for certification Body (NABCB) এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকে নেয়ার জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকে Accreditation পাওয়া গেছে। ভারতের NABCB এর Assessment টিম কর্তৃক গত ০৬ ডিসেম্বর/২০১৪ হতে ১২ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিএসটিআইতে Management System Certification (MSC) সেলের কার্যক্রম Assessment করা হয়।

Compact Fluorescent Lamp (CFL) Testing ল্যাব স্থাপনঃ

বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে জার্মানীর giz এর আর্থিক সহায়তায় Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য যেমনঃ Tubular Fluorescent Lamp, CFL, Magnetic Ballast, Electronic ballast নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কঃ

National Standards Body(NSB) হিসেবে বিএসটিআই ১৯৭৪ সালে ISO সদস্যপদ লাভ করে। বিএসটিআই IEC, APMP, OIML, BIPM, এর সক্রিয় সদস্য। **এ ছাড়া বিএসটিআই WTO-TBT, SAARC Standard Coordination Board (at present SARSO), Codex, AFIT এর ফোকাল/ এনকোয়ারী পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।**

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ

ISO, APO, WTO, FAO/WHO, CICC, PTB, APMP, KOIKA, Commonwealth Technical Fund প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে চীন, জাপান, গ্রীস, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, নরওয়ে, ইতালী, তুরষ্ক, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে গত ২০১৪ - ২০১৫ অর্থবছরে বিএসটিআই এর ৯৮(আটানব্বই) জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৩০ জন কর্মকর্তা ISO-9000, ISO-!4000, ISO-22000, HACCP সহ বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ সকল কর্মকর্তা স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখছেন।

বিএসটিআই এর চলমান প্রকল্প সমূহের বিবরণ ও উদ্দেশ্যঃ

১। প্রকল্পের নামঃ Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১,৮৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-১,৪০৮ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে ১,৪০০ লক্ষ ইন কাইন্ড *; প্রঃ সাঃ- ৪৫৫ লক্ষ টাকা)
প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই' ২০১০ হতে জুন ২০১৫

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশে পাওয়ার জেনারেশন হতে উদ্ভুত গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমন কমানো।
- BRESL Products যেমন- এসি, রিফ্রিজারেটর, ফ্যান, বৈদ্যুতিক মটর, বৈদ্যুতিক ব্যালাস্ট, সিএফএল এর এনার্জি ইফিসিয়েন্ট মান ও লেবেলিং প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।
- এনার্জি ইফিসিয়েন্ট পন্য আবাসিক, বানিজ্যিক ও শিল্পে ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- এনার্জি ইফিসিয়েন্ট পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করা।
- এনার্জি ইফিসিয়েন্ট পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২। **প্রকল্পের নামঃ Expansion and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) (At 5 districts).**

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি), **মেয়াদকালঃ** জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৫

প্রকল্প এলাকা : ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর এবং কক্সবাজার ।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- ♦ মানসম্মত পন্য উৎপাদন ও বিপনন নিশ্চিতকরণ এবং ওজন পরিমাপ সংক্রান্ত মেট্রোলজী সেবা প্রদানের মাধ্যমে ৫টি জেলায় বিএসটিআই এর কার্য্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণ।
- ♦ ৫টি জেলায় বিএসটিআই এর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মান।
- ♦ ৫টি জেলায় ল্যাবরেটরীর জন্য রসায়ন ও মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীর আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।

৩। **প্রকল্পের নামঃ Establishment of Calibration and Verification Facilities of CNG Mass Flow Meter for CNG Filling Station in BSTI.**

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৪০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি), **মেয়াদকালঃ** জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৫

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- ▪ CNG Mass Verification Laboratory এর ভৌত অবকাঠামো নির্মান।
- ▪ CNG পরিমাপক আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- ▪ CNG গ্রাহকদের জন্য CNG filling station এ সঠিক পরিমাপের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কভূক্ত দেশগুলোতে বানিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে পন্য ও সেবার অবাধ বানিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি, সার্ক দেশ সমূহের মধ্যে তথ্য ও দক্ষতার আদানপ্রদানসহ বিএসটিআই ঢাকাতে SARSO এর কার্যালয় স্থাপন।

৪। **প্রকল্পের নামঃ Modernization & Strengthening of BSTI (Ist Revised)**

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮১৩.৯৫ (জিওবি ১০০৫.৫৫ + প্রঃ সঃ ১৮০৮.৪০)

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ অক্টোবর ২০১০ হতে জুন ২০১৫ ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ বিএসটিআইকে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য, স্বার্ণ, সিমেন্ট ও ইটের গুণগত মান আন্তর্জাতিক মানে নিশ্চিত করাসহ এর আধুনিকায়ন।

৬। **প্রকল্পের নামঃ** Establishment of Chemical Metrology Laboratory (CML) at NMI in BSTI.

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২২২৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৫;

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(i) To develop, improve and apply of primary methods and reference materials for chemical measurements.

(ii) To provide a pragmatic approach to measurement, traceability and measurement uncertainty and to establish links to SI where appropriate.

(iii) To construct infrastructure of chemical metrology lab building.

(iv) To Develope CRM, RM & SRM.

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

শিল্প ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি/মেরামত, শিল্প কারখানা রক্ষণাবেক্ষণে আধুনিক কারিগরি কৌশল প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার (আই.আর. ডি.সি.) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকটিভিটি সার্ভিসেস (আই.পি.এস) নামের দুটি সংস্থাকে একত্রিত করে ১৯৬২ সালে 'পিটাক' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় বিটাকের ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে।

ষাটের দশকে দেশে শিল্প বিকাশের শুরুতে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য উন্নতমানের যন্ত্রাংশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্স সেন্টার (পিটাক) বর্তমান বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিটাক দেশের বিকাশমান শিল্পের বহুমাত্রিক চাহিদার আলোকে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বিটাক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর করে থাকে। এ ছাড়া শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া এস.এম.ই সেক্টরে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মহিলাদেরকে অগ্রধিকার দিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করছে।

বিটাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের প্রযুক্তিগত এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মান উন্নয়ন করা,
২. শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতর প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরামর্শ প্রদান করা,
৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়নে সহযোগিতা করা ,
৪. দেশের প্লাস্টিক প্রযুক্তি ও টুলস, জিগস, ফিক্সারস্ এবং মেটাল প্রসেসিং ডাই উন্নয়নে সার্বিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা ,
৫. সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মহিলাদেরকে অগ্রধিকার দিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।

পরিচালনা পর্ষদঃ

বিটাকের কার্যক্রম গভর্ণিং বডির তত্ত্বাবধানে নিজস্ব বাইলজ (Bye Laws) দ্বারা পরিচালিত হয়। গভর্ণিং বডি এ প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ।

বিটাক-এর গভর্ণিং বডি গঠনঃ

১.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	মহাপরিচালক, বিটাক	সদস্য
৩.	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	কো-অপট সদস্য
৪.	নির্বাহী পরিষদ সদস্য, বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	উপ-সচিব(বাস্তবায়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য

৮. সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি সদস্য

৯. সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি সদস্য

সচিব, বিটাক গভর্ণিং বডির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করেন।

কার্যবন্টনঃ

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি গভর্ণিং বডির নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। মাননীয় শিল্প সচিব পদাধিকার বলে বিটাক গর্ভণিং বডির চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মহাপরিচালক বিটাকের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী।

মহাপরিচালককে সহায়তা করার জন্য ৩ জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন। পরিচালকগণের নিয়ন্ত্রণে প্রতি কেন্দ্রে একজন করে অতিরিক্ত পরিচালক আছেন, অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ কেন্দ্র সমূহের কারিগরি ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন।

বিটাকের কেন্দ্রসমূহঃ

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর ০৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। যার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদে বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলোঃ

নাম	যোগাযোগ
মহাপরিচালক বিটাক,	তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ,ফোন-৮৮৭০৬৮০,৮৮৭০২৬৬ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৮৮৭০৭২৮,ই-মেইল- bitac@ dhaka.net
পরিচালক বিটাক,ঢাকা	সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২১৯, ফোন-(০৩১)২৭৭৩২১৪, ৭৫০০০৩ ফ্যাক্স-৮৮-০৩১-৭৫১৪৭৭ ই-মেইল- bitac2@bttb.net.bd
বিটাক, খুলনা	শিরোমনি শিল্প এলাকা, খুলনা-৯২০৪,ফোন- ৭৮৫৭৪৬, ৭৮৬০৫০ ফ্যাক্স-৮৮-০৪১-৭৮৫২৫৯, ই-মেইল- bitac@bttb.net.bd.
বিটাক, চাঁদপুর	কুমিলস্না রোড, ষোলঘর, চাঁদপুর -৩৬০০, ফোন- ৬৬৭০৩, ৬৩০৬০, ফ্যাক্স-৮৮-০৮৪১-৬৩৪৪০, ই-মেইল- bitac1@bttb.net.bd.
বিটাক, বগুড়া	নিশিন্দারা, কারবালা, বগুড়া ,ফোন- ০৫১-৫১৯৩১, ৬০৫২৭, ফ্যাক্স-৮৮-০৫১-৫১৯৩২

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

বিটাকের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের কারিগরি জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। দক্ষ কারিগরি জনশক্তি সৃষ্টি ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিটাক বছরে তিনবার ১২টি ট্রাডিশন্যাল ট্রেডে ১৪ সপ্তাহব্যাপী এবং ১৫টি ট্রেডে ৪/৬ সপ্তাহব্যাপী স্বল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য বিটাক, ঢাকায় পুরুষদের জন্য একটি তিন তলা এবং মহিলাদের জন্য একটি পাঁচ তলা বিশিষ্ট ডরমিটরী ভবন, বিটাক চট্টগ্রাম কেন্দ্রে একটি দ্বিতীয় তলা বিশিষ্ট, এবং বিটাক, খুলনা ও বগুড়ায় একতলা বিশিষ্ট একটি করে ডরমিটরী ভবন রয়েছে।

বিটাক কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কারিগরি প্রশিক্ষণ হতে উন্নততর। বিটাকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহারিক কার্যক্রমের আওতায় বিশেষতঃ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ সংক্রান্ত উচ্চ প্রযুক্তিগত আন্তজার্তিক মানের কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়। যার ফলে প্রতিজন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষে স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রক্ষিণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিটাক- এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ বৃহৎ ওয়ার্কসপ রয়েছে। এছাড়া, এখানে বেশ কিছু আধুনিক প্রশিক্ষণ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছেন।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্যবস্তু হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন । সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিটাক তার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দেশের অভ্যন্তরে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে । এছাড়া, এ প্রশিক্ষণের ফলে বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বৈদেশিক নিয়োগের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বিটাক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

দেশীয় শিল্পে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটাক বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

এছাড়া, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটস্, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং টি.টি.সি/ভিটিআইসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রতি বছর বিটাক হতে এাটাচম্যান্ট ট্রেনিং নিয়ে থাকে ।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মেশিন সপ,ওয়েল্ডিং ইলেকট্রিক্যাল মেনটেন্যান্স সহ ১৪ সপ্তাহ ব্যাপী নিয়মিত বিভিন্ন কোর্সে ৩১০ জন,স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী কোর্সে ১৫৪ জন,কে,সিএনসি ও পিএলসির উপর ৫৯ জনকে এবং ১৭৪১ জনকে এাটাচম্যান্ট ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া আত্ম-কর্মসংসহানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের আওতায় অটোক্যাড, ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক্যাল মেন্টেন্যান্স, রেফ্রিজারেশান এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং সহ বিভিন্ন ট্রেডে একেই অর্থ বছরে ৯৩০ জন মহিলা ও ১১৭৪ জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।তাহাদের মধ্য হতে ২৫৯ জন মহিলা ও ৩৩৩ জন পুরুষকে বিভিন্ন শিল্প কারখানা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

<u>আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ঃ</u>

আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি বাবদ দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় বিটাকের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিটাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোন পণ্য উৎপাদন বা বাজারজাত করে না। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে / চাহিদার ভিত্তিতে শুধু কারিগরি সহায়তামুলক সেবা হিসেবে আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে দেশের শিল্প কলকারখানা চালু রাখতে তথা উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়তা প্রদান করে । বিটাক এর গ্রাহক সেবার তালিকায় বাংলাদেশ রেলওয়ে, সারকারখানা, চিনিকল, কাগজকল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, সিরামিক ফ্যাক্টরী, টেক্সটাইল মিলস, জুট মিলস, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রীড কোং, তিতাস গ্যাস কোম্পানী, ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে যাতে দেশের আরো বেশি পরিমাণ বৈদিশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায় এ ব্যাপারে বিটাক সব সময় সচেষ্ট। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশের চাহিদা সম্পর্কে বিটাকের প্রকৌশলীগণ সার্বক্ষনিকভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে সব সময় অবহিত থাকেন এবং দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহকে যন্ত্র/যন্ত্রাংশ আমদানি না করে বিটাক হতে তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ প্রক্রিয়ায় আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরির পরিমাণ প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধারা আগামী বছরগুলোতে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে ।

বিটাক কর্তৃক তৈরিকৃত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে প্রতিবছর দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে থাকে। এ সকল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা বিটাক এর মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাহ হয়ে থাকে।

<u>গবেষনা ও উন্নয়নঃ</u>

উৎপাদন কর্মকান্ডের পাশাপাশি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিটাক গবেষনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বিটাক কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১।	পাওয়ার গ্রীড কোং অব বাংলাদেশ লিঃ।	পাওয়ার গ্রীড কোং অব বাংলাদেশ লিঃ এর ৩৩ কিঃভোল্ড/১১কিঃভোল্ড লাইনের বিভিন্ন ধরনের ফিটিংশ তৈরি করা হয়। যা ইতপূর্বে সহানীয় ভাবেতৈরী/মেরামত করা সম্ভব হয়নি।ইহার আমদানী মূল্য ৫ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে বিটাক মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় বর্নিত কাজটি করে সরবরাহ করেন।	
০২	টিএসপি কমপ্লেক্স,পতেঙ্গা,চট্টগ্রাম।	টিএসপি কমপ্লেক্স,পতেঙ্গা,চট্টগ্রাম এর এসিড ডিষ্টিবিউশন প্লান্ট এর জন্য ট্রাফ তৈরী করা হয়। যা ইতোপূর্বে সহানীয় ভাবে তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বিটাক আলোচ্য কাজটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মিলে সরবরাহ করে এবং যা সালফিউরিক এসিডয় রোধক ম্যাটেরিয়াল দ্বারা তৈরী। ইহার আমদানী মূল্য ৪ কোটি টাকা পক্ষান্তরে বিটাক বর্নিত কাজটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন করে মাত্র ৮৯ লক্ষ টাকায়।	
০৩।	ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র,ঘোড়াশাল,নরসিংদী।	ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নরসিংদী এর ভ্যাকুয়াম পাম্প এর জন্য ইম্পেলার তৈরী করা হয়। ইতোপূর্বে স্থানিয় ভাবে তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বিটাক সফল ভাবে কাজটি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মিলে সরবরাহ করেন এবং যা সঠিক ভাবে চলছে। যার আমদানী মূল্য ১ কোটি টাকা। বিটাক,আলোচ্য কাজটি মাত্র ২০ লক্ষ টাকায় করেছে।	
০৪.	বাংলাদেশ সমরাস্ত্র করখানা,গাজীপর।	বাংলাদেশ সমরাস্ত্র করখানা,গাজীপুর এর গিয়ার বক্স তৈরি করা হয়। ইতি পূবে স্থানিয় ভাবে তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বিটাক সফল ভাবে কাজটি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করেন এবং যা সঠিক ভাবে চলছে। যার আমদানী মূল্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ্য টাকা। বিটাক,আলোচ্য কাজটি মাত্র ২৯ লক্ষ টাকায় করেছে।	
০৫.	ঝিল বাংলা সুগার মিলস্ লিঃ,জামালপুর।	ঝিল বাংলা সুগার মিলস্ লিঃ,জামালপুর এর বিভিন্ন ধরনের ফিড পাম্প,ওয়েল পাম্প এবং পাম্পের যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয়। ইতি পূবে স্থানিয় ভাবে তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বিটাক সফল ভাবে কাজটি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করেন এবং যা সঠিক ভাবে চলছে। যার আমদানী মূল্য ৫০ লক্ষ্য টাকা। বিটাক,আলোচ্য কাজটি মাত্র ১০ লক্ষ টাকায় করেছে।	
০৬.	আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশান কোং লিঃ, বি-বাড়িয়া।	আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশান কোং লিঃ এর ইঞ্জিনের কন্ট্রোল বাল্ব এবং বুস্টার পাম্পের যন্ত্রাংশ তৈরী করা হয়। ইতি পূবে স্থানিয় ভাবে তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বিটাক সফল ভাবে কাজটি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করেন এবং যা সঠিক ভাবে চলছে। যার আমদানী মূল্য ১ কোটি টাকা। বিটাক,আলোচ্য কাজটি মাত্র ২০ লক্ষ টাকায় করেছে।	

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে বিটাকের ভূমিকা:

ধোলাইখাল ভিত্তিক লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কর্মরত জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিটাক কর্তৃক হাতে-কলমে / ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের টুল ড্রেসিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বিটাকের সেবার ক্ষেত্রসমূহঃ

বিটাকে উন্নত যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ এবং সুসজ্জিত ওয়ার্কশপ এবং পর্যাপ্ত দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগর রয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগর দ্বারা গুণগতমান বজায় রেখে সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে থাকে। বিটাক কারিগরি ক্ষেত্রে যে সকল সেবা প্রদান করতে পারে সেগুলো হলোঃ

- কনভেনশনাল মেশিনিং এর যাবতীয় সুবিধা
- কপি মিলিং
- প্রোফাইল গ্রাইন্ডিং
- মেটাল (ফেরাস ও নন-ফেরাস) এ্যানালাইসিস
- সি এন সি লেদ
- সি এন সি মিলিং
- সি এন সি মেশিনিং সেন্টার
- ই ডি এম ও ওয়্যারকাট ই ডি এম
- ষ্টীল কাষ্টিং
- পেন্টোগ্রাফ মিলিং
- সারফেস, সিলিন্ড্রিক্যাল ও বোর গ্রাইন্ডিং
- জিগ, ফিক্সার, প্রেস টুলস এন্ড প্লাস্টিক টুলস মেকিং
- টুলস এন্ড কার্টার গ্রাইন্ডিং
- ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন
- লাইট ফোর্জিং
- ফাউন্ড্রি (ফেরাস এন্ড নন ফেরাস কাষ্টিং)
- হিট-ট্রিটমেন্ট
- ইলেকট্রোপ্লেটিং
- ডিজাইন এন্ড ড্রাফটিং
- ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল মেন্টেন্যান্স্

বিটাক উল্লেখিত কারিগরি সেবার সমন্বয়ে বিভিন্ন আমদানি বিকল্প যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে আসছে।বিশেষ করে হিট-ট্রিটমেন্ট ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল প্রয়োগ এবং প্লাস্টিক টেকনোলজিতেও বিটাকের বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে ।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মকান্ডঃ

বিটাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়ণে সহযোগিতা করে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিটাকের ওয়ার্কসপগুলোতে নতুন সিএনসি মেশিনারীজ সংযোজন করে সেবা গ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নততর কারিগরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বিটাক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম তৈরি/মেরামত করে ২০১০.৬৪ লক্ষ টাকা আয় করে। এ সকল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা বিটাক এর মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাহ হয়ে থাকে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বিটাকের কেন্দ্রওয়ারী জবের বিপরীতে অর্থ প্রাপ্তির পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কেন্দ্রের নাম	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর আয়ের		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত আয়	শতকরা হার(%)
১.	বিটাক, ঢাকা	১৩৫০.০০	৯৫৯.২৩	৭১.০৫%
২.	বিটাক, চট্টগ্রাম	৬৭৫.০০	৪৭৭.৯২	৭০.৮০%
৩.	বিটাক, চাঁদপুর	২০০.০০	১৭৩.২৮	৮৬.৬৪%
৪.	বিটাক, খুলনা	২৫০.০০	২৩৭.৭৮	৯৫.১১%
৫.	বিটাক, বগুড়া	১৮০.০০	১৬২.৪৩	৯০.২৩%
	সর্বমোটঃ	২৬৫৫.০০	২০১০.৬৪	৭৫.৭৩%

অর্থ ও হিসাবঃ

বিটাক-এর সকল হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি হিসাব বিভাগ রয়েছে । সংস্থার প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এ বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। বাজেট ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট এন্ড অডিট কর্মকর্তা এবং সচিব, বিটাক ঢাকা কেন্দ্রের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন ।

৩. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি দাখিলকৃত বিলের বিপরীতে রেখাঙ্কিত চেকের মাধ্যমে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি সমন্বিত বিল আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে ব্যাংক হতে নগদ উত্তোলন পূর্বক পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

৪. বাই-লজ অনুসারে বিটাক নিম্নলিখিত উৎস হতে তহবিল প্রাপ্ত হয়ঃ

(ক) সরকারি অনুদান

(খ) সেবা প্রদানের ফিস

(গ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশী সাহায্যএবং ঋণ

(ঘ) চাঁদা এবং চিরকালের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি বা অর্থ (Endowments)

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	খাত	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর		
		বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার(%)
১.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন	৮১৬.২৬	৭৩১.৭০	৮৯.৬৫ %
২.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাতাদি	১০৫১.৫৬	৯৭৩.৬৩	৯২.৫৯%
৩.	সরবরাহ ও সেবা	১১৬৩.৫৫	৮৫১.০০	৭৩.১৩%
৪.	মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৩২.৪৮	৩১৯.০৭	৯৫.৯৭%
৫.	কন্ট্রিবিউটরি ভবিষ্য তহবিল	২৭৫.০০	২৭৫.০০	১০০%
৬.	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৩২৭.২২	৩১৬.০০	৯৬.৫৭%
	সাহায্য মঞ্জুরী	২.৫০	--	০০
৭.	মোট রাজস্ব ব্যয়	৩৯৬৮.৫৭	৩৪৬৬.৪০	৮৭.৩৪%
৮.	সম্পদ সংগ্রহ /ক্রয় (মূলধন ব্যয়)	১২৩.০০	১২৩.০০	১০০%
৯.	সর্বমোট (রাজস্ব ও মুলধন) ব্যয়	৪০৯১.৫৭	৩৫৮৯.৪০	৮৭.৭২%
১০.	আয়			
১১.	সরকারি অনুদান	১৫৭৮.৫২	১৫৭৮.৫২	১০০.০০%
১২.	নিজস্ব আয়	২৬৫৫.০০	২০১৬.৮৩	৭৫.৯৬%
১৩.	সর্বমোট আয়	৪২৩৩.৫২	৩৫৯৫.৩৫	৮৪.৯২%
১৪.	সর্বমোট ব্যয়	৪২৩৩.৫২	৩৫৮৯.৪০	৮৪.৭৮%

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

১.ক. বিআইএম-এর বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিভুক্ত প্রশিক্ষণঃ

বিআইএম-এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিভুক্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের ধরণ	২০১৪-২০১৫				২০১৩-২০১৪ অর্জন	
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন			
		কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	নিয়মিত দিবা কোর্স	২৭	৩২৪	১১	১৮০	২৪	২৮৮
২	নিয়মিত সান্ধ্যকালীন কোর্স	৫৯	৭০৮	৪৭	৭৩৩	৫০	৬০০
	মোট	**৮৬**	**১০৩২**	**৫৮**	**৯১৩**	**৭৪**	**৮৮৮**
৩	**অনুরোধকৃত কোর্স**	**-**	**-**	**৬৩**	**১৮৯৭**	**৫৮**	**১৫৭৪**
	সর্বমোট	**৮৬**	**১০৩২**	**১২১**	**২৮১০**	**১৩২**	**২,৪৬২**

এ বছরে প্রশিক্ষণপঞ্জিভূক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তবে অনুরোধকৃত ও বিশেষ প্রশিক্ষণসহ সার্বিকভাবে বিগত বছরের তুলনায় কোর্সের সংখ্যা এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে বিআইএম প্রথমবারের মত এক অর্থ বছরে দুই সহস্রাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে সেবা প্রদান করেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮৮% বেশী ।

১.খ. অনুরোধকৃত এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

বিগত বছরের মত বিআইএম এ বছরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে (Tailor Made) প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকরি খাতের ব্যবস্থাপকীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের 'উপজেলা পরিষদ গর্ভন্যান্স প্রজেক্টের আওতায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউএনওসহ উপজেলা পর্যায়ের আরো ৫/৬জন কর্মকর্তাকে 'ল এ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন অফ উপজেলা পরিষদ' এবং ''ফাইনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট, পিপিআর এ্যান্ড- অডিট'' এবং উপজেলা পরিষদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের 'অফিস ম্যানেজমেন্ট,ফাইলিং এ্যান্ড- ডকুমেন্টশন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । এম.জি.ডি. গোল অর্জনে সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে একইভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের 'ইউনিয়ন পরিষদ গর্ভন্যান্স প্রজেক্টের' আওতায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টশন অফিসার এবং উপজেলা এডুকেশন অফিসারকে কোচিং এ্যান্ড- মেনটরিং সাপোর্ট টু ইউনিয়ন পরিষদ ফর এম.জি.ডি. ব্যাইজড প্লানিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর অধীনে যাতায়াত ও যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন এ্যান্ড- প্রকিউরমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট এ্যা- ফাইনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কোম্পানী'স এ্যাক্ট ১৯৯৪, সি.ডি, ভ্যাট, অডিট এ্যান্ড-এ্যাকাউন্টস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের ট্রেনিং অফ ট্রেইনার্স এবং ইন্ট্রিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্টের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারি খাতে ক্রয়ের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেন্ট্রাল প্রকিউরম্যান্ট টেকনিক্যাল ইউনিট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ট্রেনিং'-এর জন্য জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রশিক্ষণ আয়োজক হিসাবে বিআইএম অবদান রেখে চলেছে। নিয়মিত ও অনুরোধকৃত কোর্সের পাশাপাশি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে সর্বমোট ১৩ টি বিশেষ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, সরকারি চাকরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলীন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট,ক্রিয়েটিভ লিডারশীপ, টোলাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ইন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ট্রেনিং,স্মল ফার্মারস এ্যাসোসিয়েশন এর কর্মকর্তাদের অফিস ম্যানেজমেন্ট উইথ আইসিটি, পিকেএসএফ এর কর্মকর্তাদের এ্যান্টারপ্রাইজ ম্যানেজমেন্ট এ-প্রোমোশন অফ প্রাইভেট বিজনেস্স অন্যতম।

২.ক. এক (১) বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহঃ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বিআইএম মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার সায়েন্স এই ৫টি বিষয়ের উপর দিবা সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজন করছে। এক বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের ২০১৫ সেশনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাসে সর্বমোট ৮৫১ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে । ২০১৫ সেশনে এক বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাস ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

	ডিপ্লোমা কোর্সের সংখ্যা	**ব্যাচ সংখ্যা**	**প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা**
ঢাকা ক্যাম্পাস	৫	১১	৬৫১
চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস	১	৩	১৬১
খুলনা ক্যাম্পাস	১	১	৩৯
সর্বমোট	৫	১৫	৮৬৭

২.খ. ছয় (৬) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরী পোশাক খাতের গুরুত্বকে বিবেচনা করে ২০০৮ সালে সোস্যাল কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ছয় (৬) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের পরিচালনা শুরু হয়। এ পর্যন্ত এ কোর্সে সর্বমোট ৩৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৪-১৫ সালে ৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৩ সালে জার্মান সাহায্য সংস্থা জিআইজেড-এর সহায়তায় 'প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট মেজর ইন লীন ম্যনুফেকচারিং' শীর্ষক একটি নতুন ছয় (৬) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে যাতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৪-১৫ সালে ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৩. গবেষনা ও পরামর্শ সেবা কার্যক্রমঃ

প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের ২০১৪-১৫ বর্ষে উপজেলা গভর্ণ্যান্স প্রজেক্টের অর্থায়নে ৬৫ টি নির্বাচিত উপজেলার ব্যবস্থাপকীয় পারদর্শিতা যাচাই বিষয়ক পরামর্শ সেবার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থার চাকুরী প্রার্থীদের বাছাই প্রক্রিয়া সম্পাদনে বিআইএম মূখ্য ভূমিকা রেখেছে।

৪. নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৪-১৫ সালে বিআইএম-এর অনুষদসদস্যবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল যা নিম্নে উপস্থাপিত হলঃ

কর্মকর্তাবৃন্দের পর্যায়/ পদবী	প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের সংখ্যা	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	তারিখ	প্রশিক্ষণের ভ্যানু
সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, গবেষনা কর্মকর্তা	০২	ক্রিয়েটিভ লিডারশীপ	সেপ্টেম্বর ২৬-২৮,২০১৪	বিআইএম
উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা,সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, গবেষনা কর্মকর্তা	০৮	মাস্টার ট্রেইনার ওয়ার্কশপ অন ওয়ার্ক প্লেস কো-অপারেশন	অক্টোবর ১৩-১৪,২০১৪	ব্র্যাক ইন
উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা,সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, গবেষনা কর্মকর্তা	০৫	ইন্টারেস্ট বেইজড নেগোশিয়েশন এ্যান্ড-কনফ্লিক্ট রেজুলেশন	ডিসেম্বর ১৩-১৫,২০১৪	হোটেল সেরিনা
গবেষনা কর্মকর্তা	০১	রিসার্চ মেথোডলোজি,	জানুয়ারি ০৫-	পিএটিসি

			১৯, ২০১৫	
ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০১	এ্যাডভান্সড ট্রেনিং অব ট্রেইনাস	২৯ মার্চ-১লা এপ্রিল	বিএসটিডি
ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০১	স্ট্রেটেজিক পস্নানিং এ্যা-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট	২০-৩০ এপ্রিল,২০১৫	এনএপিডি
সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০২	ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপ্টটেশন	এপ্রিল ২০-২১, ২০১৫	ব্র্যাক ইন

৫. ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের অগ্রগতিঃ

৫.১ বিআইএম-এর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য পারসোনেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিআইএমএম) স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ।

৫.২ ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে মোবাইল এপস্ চালু করা হয়েছে।

৫.৩ ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসের মধ্যে ভিপিও কনফারেন্সিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

৫.৪ পূর্ববর্তী বছরের ধারাবাহিকতায় বিআইএম-এ স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে ২০১৫ সালে পূর্ণাঙ্গ অন-লাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে;

৫.৫ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সকল প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করতে অন-লাইন ট্রেনিং ইভালুয়েশন সিস্টেম প্রচলন করা হয়েছে।

৫.৬ দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির আওতায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রনিক্স লাইব্রেরী বিআইএম এর প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ন্যূনতম ফি এর বিনিময়ে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. বিআইএম জনবল কাঠামোঃ

বিআইএম-এর জনবলের বর্তমান চিত্র নিম্নে উপস্থাপিত হলঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্রেণী	*অনুমোদিত পদ*	*কর্মরত পদ সংখ্যা*			*শূণ্য পদ সংখ্যা*	*সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ সংখ্যা*
		পুরু ষ	*মহিলা*	*মোট*		
১ম শ্রেণী	৫৮ টি	২৯ টি	৫ টি	৩৪ টি	২৪ টি	০৮ টি
২য় শ্রেনী	৫ টি	৫ টি	-	৫ টি	-	-
৩য় শ্রেনী	৫২ টি	২৯ টি	৮ টি	৩৭ টি	১৫ টি	১১ টি
৪র্থ শ্রেনী	৪৫ টি	৩৭ টি	৩ টি	৪০ টি	০৫ টি	০৪ টি
মোট	১৬০ টি	১০০	১৬ টি	১১৬ টি	৪৪ টি	২৩ টি

বিআইএম-এর কার্যক্রম বিস্মৃত করার লক্ষ্যে এর জনবল কাঠামো পুর্ণবিন্যাসের প্রক্রিয়া মন্ত্রণালয় পর্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। শূণ্যপদসমূহে নিয়োগ প্রদানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০১৩ সালে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১১ জন কর্মচারীকে এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ৫ জন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা ও ৫ জন সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টাসহ ১২ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বিআইএম-এর অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে সর্বমোট ১৬০ টি পদ রয়েছে, যাতে বর্তমানে ১৬ জন নারীসহ ১১৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে শূণ্য পদের সংখ্যা ৪৪টি যার মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ ২৩ টি। উক্ত ২৩ টি পদের মধ্যে ৫টির শূণ্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের ২০১৫ সেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি.

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের ২০১৫ সেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্প সচিব ও বিআইএম-এর বোর্ড অব গভর্ণরস এর সভাপতি জনাব মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি

বেলুন উড়িয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের ২০১৫ সেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি.।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মেধাসম্পদ অফিসের ন্যায় আধুনিক, যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পূর্বতন ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি এবং পেটেন্ট অফিস দুটিকে একীভূত করে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার বিগত ২০/০২/৮৯ খ্রিঃ তারিখে এক নির্বাহী আদেশ বলে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) গঠন করতঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। ডিপিডিটি মেধা সম্পদ ব্যবস্থাপণা সংক্রান্ত বিষয়ক একটি বিশেষায়িত সংস্থা।

The Patents and Designs Act, 1911 এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত সাবেক পেটেন্ট অফিস এবং The Trademarks Act,1940 এর আওতায় তদানীন্তন ট্রেডমার্কস রেজিষ্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে নবগঠিত অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরুর ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন-কানুন কিছু সংশোধন/পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর গঠন সংক্রান্ত The Trademarks (Amendment)Act, 2003 এবং The Patent (Amendment) Act, 2003আইন দু'টি জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করা হয়।

অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হচ্ছেThe Patents and Designs Act, 1911 and Patents and Designs Rules, 1933 অনুযায়ী নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্যে পেটেন্ট মঞ্জুর করা, শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের নতুন ও মৌলিক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন এর নিবন্ধন দেয়া এবং The Trademarks Act, 2009 and TM Rules 1963এর আওতায়শিল্পজাত পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করা। ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্কস বর্তমানে ০৬টি উইং ও ইউনিট যথা পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং, ট্রেডমার্কস উইং, প্রশাসন ও অর্থ উইং,World Trade Organization (WTO) & International Relations (IR) উইং, ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট এবং আইটি ইউনিট এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মেধা সম্পদ চর্চা ও সৃজনে উৎসাহ প্রদান, মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষণ এবং এর যথাযথ ব্যবহারে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিঃ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কয়েকটি আইন ও বিধির মাধ্যমে তার কার্যাবলী নিষ্পত্তি করে থাকে। যেমনঃ

- পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন - ১৯১১
- ট্রেডমার্কস আইন - ২০০৯
- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা)আইন - ২০১৩
- পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা - ১৯৩৩
- ট্রেডমার্কসবিধিমালা - ১৯৬৩

অধিদপ্তরকে আরো গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার লক্ষে নতুন খসড়া *"পেটেন্ট আইন-২০১৪"* এবং খসড়া *"ডিজাইন আইন-২০১৪"* প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে আইন দুটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নতুন ট্রেডমার্কস আইনের আওতায় দেশে ট্রেডমার্কস, সার্ভিস মার্কস ও সমষ্টিগত মার্ক (Collective Marks) রেজিস্ট্রেশনের বিধান প্রণয়ন করা হয় তাই নতুন ট্রেডমার্কস আইনের বিধানসমূহ সুষ্ঠু প্রতিপালনের লক্ষ্যেএকটি খসড়া"*ট্রেড*মার্কস *বিধিমালা*– ২০১৪"প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে এটি গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও এতদসংক্রান্ত আইন দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে *"ভৌগোলিক নির্দেশক* পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) *বিধিমালা-২০১৪"* এর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন রেজিস্ট্রার। বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অধিদপ্তরটির ছয়টি উইং/ ইউনিট রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

জনবল কাঠামোঃ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডর্মাকস অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত জনবল ১১৩ জন। জনবল ছক নিচে প্রদর্শিত হলোঃ

পদের শ্রেণি	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত নিজস্ব জনবল	পেষণে/ সংযুক্তির মাধ্যমে কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা(পেষণে/ সংযুক্তির পদশূন্য ধরে)	মন্তব্য
প্রথম শ্রেণি	৪২	২৬	১৪	১৬	
দ্বিতীয় শ্রেণি	০৫	০২		০২	
তৃতীয় শ্রেণি	৫৩	৩৫	০২	০৭	
চতুর্থ শ্রেণি	১৩	১০		০৩	
মোট	১১৩	৭৩		২৮	

মেধাসম্পদ সম্পর্কিত কার্যাবলীর পরিসংখ্যানঃ

মেধাসম্পদ সম্পর্কিত পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস নিবন্ধনের জন্য বিগত বছরে প্রাপ্ত দরখাস্তের তথ্য নিম্নরূপঃ

বছর	পেটেন্ট			ডিজাইন			ট্রেডমার্কস		
	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট
২০১২	৬৫	২৮৯	৩৫৪	১১১৪	৮৪	১১৯৮	৮২৯৪	৩১৩৫	১১৪২৯
২০১৩	৬০	২৪৩	৩০৩	১১০০	১৩২	১২৩২	৮০০১	৩৫৮০	১১৫৮১
২০১৪	৪৪	২৪৯	২৯৩	১২৪১	১৩৮	১৩৭৯	৭৯৩০	৩৬১১	১১৫৪১
জুন/২০১৫	২৩	১৩৭	১৬০	৫৮৪	৫৪	৬৩৮	৩৯৭৩	১২৫৭	৫২৩০

মেধাসম্পদ সম্পর্কিত পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস নিবন্ধনের জন্য বিগত তিন বছরে প্রাপ্ত দেশী – বিদেশী দরখাস্তের তুলনামূলক চিত্র নিচে প্রদর্শিত হলোঃ

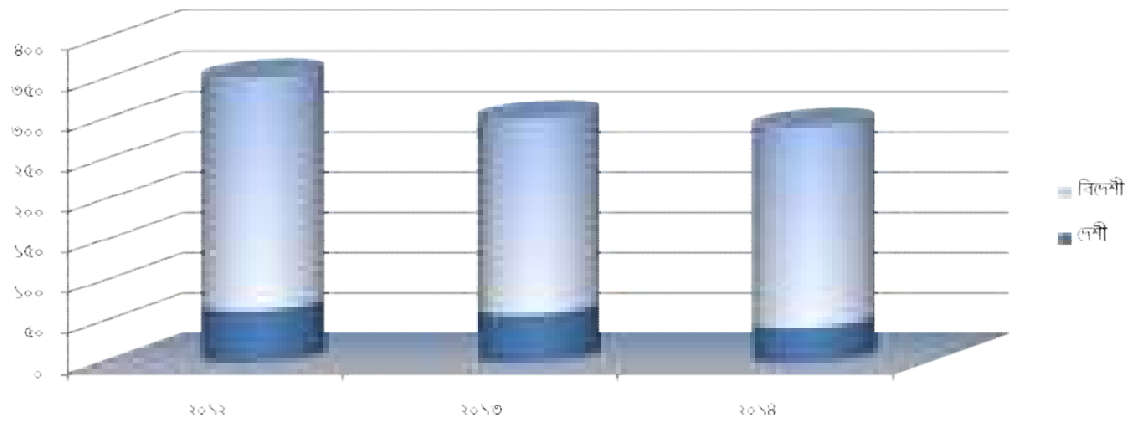

পেটেন্ট

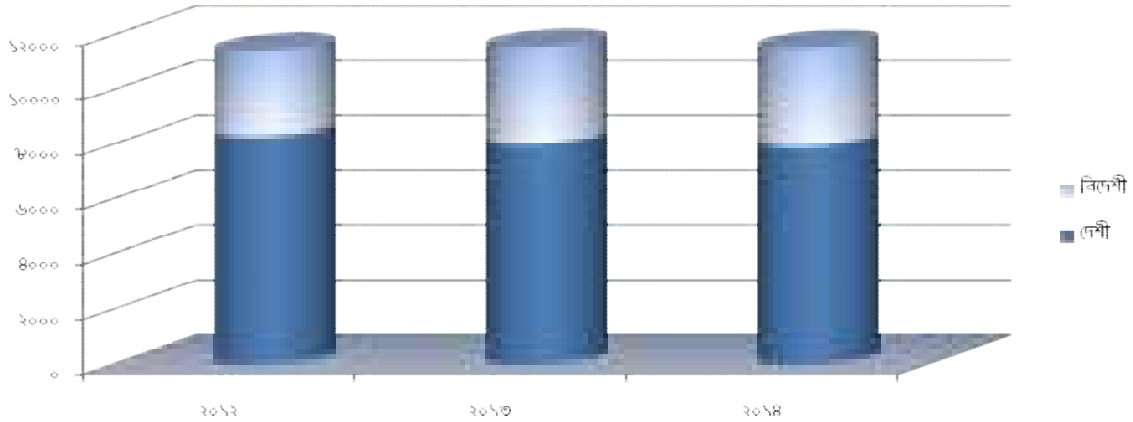

ডিজাইন

ট্রেডমার্কস

নিবন্ধন সনদ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যঃ

মেধাসম্পদ সম্পর্কিত পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস দরখাস্তের দাপ্তরিক কার্যক্রম শেষে গেজেট / জার্নালে প্রকাশের পর ধার্য সময়ের মধ্যে বিরোধিতার কোন মামলা না হলে অথবা বিরোধিতার মামলায় সনদ প্রদানের কার্যক্রম বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। আবেদনকারী নিবন্ধন ফি জমা করার পর সনদ প্রস্তুত করা হয়। বিরোধিতার মামলায় নিবন্ধনের লক্ষ্যে কোন শর্ত আরোপ করা হলে শর্ত পালন ও নিবন্ধন ফি পাওয়ার পর নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়।পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস সম্পর্কিত বিগত তিন বছরে প্রদানকৃত নিবন্ধন সনদের তথ্য নিম্নরূপঃ

বছর	পেটেন্ট			ডিজাইন			ট্রেডমার্কস		
	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট
২০১২	১৪	১৩৯	১৫৩	১০০০	১৫৬	১১৫৬	৭৪৯	১৭৬১	২৫২০
২০১৩	১৬	১১৮	১৩৪	৮৪৩	১৪১	৯৮৪	৬৮৮	২৩৩৩	৩০২১
২০১৪	২১	১০০	১২১	৬৭৭	১২৫	৮০২	৮৬৫	৩৩০৭	৪১৭২
জুন/২০১৫	০৫	৪০	৪৫	৪৭৮	৮২	৫৬০	৫১২	১৭৯৭	২৩০৯

অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পেটেন্ট ও ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস বিধিমালার তফসিল অনুযায়ী নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফিস আদায় করা হয়। আদায়কৃত সমুদয় অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। গত তিন বছরের রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক বিবরণী (টাকার হিসাবে) নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	পেটেন্ট ও ডিজাইন	ট্রেডমার্কস		সর্বমোট
২০১১-২০১২	৩৭২৯৪০০	৮৬৭৬৭০০০		৯,০৪,৯৬,৪০০
২০১২-২০১৩	৫৯৯৬২০০	৯৫৪৭৭৪০০		১০,১৪,৭৩,৬০০
২০১৩-২০১৪	১০৯৪১৪৬৩	৯৪৯৬৩০৫০		১০,৫৯,০৪,৫১৩
২০১৪-২০১৫	১,৫৮,২২,৫০০	১২,৬৫,০৩,৩৫০		১৪,২৩,২৫,৮৫০

পেটেন্ট ও ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস উইং এর গত তিন অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক চিত্রঃ

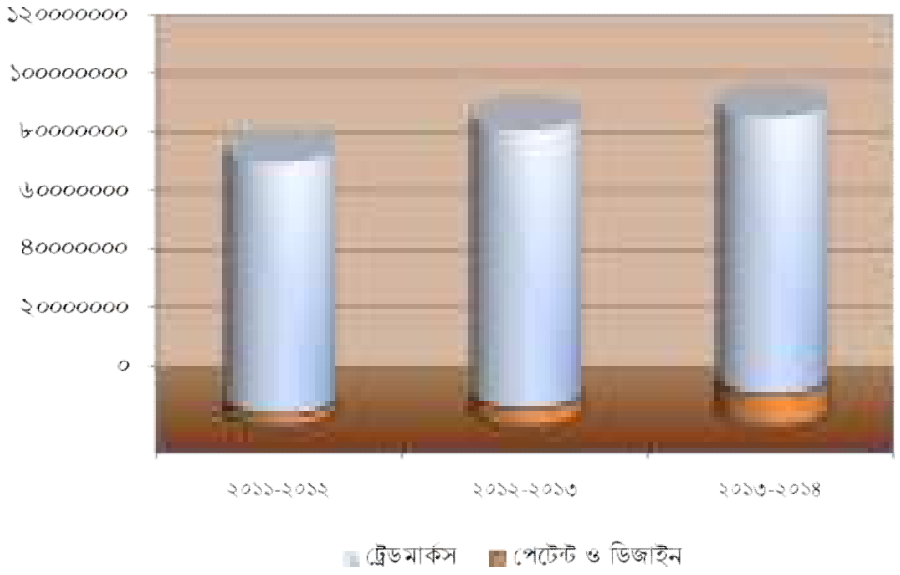

ট্রেডমার্ক জার্নাল প্রকাশঃ

প্রাপ্ত আবেদনের রেজিস্ট্রেশনে কোন ব্যক্তির আপত্তি (বিরোধিতা) আছে কিনা যাচাই করার লক্ষ্যে নিবন্ধনের জন্য গৃহীত সকল আবেদন ট্রেডমার্ক জার্নালে প্রকাশ হয়। বর্তমান আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী জার্নাল প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বি.জি প্রেস) হতে এসব জার্নাল প্রকাশ করা হয়। বিবেচ্য সময়ে (২০১৪) বি.জি প্রেসে প্রকাশের জন্য প্রেরিত এবংবি.জি প্রেস হতে প্রকাশিত জার্নাল সংক্রান্ত তথ্য নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

২০১৪-২০১৫ প্রকাশিত ট্রেডমার্ক জার্নাল

জার্নাল নং	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশিত আবেদন
J-269	২১/০৫/২০১৪	১২৭৩
J-270	৩১/০৮/২০১৪	১১৯৮
J-271	৩১/০৮/২০১৪	১০২১
J-272	২৬/১০/২০১৪	৮৯৫
J-273	০৯/১১/২০১৪	১০১৯
J-274	০৯/১১/২০১৪	১৪৫০

J-275	৩০/১২/২০১৪	৪৫৪
J-276	০৭/০৪/২০১৫	৩২১
J-277	০৭/০৪/২০১৫	৩৮৯
J-278	০৭/০৪/২০১৫	৫৪৪
J-279	০৭/০৪/২০১৫	৩৯৭
J-280	০৭/০৪/২০১৫	৪১৮
মোট = ১২ টিজার্নাল	-	৯৩৭৯

বিবেচ্য বছরে (২০১৪-১৫ অর্থবছরে) মোট ১২টি জার্নালে ৯৩৭৯টি আবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বি.জি প্রেসে প্রেরিত ট্রেডমার্ক জার্নাল

জার্নাল নং	বি.জি প্রেসে প্রেরনের তারিখ	**প্রকাশিতব্য আবেদন**
J-273	২৭/০২/২০১৪	**১০১৯**
J-274	১১/০৫/২০১৪	**১৪৫০**
J-275	২৫/০৬/২০১৪	**৪৫৪**
J-276	১৬/০৭/২০১৪	**৩২১**
J-277	৩১/০৮/২০১৪	**৩৯৪**
J-278	০৯/১১/২০১৪	**৫৪৪**
J-279	৩০/১২/২০১৪	**৩৯৭**
J-280		**৪১৮**
J-281	৩১/০৩/২০১৫	**৪০৯**
J-282	২৫/০৬/২০১৫	**৬৪৬**
মোট= ১০ টিজার্নাল	**-**	**৬০৫২**

বিরোধিতা, মার্ক বাতিল/সংশোধন ও আপীল মামলার পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হ'লঃ

মামলা	বিগতবছরের জের	চলতি বছরে মামলা দায়ের	মোটমামলা	চলতি বছরে মামলা নিষ্পত্তি	পেন্ডিং মামলা
বিরোধিতা মামলা	৪২৮	৬৮	৪৯৬	২৩১	২৬৫
সংশোধন/বাতিলের মামলা	২২	১৫	৩৭	০৮	২৯
আপীল মামলা	১৮২	২৫	২০৭	০১	২০৬

আইসিটি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ

- আইটি ইউনিট সৃজন এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতায় আনা।
- অনুমোদিত ৮ জনবল বিশিষ্ট IT সেলের ০৫ জন ইতোমধ্যে কাজে যোগদান করেছেন।
- ১৬ টি কম্পিউটার এবং ০১ টি সার্ভার ক্রয়।
- ডিপিডিটি'র কর্মকর্তাদের দেশি এবং বিদেশি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- পেটেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস সম্পর্কিত ২০,৬০০০ টি -এর বেশী আবেদন এর ডাটা ক্যাপচার করে Industrial Property Automation System (IPAS) সফটওয়ারের আওতায় আনা হয়েছে।
- Technology Innovation Support Centre (TISC) স্থাপিত হয়েছে। TISC স্থাপনের ফলে বিশ্বের সকল আবিস্কারের ডাটাবেজে প্রবেশ এবং Technology Transfer এর মাধ্যমে দেশীয় বিজ্ঞানী, গবেষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও অন্যান্যদের নতুন নতুন আবিস্কারের দ্বার উন্মোচন হয়েছে।

- নিয়মিত ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;
- ডাটা এন্ট্রি এবং অটোমেশনের কাজ সহজ করার জন্য সার্ভার মেশিন ফাইন টিউনিং চলমান।
- আইটি ইউনিটের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারীদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের সফ্টওয়্যার ব্যবহারে সহায়তা করা (নিয়মিত ইমেইল ব্যবহার, LAN Network সম্পর্কিত ,Gmail ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের ট্রাবল শ্যুটিং ইত্যাদি)।

ডিপিডিটি'র ই-সেবাসমূহঃ

- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস- এর সব ধরণের আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস- এর আবেদন ফি সংক্রান্ত তথ্য তালিকা আকারে ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিসমূহ ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে। এছাড়া যোগাযোগের জন্য কর্মকর্তাদের ছবি ও টেলিফোন নম্বর ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। মেধা সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি এবং এবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ লিংকসমূহ ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। এছাড়াও মেধা সম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সভা/সেমিনারের তথ্যাদিও ওয়েবসাইটে দেয়া হয়। ওয়েবসাইট উন্নয়নের ও হালনাগাদ করণের ধারা অব্যাহত আছে।
- সিটিজেন চার্টার অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা অনুসরণ করা হচ্ছে।
- সব উম্মুক্ত দরপত্র অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।।
- ডিপিডিটি কর্তৃক বিগত ২০১২ সাল হতে "বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস"উদযাপন উপলক্ষে এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।এছাড়া প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবসে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।
- ফেসবুকে https://www.facebook.com/dpdt.gov.bd -এই ঠিকানায় একটি পেইজ খোলা হয়েছে। এখানেও সেবা বিষয়ক তথ্য দেয়া হচ্ছে এবং উপস্থিত প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হয়।
- বিভিন্ন সময়ে মেধা সম্পদ বিষয়ক সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।উক্তসভা-সেমিনারে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি,বেসসরকারি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন এবং জনগণকে মেধাসম্পদ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এইসব তথ্য ডিপিডিটি'র ওয়েবসাইটে উম্মুক্ত করা হয়।
- অত্র অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাদের ইমেইল ঠিকানা খোলা হয়েছে এবং ফাইল শেয়ারিংয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রুপমেইলের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার মাধ্যমে সভার নোটিশ, সভার কার্যবিবরনী ইত্যাদি সহজে পাঠানো যাচ্ছে। এছাড়া ইমেইল ঠিকানা এবং ফাইল শেয়ারিং-এর ব্যবস্থা করাহয়েছে এতে কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।

ডিপিডিটি'র অটোমেশন কার্যক্রমসমূহঃ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর-কে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহায়তায় এই অধিদপ্তরে একটি ওয়েবভিত্তিক Industrial Property Automation System (IPAS) সফ্টওয়্যার ইনষ্টল করা হয়েছে। IPAS সফ্টওয়্যারে ডিপিডিটি ও International Finance Corporation (IFC)এর সহায়তায় পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস সংক্রান্ত দুই লক্ষের বেশী আবেদন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইতমধ্যে এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত আছে।

ডিপিডিটি'র ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম ও পরিকল্পনাঃ

২০১৪ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক নং	করনীয় বিষয়	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	প্রত্যাশিত ফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৪	০৫	০৬	০৭	
০১	Patents, Designsএবং Trademarks data capturing	প্রকল্পের আওতায় IFC-এর আর্থিক সহযোগীতায় ডিপিডিটি	ডাটা ক্যাপচারিং সম্পন্ন হলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে, কাজের সচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। জনগণকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	জানুয়ারী-২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৪	বাস্তবায়িত হয়েছে।	
০২	E-File Management Systemচালুকরন	রাজস্ব খাতের মাধ্যমে	অফিসের কাজের স্বচ্ছতা এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।	জুলাই'২০১৪-জুন'২০১৫	প্রক্রিয়াধীন	E-File Management Systemসফটওয়ারটি অটোমেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় NESSবাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যক্রমটি সম্পন্ন হবে। এবিষয়ে উদ্যেগ গ্রহণের জন্য শিল্পমন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।
০৩	Online Application Filing Systemfor Patents Designs and Trademarks	রাজস্ব খাত/WIPO-এর মাধ্যমে	ডিপিডিটির কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। জনগনকে দ্রুত সেবা দেয়া সম্ভব হবে।	সেপ্টেম্বর'২০১৪-ডিসেম্বর'২০১৫	প্রক্রিয়াধীন	

২০১৪ সালে ডিপিডিটির' অন্যান্য আইসিটি কার্যক্রমসহ অটোমেশন কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রিগতি	মন্তব্য
০১.	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	বাস্তবায়নাধীন	কর্মপরিকল্পনা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০২.	ওয়েবসাইট পরিদর্শন।	বাস্তবায়িত হয়েছে	ডিপিডিটি' রওয়েবসাইটটি ইনোভিশন টিমের সদস্যগণ নিয়মিত পরিদর্শন করেন। এছাড়া রেজিস্ট্রার মহোদয়ও ওয়েবসাইটটি পরিদর্শন করে বিভন্ন সময়ে মতামত প্রদান করেন। ইনোভিশন টিমের সদস্যগণের এবং রেজিস্ট্রার মহোদয়ের মতামতের ভিত্তিতে ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা হয়।
০৩ .	ইউনিকোডের ব্যবহার সংক্রান্ত।	বাস্তবায়িত হয়েছে	ডিপিডিটির সকল কর্মকর্তা /কর্মচারী যারা কম্পিউটার এবং এসম্পর্কিত কাজের সাথে জড়িত তাদের সবাইকে আইটিইউনিট এর মাধ্যমে অভ্রকী বোর্ড ও নিকস ফন্ট ব্যবহার করতে নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
০৪ .	ইনোভেশন টিমের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ।	বাস্তবায়নাধীন	অধিদপ্তর হতে নিজস্ব উদ্যেগে ইনোভেশন টিমের সদস্যদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

০৫.	বিদ্যমান সেবাকে ই-সেবায় রুপান্তরকরন।	বাস্তবায়নাধীন	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কিছু সেবাই-সেবায় রুপান্তর করেছে। অন্যান্য আনুসংগিক সেবাসমূহ পর্যায়ক্রমেই-সেবায় রুপান্তর করা হবে। এছাড়া এ-টু-আই-এরসাথেঅ্যাপস্ তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
০৬.	ওয়েবসাইট রিডিরেক্ট সংক্রান্ত।	বাস্তবায়িত হয়েছে	ডিপিডিটির ওয়েবসাইট, বিসিসি থেকে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কে রিডিরেক্ট করা হয়েছে।

ডিপিডিটি আইসিটি নীতিমালা-২০০৯ অনুসরনে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক একটি Innovation Team গঠন করা হয়েছে। এতে করে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ডিপিডিটি-কে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারন করা হয়েছে। ডিপিডিটি'র আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে Innovation Team এর সদস্যবৃন্দ প্রতিমাসে অভ্যন্তরীন সভায় মিলিত হয়ে থাকে এবং আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনা মূলক কর্মসূচীঃ

দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছের বেশ কয়েকটি কর্মসূচী পালন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস উৎযাপন (২৬ এপ্রিল ২০১৫)

মেধাসম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল গবেষক, উদ্ভাবক, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, শিল্প ও ব্যবসায়ী এবং সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও মেধাসম্পদ সংশ্লিষ্ট আইনের সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রয়োগ বিষয়ে সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকায় সকল শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। দিবসটি উৎযাপন উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়। এছাড়া জাতীয় দৈনিকে ক্রোড় পত্র প্রকাশ এবং সকল জনগণকে মুঠো ফোনে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করা হয়।

আইপি পলিসি বিষয়ক সেমিনার (১৬-১৭ জুন, ২০১৪)

TISC বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা জুন (১৮-১৯,২০১৪)

গবেষক ও উদ্ভাবকদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য WIPO এর সাহায্যে ডিপিডিটিতে একটি সহযোগিতা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য Establishment of technology and innovation support centers (TISC) and traning program শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। গোল্ড ওয়াটার কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরা সিটি, পান্থপথ, ঢাকায় আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আমির হোসেন আমু, এম, পি মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মঈন উদ্দিন আব্দুল্লাহ, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, রেজিস্ট্রার , ডিপিডিটি।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর । জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিষেশায়িত সংস্থা ।

বিশ্বায়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশীলতা প্রচেষ্টায় পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য । এনপিও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কৃষিখাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে এপিও সদস্যভূক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচী কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিও ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে।

এনপিও কর্তৃক পরিচালিত ২০১৪-২০১৫ সালের সম্পাদিত কার্যক্রম :

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও অফিসে মোট ৩৫টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে ১২২৩ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেছেন । এছাড়া ৭টি গবেষণা প্রতিবেদনসহ ১৩টি কারখানায় কিউসি ও ফাইভ-এস কর্মসূচী পরিচালনা করা হয় । ১৩টি কারখানা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন, ২২টি সচেতনতা প্রচারাভিযান, ১৮৬৮৫টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, বেসরকারি ১৯টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা এবং ৯০টি কারখানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)-৩০ জন এবং টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এপিও এর সহায়তায়)-১টি প্রদান করা হয়েছে । এপিও - এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডিসটেন্স লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স ৫টি আয়োজন করা হয়েছিল । এতে অংশগ্রহণ করেছিল ১১০জন।

এনপিও কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কর্মকান্ড	২০১৪-১৫	
	লক্ষমাত্রা	অর্জন
১। প্রশিক্ষণঃ ক) প্রশিক্ষণের সংখ্যা খ) প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	 ৩৪ -	 ৩৫ ১২২৩ জন
২। কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	০৭ -	০৭
৩। গবেষণা প্রতিবেদন	১২	০৭
৪। কারখানায় ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন	১২	১৩
৫। কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন ও সহায়তা প্রদান	১৩	১৩
৬। সচেতনতা প্রচারাভিযান	৩৯	২২
৭। বেসরকারি সংস্থার সাথে আলোচনা সভা	১৯	১৯
৮। উপাত্ত সংগ্রহ	১৮০	৯০
৯। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা	১৮৫০০	১৮৬৮৫
১০। উপদেষ্টা কমিটির সভা	০৮	০১
১১। এনপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হইতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)	-	৩০ জন

১২। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম (এনপিও এর সহায়তায়)	০১	০১
১৩। টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এপিও এর সহায়তায়)	-	০১
১৪। কাইজেন (On Job Training)	০৩	০২
১৫। এপিও-এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে গ্লোবাল ডিসটেন্স লার্নিং কোর্সের সংখ্যা ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	০৫ -	০৫ ১১০ জন

বিগত ০২ অক্টোবর,২০১১ তারিখে এনপিও'র উদ্যোগে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় একটি বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন আযোজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং তিনি উক্ত সম্মেলনে ০৩(তিন)টি ঘোষণা প্রদান করেনঃ

(১) উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন;
(২) জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রতি বছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনের ঘোষণা প্রদান করেন; এবং
(৩) প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনঃ

২রা অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষ্যে এক র‍্যালী ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ২০১৪ সালের জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ''টেকসই উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক উৎপাদনশীলতা'' অর্থাৎ "Increase Productivity for Sustainable Development" সকাল ৮:৩০ মিনিটে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন হতে প্রেসক্লাব পর্যন্ত মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে র‍্যালী আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আকরাম উদ্দীন এবং সভাপতিত্ব করেন শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন আব্দুল্লাহ । উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর রেজিষ্ট্রার প্রফেসর ডঃ এ,কে,এম, মাসুদ । জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের সেমিনারে সরকারী-বেসরকারী ও স্বায়িত্ব-শাষিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন উচ্চ স্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

এনপিও'র আইসিটি নীতিমালা-২০০৯ মোতাবেক আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমঃ

ক) দপ্তরের সকল কম্পিউটারকে ব্রডব্যান্ড লাইনের আওতায় নেয়া হয়েছে।

খ) দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণে ওয়েব সাইড, নেট ও কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

গ) জ্বালানীর দক্ষ ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মান যেমন ISO বিষয়ে যোগ্যতা, লিন সিক্স সিগমা, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে ষ্টকহোল্ডারদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ।

ঘ) স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের পরামর্শ প্রদান সম্পর্কিত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ) সিটিজেন চার্টার অনলাইনে দেয়া হয়েছে ।

চ) দপ্তরে আইসিটি সেল গঠণ করা হয়েছে ।

০২ অক্টোবর,২০১৪ জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন

এপিও ই-লার্নিং প্রোগ্রামে সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় একটি সেবাধর্মী কারিগরি দপ্তর। অবিভক্ত ভারতে ১৯২৩ সালে বয়লার আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯২৪ সালে কলকাতায় বয়লার অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর উক্ত অধিদপ্তর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয় এবং বয়লার অধিদপ্তর হিসেবে কাজ করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে প্রশাসনিক পুনঃগঠনের সময় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত অফিস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর হতে অদ্যাবধি অফিসটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অফিস হিসেবে কাজ করে আসছে। বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানায় বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করা ও বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে এ দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

বয়লার আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় নিম্নে বর্ণিত প্রধান কার্যাবলী সম্পাদন করেঃ

(ক) বয়লার ড্রইং, ডিজাইন ও বয়লার স্থাপনের পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
(খ) বার্ষিক ভিত্তিতে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক নিরাপদ চালনার সার্টিফিকেট প্রদান;
(গ) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহনপূর্বক কৃতকার্য প্রার্থীদের অপারেশন সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান এবং
(ঘ) স্থানীয়ভাবে তৈরী বয়লারের বিভিন্ন ধাপ পরিদর্শনপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান ।

সাধারণভাবে সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোম্পানী, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ও রাইস মিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

জনবলের বিবরণ:

বিবরণ	অনুমোদিত পদ
প্রথম শ্রেণী	১০
দ্বিতীয় শ্রেণী	-
তৃতীয় শ্রেণী	৯
চতুর্থ শ্রেণী	১১
মোট-	৩০

বাংলাদেশ বয়লার বোর্ড:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বয়লার আইন, ১৯২৩ (সংশোধিত ১৯৯০) এর ২৭-এ ধারা বলে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ বয়লার বোর্ড গঠন করা হয়।

(১) অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় - চেয়ারম্যান
(২) বয়লারের উপর অভিজ্ঞ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
(৩) প্রধান বয়লার পরিদর্শক - সদস্য সচিব

বাংলাদেশ বয়লার বোর্ডের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) বয়লার আইন অনুযায়ী বয়লার ডিজাইন, নির্মাণ, বয়লারে ব্যবহৃত ষ্টীলের গঠন ও পরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন।
(খ) বয়লারের সর্বোচ্চ কার্যকরী বাষ্পচাপ নির্ধারণের বিধি প্রণয়ন।

(গ) ব্যবহারকারী কর্তৃক বয়লারের কারিগরি নক্সা দাখিল, ষ্টীল স্পেসিফিকেশন ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন।
(ঘ) বয়লারে কর্মরত লোকদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন ।
(ঙ) বয়লার ও ষ্টীম লাইন পরিদর্শন ও পরীক্ষণের বিধি প্রণয়ন।
(চ) আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধি প্রণয়ন।

বয়লার পরিচারক পরীক্ষক বোর্ড:

বয়লার পরিচারক বিধিমালা, ১৯৫৩ অনুযায়ী ৫ (পাঁচ) জন কারিগরী বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি সমন্বয়ে সরকার ৩(তিন) বছরের মেয়াদী ''বয়লার পরিচারক পরীক্ষক বোর্ড'' গঠন করে থাকেন। উক্ত বোর্ডের বর্তমান সদস্যগণ নিম্নরূপঃ

(ক) প্রধান বয়লার পরিদর্শক	- সভাপতি
(খ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক	- সদস্য
(গ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার একজন প্রকৌশলী	- সদস্য
(ঘ) বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের একজন প্রকৌশলী	- সদস্য
(ঙ) একজন বয়লার পরিদর্শক	- সদস্য সচিব

বয়লার পরিচারক বোর্ডের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(১) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণ করা।
(২) এই বিধির আওতায় বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য প্রার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা।
(৩) সার্টিফিকেটধারী বয়লার পরিচারকদের অদক্ষতা, অবহেলা বা দূর্নীতির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(৪) বিধি মোতাবেক সার্টিফিকেটধারী বয়লার পরিচারকদের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা।

(ক) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের বিবরণঃ

অর্থ বছর	বয়লার পরিদর্শন ও চালানো অনুমতি প্রদানের সংখ্যা	নতুন বয়লার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান	স্থানীয়ভাবে তৈরী বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান	বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণের সংখ্যা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০১৪-১৫	৪৪৫০টি	৪১৫টি	১৮১টি	১২৩৩ জন	৩,৮৮,৬৩,০০০/-	৫৮,৬৪,৮৪৪/-

(খ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

(১) ২০০৭ সালে বাংলাদেশ বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১ সংশোধন করায় স্থানীয়ভাবে বয়লার তৈরী সহজতর করা হয়েছে। বর্তমানে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছোট ও মাঝারী ধরণের শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী বয়লার প্রস্তুত হচ্ছে । অত্র দপ্তর দেশীয় বয়লার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে স্থানীয়ভাবে ১৮১টি বয়লার তৈরী হয়েছে। এতে একদিকে যেমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে এবং অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

(২) অত্র দপ্তরে সকল কার্যক্রম অটোমেশন করার উদ্দেশ্যে দপ্তরের ওয়েব সাইটে বয়লারের নবায়নের তারিখ, ফিসের পরিমান ও নতুনভাবে রেজিষ্ট্রিকৃত বয়লারের তথ্যাদি এবং বয়লার এটেনডেন্টদের তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। এতে অত্র দপ্তরের ই-গর্ভনেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

কোন পণ্য বা সেবার গুণগত মানের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ অনুসারে বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ফলে দেশে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সময়পোযোগী জাতীয় মান অবকাঠামো (National Quality Infrastructure) ও সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment System) তৈরি হচ্ছে যা দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক রপ্তানিতে প্রযুক্তিগত বাণিজ্য বাধা (Technical Barriers to Trade) অপসারণে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। বিএবি আন্তর্জাতিক মান এবং গাইডলাইন অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের প্রধান প্রধান কার্যাবলী:

ক) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান, নবায়ন, প্রত্যাখান, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ।

খ) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে নির্ণায়ক ও শর্তসমূহ নির্ধারণ এবং উক্ত নির্ণায়ক ও শর্তসমুহের মান উন্নয়ন করা।

গ) ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (ISO), ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশন (IEC) ও অনুরূপ কোন জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রদত্ত দিক নির্দেশনা ও মানে বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী বোর্ড পরিচালনা এবং এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান।

ঘ) এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।

ঙ) এ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান করা।

চ) এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি ও এ্যাক্রেডিটেশন কর্মকান্ডের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন এবং এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত তথ্যাদির প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ছ) আন্তঃরাষ্ট্র, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বহুমাত্রিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা।

জ) চুক্তিভিত্তিক অ্যাসেসর নিয়োগ করা এবং

ঝ) উপরে বর্ণিত কার্যাবলীর সাথে প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক অন্য সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করা।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত
উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

গত ০৮ জানুয়ারী, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে হংকং -এ অনুষ্ঠিত APLAC MRA এর ৩৪ তম সভায় BAB ও APLAC এর মধ্যে MRA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বিএবি এ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরীর প্রদত্ত টেস্ট সার্টিফিকেট MRA ভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

Mr. Amir Hossain Amu MP, Minister, Ministry of Industries formally declaring BAB achievement of APLAC MRA for Testing Laboratories amongst business community, stakeholders and media on 18 January 2015 in Dhaka.

BAB Director General Md. Abu Abdullah (middle) signing the APLAC MRA in the 34th APLAC-MRA Council meeting in Hong Kong, China on 8 January 2015. APLAC Chair Nigel Jour (left) and APLAC MRA Council Chair Ms. Roxanne Robinson (right).

১৭ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বিএবি ও APLAC এর মধ্যে ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরীর MRA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় MRA Council এর ৩৫তম সভায় চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

Mr. Amir Hossain Amu MP, Minister, Ministry of Industries formally declaring BAB achievement of APLAC MRA for Calibration Laboratories amongst business community, stakeholders and media on 24 June 2015 in Dhaka.

- BAB granted the first accreditation to Pathology laboratory of United Hospital ltd. according to ISO 15189:2012 in December 2014 for nineteen tests of Clinical Biochemistry and Hematology laboratories.

BAB MARK for United Hospital Pathology Lab

Prof. Dr. Altaf Hussain, Chairman, BAB handing over accreditation certificate to the delegate of the United Hospital Limited while BAB board members were also present.

- BAB become Full Member of International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and achieved ILAC MRA for Testing & Calibration in 2015.
- Prime Minister Sheikh Hasina enquired about the ongoing activities and future plan of the Bangladesh Accreditation Board during the meeting with the high officials of Ministry of Industries and its corporations and departments on 24 August 2014.
- Launched Accreditation of Certification & Inspection Bodies scheme and two Certification Bodies and one Inspection Body were assessed.

এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানঃ

বিএবি নিম্নে উল্লেখিত ল্যাবরেটরিকে এবং সনদ প্রদানকারী সংস্থাকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে:

Sl. no.	Name of the Laboratory/Certification Body	Field of testing/ Certification
1.	Institute of National Analytical Research Service (INARS), BCSIR ,Dhaka	Withdrawn
2.	AAA Corporation, Laboratory-01, Gazipur	Chemical Testing
3.	SGS (Bangladesh) Limited, Dhaka	Textile Testing
4.	Interstoff Apparels Ltd. Gazipur	Textile Testing
5.	Fish Inspection and Quality Control (FIQC) Dhaka Laboratory, Ramna, Dhaka	Food Testing
6.	Textile Testing Services Limited (TTSL). Nayapara, Kashimpur, Gazipur	Textile Testing
7.	Testing Laboratory, Dysin International Ltd., Dhaka	Textile Testing
8.	National Metrology Laboratory(NML), BSTI, Dhaka	Calibration (Length, Temperature, Mass, Volume, Pressure, Time and Frequency)
9.	ITS Labtest Bangladesh Ltd., Kawran Bazar, Dhaka	Textile Testing
10.	Concrete Innovation and Application Centre (CIAC), Holcim Cement (Bangladesh) Ltd. , Baridhara, Dhaka	Voluntary Suspension
11.	Lub-rref (Bangladesh) Ltd. Chittagong	Petroleum Products Testing
12.	Bureau Veritas Consumer Products Services (Bangladesh) Ltd., Savar, Dhaka	Textile Testing
13.	Sreepur QA Laboratory, Nestle (Bangladesh) Limited	Food Testing
14.	Fish Inspection and Quality Control (FIQC) Laboratory, Khulna	Food Testing
15.	Fish Inspection and Quality Control (FIQC) Laboratory, Chittagong	Food Testing
16.	Modern Testing Services (Bangladesh) Ltd., Ashulia, Savar, Dhaka	Textile Testing
17.	Bureau Veritas Consumer Products Services (Chittagong) Ltd.	Textile Testing
18.	ITS Labtest Bangladesh Ltd., Chittagong	Textile Testing
19.	Analytical Chemistry Laboratory, Atomic Energy Centre	Chemical Testing
20.	Central laboratory, Divine Fabrics Ltd.	Textile Testing
21.	Petromax Refinery Ltd.	Petroleum Products Testing
22.	Central Laboratory, Samuda Chemical Complex Limited	Chemical Testing
23.	United Hospital Ltd., Pathology Laboratory	Medical testing
24.	TÜV SÜD Bangladesh (Pvt.) Ltd	Textile Testing
25.	Bangladesh Material Testing Laboratory, Dhaka	Textile testing:

		ISO/IEC 17025
26.	Training Institute for Chemical Industries, Polash, Narshindi	Mechanical Calibration ISO/IEC 17025
27.	MSC Wing, BSTI	QMS,EMS,FSMS ISO/IEC 17021

5.4 Assessor Training Courses arranged by BAB:

SL No	Name of the program	Duration	Agency	No of Participants
1)	Assessor Training Course on **ISO/IEC 17043**	23-26 November 2014	BAB/NA	19
2)	Assessor Training Course on ISO/IEC 17025:2005	23-27 November 2014	BAB/UNIDO	25
3)	Assessor Training Course on ISO/IEC 17025:2005	02-06 Feb 2015	BAB	21
4)	Assessor Training Course on ISO/IEC 17025:2005	14-18 June 2015	BAB	21

5.5 Others training/workshop organized by BAB

Sl. No.	Name of Programme	Duration	Organized/ Supported by	Participants
1.	Training Course on Traceability, Internal and External Quality Control program	19 Nov 2014	BAB/NA	20
2.	*Training course on Method Validation*	20 Nov 2014	BAB/NA	20
3.	*Training course on Understanding & Evaluating Measurement Uncertainty*	17-18 Nov 2014	BAB/UNIDO	15
4.	*Training course on Understanding & Evaluating Measurement Uncertainty*	21-22 Jan 2015	BAB	20

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৫ উদযাপনঃ

আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (IAF) এবং আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC) যৌথভাবে ৯ জুনকে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়। এ বছরে এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Accreditation: Supporting the Delivery of Health and Social Care"যা বাংলায় অর্থ করলে দাঁড়ায় ''এ্যাক্রেডিটেশন: স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় সহায়তা করে''। বিএবি এবং ডিসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে ৯ জুন ২০১৫ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত। এতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) উর্দ্ধতন সহসভাপতি হুমায়ুন রশীদ, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহসহ সরকারি-বেসরকারি ল্যাবরেটরি, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, সার্টিফিকেশন বডির উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন। উক্ত সেমিনারে শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের সেবার মানের ওপর সেবা গ্রহিতারা আস্থা রাখতে পারছে না। ফলে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে। এ প্রবণতা ঠেকাতে তিনি বিদেশি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মত দেশিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগতমান বৃদ্ধির তাগিদ দেন। তিনি হেল্থ সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা, রোগীর তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা, টেস্টিং রিপোর্টের গুণগতমান, মেডিক্যাল ডিভাইসের স্ট্যান্ডার্ডস, টেস্টিং ল্যাবরেটরির অবকাঠামো ও জনবলের মান নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিকমান বা আইএসও (ISO) সার্টিফিকেশন অনুসরণের পরামর্শ দেন।

৯ জুন ২০১৫ বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনার

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী ৬টি ল্যাবরেটরি ও ১ টি সনদ প্রদানকারী সংস্থাকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেন। এগুলো হচ্ছে- ডিভাইন ফেব্রিকস্ লিঃ এর সেন্ট্রাল টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি, আণবিক শক্তি কমিশনের অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি, পেট্রোমেক্স রিফাইনিং লিঃ এর পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট টেস্টিং ল্যাবরেটরি, সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্সের সেন্ট্রাল কেমিক্যাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি, টুভ সুদ বাংলাদেশ (প্রা:) লিঃ এর টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি, এবং ডার্ড গ্রুপের বাংলাদেশ মেটারিয়াল টেস্টিং ল্যাবরেটরি।

বিএবি প্রথমবারের মত সনদ প্রদানকারী সংস্থাকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করে। বিএসটিআই এর মহাপরিচালক জনাব ইকরামুল হক মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে বিএবির এ সনদ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের ২০১৪-১৫ সালের আর্থিক বিবরণীঃ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের আয় বিবরণী

খাতের নাম	টাকার পরিমাণ
নিয়োগের ব্যাংক ড্রাফট	৭৯,৭০০
প্রশিক্ষণ বাবদ আয়	১৯,৭৭,৫৩৩
স্মরনিকায় বিজ্ঞাপন বাবদ আয়	৭০,০০০
এ্যাক্রেডিটেশন বাবদ আয়	৩১,৫৩,২০০
সরকারি যানবাহন ব্যবহার বাবদ আদায়	১৫,৫৩৬
দরপত্র সিডিউল বিক্রয়	১,২০০
মোট=	**৫২,৯৭,১৬৯**

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু 'ওয়ার্ল্ড এ্যাক্রেডিটেশন ডে' ২০১৫ উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের আয়-ব্যয় বিবরণী

তারিখ : ৩০ জুন ২০১৫ খ্রিঃ

প্রাপ্তির পরিমাণ	টাকা	ব্যয়ের পরিমান	টাকা
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত (০১/০৭/২০১৪) (২০১০-১৪ সাল পর্যন্ত নিজস্ব তহবিল)	২৭,২৮,০০৭	চলতি বছরের ব্যয়িত অর্থঃ সাধারণ মঞ্জুরী ১,২৯,১১,৬৪৮ মুলধন মঞ্জুরী ৫,৪৪,৯৬২	**১,৩৪,৫৬,৬১০**
চলতি বছরের নিজস্ব আয়	৫২,৯৭,১৬৯	এফ.ডি.আর (অগ্রনী ব্যাংক, প্রধান শাখা)	**৫০,০০,০০০**
সরকারি বরাদ্দ হতে ছাড়করণঃ ১ম কিস্তিতে ছাড়করণ ২৮,০৫,৭৫০ ২য় কিস্তিতে ছাড়করণ ২৮,০৫,৭৫০ ৩য় কিস্তিতে ছাড়করণ ২৮,০৫,৭৫০ ৪র্থ কিস্তিতে ছাড়করণ ২৪,৭২,৭৫০	১,০৮,৯০,০০০	সমাপনী উদ্বৃত্তঃ ব্যাংকে জমা ৪,৫৩,৮৫০ হাতে নগদ ৪,৭১৬	**৪,৫৮,৫৬৬**
	১,৮৯,১৫,১৭৬		১,৮৯,১৫,১৭৬